অকুল কন্যা
প্রভাতদেব সরকার

অকূলকন্যা

অরুণকন্যা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

উৎসর্গ
সাগরময় ঘোষ
বন্ধুবরেষু

সেদিনটা বোধ হয় এমনি ছিল।

এমনি কয়লার ধোঁয়ার মতো নুয়ে-পড়া বিবর্ণ আকাশ, এমনি হব-হব-বৃষ্টি, থমথমে ভাব, অচেনা-অদেখা স্থানের বিস্ময়, ভয়।

ঠিক জায়গায় পৌঁছলুম তো?

গাড়ির জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে ত্রস্ত চোখে চেয়ে দেখেছিল নিভা।

না, এইখানেই নামতে হবে—শিলাপট্টে কালো অক্ষরে স্টেশনের নাম লেখা, হাওবাগ!

হাতে ধ'রে নামাবার যখন কেউ নেই, তখন নিজে থেকে নামতে হয়। তাড়াহুড়োও করতে হয়। কি জানি গাড়ি যদি ছেড়ে দেয় আবার!

প্ল্যাট্‌ফর্‌মে নেমে চোখ তুলে চারিদিক চেয়ে দেখলে নিভারাণী।

বিদেশ মানে যে কি, সহসা তার উপলব্ধিতে মুহূর্তে হাত-পা যেন তার হিম হয়ে যায়। জন্মভূমির সমস্ত অবজ্ঞা, অনাদর, অবহেলা এখন যেন শতগুণ শ্রেয় মনে হয় নিভার। দেশে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের আশ্রয়ে লাঞ্ছনার ভয়ে এতদূরে চ'লে আসাটা বোধ হয় ভাল হয় নি তার।

একি দেশ! আর যাদের ভরসায় এখানে আসা তারাই বা কেমন!

দু-পাশে ধূসর পাহাড়, মাঝখানে নির্জীব ময়ালের মতো রেল লাইন, মাথার ওপর গুম্‌রে ওঠা মেঘলা আকাশ—সবটা মিলিয়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক রহস্যের দুর্বোধ্যতা। গা-ছম্‌-ছম্‌ অপরিচিতি।

স্টেশনটা যেমন নেড়া-নেড়া, মানুষ-জনও এখানের তেমনি বোকা-বোকা। কারুর মুখে চোখে এতটুকু প্রাণের স্পর্শ নেই। পাথরের দেশে সব যেন পাথর! ধূসর ঘর্ষণ সর্বত্র।

বুকের ভেতর থেকে হাতড়ে টিকিটটা বার করলে নিভা।

ছত্রিশ ঘণ্টা বুকের উত্তাপে টিকিটটা কেমন যেন ফুলে উঠেছে—ঘামে ভিজে থস্‌ থস্‌ করছে।

Howrah to Howbagh—765 miles!

বুকটা যেন খালি হয়ে যায় এতক্ষণে। অনেকটা পথ চ'লে আসা হয়েছে বিকারগ্রস্তের মত—যেন কিছুরই খেয়াল ছিল না। চোখের সামনে পাহাড়ের ওপারে উধাও রেল লাইনটা মনটাকে আরো শূন্য ক'রে দেয়—অজানা বেদনায় মন হুহু ক'রে ওঠে।

রেণুকাকীমা এমন কি আর নির্যাতন করতেন!

পরের বাড়ি গলগ্রহের মতো থাকতে গেলে অমন সহ্য করতেই হয়। যতই পর হোক তবু তো দেশের স্বজন। দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন ওঁরাই। এক আধ বছর নয়, আট বছর ছিল সে ওখানে। কি সম্পর্ক ওঁদের সঙ্গে? বাবার পিসতুতো ভাইএর শালা রেণুকাকীমার স্বামী বিনয়কাকা। যত গঞ্জনা দিক, যত লাঞ্ছনা করুক, বাড়ি থেকে তো বার ক'রে দেননি তাঁরা। বাড়ির আর পাঁচ জনের মতো ভাত-কাপড় সমানে জুগিয়ে এসেছেন।

সত্যি কি খুব অসহ্য হচ্ছিল?

আর হ'লেও এতদূর আসবার কি প্রয়োজন ছিল! দেশে আর কোথাও কি আশ্রয় মিলতো না? উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে সে কোন্ সাহসে এতদূর ছুটে এল একলা-একলা? পথেঘাটে বিপদ হ'তে কতক্ষণ! রেণু-কাকীমা কিছু না মনে করুন, বিনয়কাকা যখন জানবেন, কি ভাববেন! কিছু না হোক, জানিয়ে এলে সে পারতো অন্তত। আট বছরের অন্নদাতা পিতারই সমান! এতটা নিমকহারামি নিভার পক্ষে শোভা পায় না।

নিভারাণী বুঝতে পারে না, ইতিমধ্যে কখন অনাদরের সব জ্বালা জুড়িয়ে গেছে। বিনয়কাকার সংসারের শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এখন মধুর হয়ে অদৃশ্য সহস্র হাতে তাকে আকর্ষণ করছে।

আশ্চর্য, এতটুকু ক্ষোভ নেই আর এখন রেণুকাকীমার ওপর। মা থাকলে, বোধ হয় অমনই করতেন—রেণুকাকীমা তো মায়ের মতো ছিলেন!

বাষ্পাকুল চোখ দুটো মুছতে গিয়ে নিভার চকিতে মনে হ'লো, আবার ফিরে যাওয়া যায় না কি সেখানে! সেই ছোট্ট ঘরে—জন্মভূমিতে?

হাওবাগ থেকে হাওড়ার গাড়ি আবার কখন ছাড়বে? ফিরে গিয়ে বলবে—

না না, কিছুই বলবে না সে, যত অপমানই হোক মুখ বুজে থাকবে। যত নিরানন্দের হোক তবু সে তার দেশ, মন যাই বলুক রক্তের সঙ্গে কোথায় কি যেন সম্বন্ধ রয়ে গেছে অবিচ্ছেদ্য হয়ে!

নিভারাণী হাতের টিকিটটা চোখের ওপর তুলে ধরলে।

ফ্যাকাশে হলুদে, দেহের উত্তাপে অদ্ভুত এক রঙ-এর সৃষ্টি হয়েছে—লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে—'হাওড়া' কথাটা নিশ্চিহ্ন প্রায়। পূর্বের সমস্ত সম্পর্ককে কেটে-ছেঁটে বাদ দেওয়ার মতো এ এক আশ্চর্য সংঘটন! 'কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম'-এর মতো স্মৃতি বিভ্রম।

কোথা থেকে যেন বত্রিশ নাড়িতে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা উপলব্ধি করা যায়।

নুয়ে পড়ে তোরঙ্গটা খুলে এক টুকরো কাগজ বার করলে নিভারাণী।

ঐ দেশের আশ্রয়ের ঠিকানাটা লেখা ছিল তাতে—Mr. S. K. Bose, Engineer, Andhardeo, Jabbalpore, C. P.

কুলির মাথায় তোরঙ্গ-বিছানা তুলে দিয়ে গুটি গুটি এগুতে এগুতে বার বার ঠিকানাটা পড়তে পড়তে একটু বোধ হয় অভিমান হয় নিভারাণীর।

আগে থেকে চিঠি সে দিয়েছিল, কিন্তু কেউ তো তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এল না। তার জন্যে না হোক পথের দীর্ঘতার কথা ভেবে অন্তত কারো আসা উচিত ছিল। হতে পারে নিভা কলকাতার মেয়ে, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় এত দূর-দেশেও সে স্বায়ত্তা, সাহসিকা!

হঠাৎ কেমন ভয় আর বিমূঢ়তায় মনটা ভ'রে ওঠে।

রেণুকাকীমার সম্পর্কে কাউকে তার বিশ্বাস করা উচিত হয় নি। ক'দিনই বা সে এই প্রবাসী যুবকটিকে জানে! ন'মাসে ছ'মাসে কার্যোপলক্ষে যখন কলকাতায় আসতেন তখন রেণুকাকীমাদের বাসায় এসে উঠতেন। পশ্চিমের স্বাস্থ্যবান, সরল যুবক—ক'দিন হৈ-হুল্লোড় আর

আমোদ-আহ্লাদে সারা বাড়িটাকে নাড়িয়ে দিয়ে চ'লে যেতেন। অবাক লাগলেও খুব একটা ঔৎসুক্য যেন নিভা বোধ করতো না প্রথম প্রথম। মানুষটাকে দূর থেকেই সে দেখতো আড়ষ্ট হয়ে চুপি-চুপি চোরের মতো লুকিয়ে। কি জানি কোন কথা যদি আবার ওঠে! তার সপ্রতিভ পদচারণা বাইরের লোকের সামনে হয়তো অপরাধের।

কিন্তু অবশেষে একদিন অমল নিজে থেকে তার সন্ধান করলে। সবার সামনে তাকে জাহির করলে।

মনে আছে নিভারাণীর পুরুষের সেই প্রথম স্পর্শ! শুধু লজ্জা নয়, বেদনারও যেন ভার ছিল তাতে।

তাস খেলার খেঁড়ি জুটছিল না। তাই তাকে তার নিভৃত আশ্রয় থেকে ধ'রে আনা হয়েছে। হয়তো সম্মানও দেখান হয়েছে। কিন্তু সে তো খেলা জানে না! কাজকর্ম-চুকে-যাওয়া দ্বিপ্রহরে অবসর বোধ হয় তার কাটে কেবল ভাবনা দিয়ে। সে কেবল ভাবতেই জানে—কি যে সে-ভাবনা, কেন যে ভাবনা, স্পষ্ট তার ধারণাই নেই। তবু তা ভাবনা, নিস্তব্ধ দুপুরে তার ছোট্ট ঘর তাতেই যেন মুখর হয়ে ওঠে।

ফাই-ফরমাস, কাজ ছাড়া যে কেউ তাকে কাছে টানতে পারে নিভা কোনদিন ভাবতে পারেনি।

প্রথমটা সে যত না বিস্মিত হয়েছিল, তার থেকে বেশী অভিভূত হয়ে পড়েছিল ভয়ে—জানা নেই, শোনা নেই, বলা নেই, কওয়া নেই, এমনি ক'রে কোন যুবক এসে হাত ধ'রে টানাটানি করতে পারে? তাও তাস খেলবার জন্যে!

'ধরণী দ্বিধা' হওয়ার লজ্জায় তাসের আসরে এসে নিভা দাঁড়িয়েছিল। রেণুকাকীমা, তাঁর বড় মেয়ে গৌরী তার দিকে রোষকষায়িত চোখে চেয়েছিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অমল নিজের আবিষ্কারে নিজেই রসিয়ে রসিয়ে হাসছিল।

ভীতা, ব্রীড়াবনতা নিভার তখন-তখন কি মনে হয়েছিল আজ এতদিন পরে যথাযথ মনে না থাকলেও এ কথা নিভার স্পষ্টই মনে আছে যে, আগাগোড়া ব্যাপারটা সে বিপরীত ব্যাখ্যাই করেছিল।

ছাতুখোরের দেশে মানুষ ব'লে লোকটা তার সঙ্গে অমন রসিকতা করতে সাহস করেছিল। কুপিতাও সে হয়েছিল যথেষ্ট! বস্ত্রহরণের উদ্দেশ্যে দ্রৌপদীকে যখন সহস্র কুটিল চোখের সামনে আনা হয়েছিল, তিনি বোধ হয় অনুরূপ কুপিতাই হয়েছিলেন। শুধু ক্রোধ নয়, ঘৃণাও বোধ করেছিল নিভা।

বাহাদুরী নিতে হাসতে হাসতে অমল বললে, বসুন, আপনাতে আমাতে। চেষ্টা করলে আর পার্টনার পাওয়া যায় না!

বক্রদৃষ্টিতে গৌরী মার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ইঙ্গিত করেছিল। ক্রোধবাষ্প-সমাকুল চোখ দুটো নিভার সহসা শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল।

ষড়যন্ত্র ছাড়া এ আর কি! প্রথম পুরুষ-স্পর্শের জন্যে নিজেকে নিভা ধিক্কার দিল।

রেণুকাকীমা বেঁকা সুরে বললেন, নাও, আর দাঁড়িয়ে কেন! ব'সে পড়ো।

নিভা বসেনি।

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে সে বলেছিল, আমি তাস খেলতে জানি না—না—না।

তারপর একরকম ছুটে কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে চ'লে এসেছিল সে।

তারও কতক্ষণ পরে এলোচুলটা সামলাতে সামলাতে এক কোণের জানালা দিয়ে পড়ন্ত রোদের ছায়া দেখে নিভার মনে হয়েছিল—তার রাগ করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও ওভাবে রাগের প্রকাশটা তার পক্ষে অশোভন হয়েছে।

হাজার হোক অমলবাবু এ গৃহের অতিথি, দূর প্রবাসী আত্মীয়। কোন বিষয়েই বাড়াবাড়িটা ভাল নয়।

এ নিয়ে কুণ্ঠা যতই থাক, নিভার কণ্ঠ কোনদিন আক্ষেপে উচ্চ হয়নি, অমলও বোধ হয় কিছু প্রত্যাশা করেনি।

পরের ব্যাপারটা নিভার মনে আছে—কয়েক দিন পরে অমল চ'লে গেলে, অকারণে দারুণ অভিমান হয়েছিল তার। কিন্তু আশ্চর্য, যে লোকটার ব্যবহারে সে ক'দিন আগে অপমানিত, লাঞ্ছিত, ক্রুদ্ধ হয়েছিল, তারই অনিবার্য অদর্শনে এমন অভিমান হয় কেন!

সম্পর্ক কি অভিমানের?

তারপর কাজ নিয়ে আরো বার কয়েক অমল এসেছিল কলকাতায়। দুপুরে তাস খেলার সঙ্গী হ'তে নিভা আর কোন আপত্তি করেনি। রেণু-কাকীমাদের পরিবারের একজন লোকের মতোই অমলকে সে মেনে নিয়েছিল।

মেলামেশার সুরু থেকেই মনের মধ্যে সঙ্কোচ বা কোন দুরাশা ঠিক ছিল কি না, নিভারাণীর আজ মনে নেই। তবে ন'মাসে ছ'মাসে রেণু-

কাকীমাদের সংসারে অমলের আবির্ভাব তার মনে বিশেষ একটা মনোভাবের সৃষ্টি করতো—কি সে মনোভাব, নিজে বুঝ্‌লেও আর কাউকে ব'লে বোঝান যায় না এমনি। বিশেষ একটি বয়েসে বিশেষ একরকম বুঝের মানেই বোধ হয় তাই।

খেলায় নিভা পারদর্শিনী ছিল না। বিরুদ্ধপক্ষীয় গৌরীর অনেক কটাক্ষ বিদ্রূপ তাকে সহ্য করতে হ'তো। অমল কিন্তু মানিয়ে নিতো মুখে হাসি দিয়ে।

রেণুকাকীমা কি আর করবেন—এমনি ভাব ক'রে মুখ বুজিয়ে খেলে যেতেন। অমলের আব্দারে প'ড়ে তিনি খুব একটা অনুচিত কাজ করছেন যেন। কুকুরকে নাই দেওয়ার মতো।

রেণুকাকীমার সংসারে থাকাকালীন অমলের ব্যবহারে আর যাই মনে হোক নিভারাণীর লোকটাকে খুব বেশি আত্মীয় ব'লে মনে হ'তো। রেণু-কাকীমার সম্পর্কে কেউ যে তার প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করবে নিভা কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। যেন রেণুকাকীমার আর একটি মেয়ে সে।

অনেক দুঃখে মনে হ'তো, ভগবান তাকে কোন একদিক থেকে সুখী করছেন, যত অনাদরই পাক, একদিক থেকে পুষিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তবুও দুঃখ ছিল।

এই সুখী হওয়াটা, পুষিয়ে যাওয়াটা বড় গোপনীয়, নিভৃত চিন্তার মতো আপনায় আপনি সম্পূর্ণ। প্রকাশের কোন উপায়ই ছিল না।

কে জানে অমল সে কথা বুঝতো কি না! আর না বুঝলেও তাস খেলায় খেঁড়ি হওয়া, খাবার সময় আসন পেতে দেওয়া, কি খাওয়া শেষে

পান-মশলা নিয়ে নত মুখে একধারে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া নিভার পক্ষ থেকে বোঝাবার আর কোন সুযোগ ছিল না।

যখন নিভার সময় হ'তো, তখন সব ঘরের আলো প্রায়ই নিভে যেতো—অমল তো বলতে গেলে সাতশো মাইল দূরে স'রে যেতো।

নিজের ঘরে বৃথা আলো জ্বেলে নিভা অপেক্ষা করতো। টান টান ক'রে কপাল-ভাসান বাঁধা চুল খুলতে খুলতে কি যে ভাবতো সে দোতলা ঘরের কোন একটা জানালার দিকে চেয়ে সে-ই জানে। হয়তো নিভৃতে একটু সাজবার কথা মনে হ'তো। পাশের বাড়ির দেওয়াল ঘড়িতে ক'টা যেন বাজতো, এক-দুই-তিন···এগারটা কি বারটা—হয়তো অনেক রাত হয়েছে। রান্নাঘরের টিনের চালে একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো, দোতলার বারান্দা থেকে কে যেন কলতলায় খানিকটা জল ফেলে দিলে ছড়াৎ ক'রে। রেণুকাকীমা এখনো দরজায় খিল দেননি। কর্ত্রীত্বের শেষ পাহারাটুকু বিঘোষিত করেননি ঃ তোর ঘরে এখনো আলো জ্বল্‌চে কেন রে নিভা?

নিভা তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। কাল হয়তো কৈফিয়ৎ দিতে হবে, রোজ এত রাত পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে কি রাজকার্যটা করা হয়! সত্যি বললেও রেণুকাকীমা বিশ্বাস করবেন না, মিথ্যে বললেও না।

এত লুকোচুরি, এত ঠারাঠারি—তবু এই প্রতীক্ষায় যে কি মাদকতা ছিল বলবার নয়।

পশ্চিমে মানুষ ব'লে অমল এ সব ব্যাপারে একেবারে যেন ভোঁতা। কোনদিন যদি নিভার মনে হয়েছে লোকটা কিছু বোঝে! ছেলেমানুষের

মতো হাসি-হৈ-হুল্লোড় ছাড়া আর কিছু বোধ হয় জানে না। তবু মনে মনে ওকেই নিভারাণী মনোপ্রাণ সঁপে দিয়েছিল। অভিমানে রাগে একান্ত ক'রে ঐ লোকটিকেই নিজের ক'রে পাবার ইচ্ছে করতো, ইচ্ছে নয়, কামনা করতো সে।

বৃষ্টিটা হয়ে গেলেই যেন ভাল হ'তো। বুকচাপা দুঃস্বপ্নের মতো মেঘটা পরিবেশটাকে চেপে আছে—পাথর চাপা দিয়ে ঝাঁকিয়ে ছানার জল বার করার মতো।

নতুন জায়গা সম্বন্ধে নিভা উৎফুল্ল হ'তে পারে না। পাহাড়ে দেশ মানে এই নাকি! চারিদিকে পাণ্ডুর স্তব্ধতা! এখানে ধুলোর রং-ও যেন কেমন ধারা মরা ছাই-এর মতো।

টাঙ্গায় উঠতে বুক দুর দুর করেছিল, হাত-পা কেঁপেছিল, গা বমি বমি করেছিল।

পিছন ফিরে সামনে এ আবার কেমন ধরনের যাওয়া। যে পথ ফেলে আসতে হবে তাকেই দেখতে দেখতে সামনে এগোন! গাড়িতে চড়া নয়, পা ধ'রে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া। জবরদস্ত দৌড়!

মনটা হু হু করে—দীর্ঘ পথ ফেলে আসার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে পথে তুমি যাবে সে পথে চোখবাঁধা, কিন্তু যে পথে তুমি আসবে, সে-পথ তোমার চোখের ওপর মেলে ধরা। উল্টোপাকে সুতো এলিয়ে দেওয়ার মতো।

রেণুকাকীমা কাল থেকে নিশ্চয়ই খুব গালাগালি করছেন। একে কুঁড়ে

মানুষ, তায় নিভা চ'লে আসায় সংসারের সমস্ত ঝক্কি এখন তাঁকেই পোহাতে হচ্ছে। গৌরী থাকলে না হয় কথা ছিল। আজ দু'বছর হ'লো তারও বিয়ে হয়ে গেছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে রেণুকাকীমার, রোগা শরীরে কি ক'রে যে সামলাবেন! বেচারা বিনয়কাকার হয়তো অর্ধেক দিন খাওয়াই হবে না। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলোরও হেনস্তা কম হবে না! হাতের দোসর এখন কেউ নেই!

মনে মনে জব্দ করবার অভিপ্রায় বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধের ফল হ'লেও আজ নিভার মায়া হয় কল্পনায় রেণুকাকীমার অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে।

যে পরিমাণ কষ্ট তিনি এখন পাচ্ছেন নিভার অনুপস্থিতিতে, সে পরিমাণ কি আর এমন গালাগাল তিনি করতে পারছেন।—গালাগাল দিয়ে কি তিনি পূর্বের স্বস্তি ফিরে পাবেন?

সে অকৃতজ্ঞ?

ঠোঁটের একটা পাশ যেন নিভার বক্র হয়ে ওঠে, চোখের কোণে একটা কিসের ঝিলিক দেয়। হয়তো তাই সে।

কিন্তু অকৃতজ্ঞ কাকে বলে? বিনিময়ে কিছু না দেওয়াই তো!

সেদিক থেকে এই আট বছর তো নিভা রেণুকাকীমাদের অনেক কিছুই দিয়ে এসেছে—যা পরিশ্রম করেছে, তাতে কি কৃতজ্ঞতার তৌল সমান হয়নি! আরও চাই!

চাইলেই কি মানুষ দিতে পারে, না আমরণ দেয়? দাসপ্রথা তা হ'লে কি দোষ করলো! বাবার সঙ্গে সম্পর্ক একটা ছিল তাই না তাঁদের আশ্রয়ে সে এসেছিল, না হ'লে—

সে কথা আলাদা। একটি অসহায় কুমারী মেয়ের পক্ষে যতখানি সম্ভব কৃতজ্ঞতার ঋণ সে পরিশোধ করেছে। আজ যদি সে নিজের ভবিষ্যৎ খুঁজে নেয়, রাগ করবার কি আছে! বরং খুসী হওয়াই উচিত, বোঝা নেমে গেল তাঁদের। একটা পরের মেয়ে আপদ বই তো কিছু না!

গাড়িটা হঠাৎ নড়ে ওঠায় চিন্তার স্থত্রটা যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

মা-বাবার কথা মনে হয় নিভার।

তাঁরা বেঁচে থাকলে কে জানে তার জীবন কেমন হ'তো আজ! হয়তো এতো দিনে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় তাঁর মিলতো—শুধু উষ্ণই নয়, রোমাঞ্চকর। এই ধুলো-মাখা, ঘর্মসিক্ত, গা-ঘিন-ঘিন অনুভূতি নয়। এই সকাল আর সেই সকালের অনেকখানি তফাৎ নিশ্চয়ই থাকতো। হ'তো না হয় তারা গরীব, তাতে কী—পুরুষের আশ্রয় নারীর কল্যাণস্পর্শে মধুময় হয়ে উঠতো। যা পাওয়া যেত তাই নিয়েই মন ভ'রে উঠতো, যা পাওয়া যায়নি তার জন্য আক্ষেপ থাকতো না।

চোখের ওপর গৌরীর বিয়ে দেখে নিভার সেদিন অনেক কথাই মনে হয়েছিল। এতদিনে রেণুকাকীমাদের আশ্রয় সত্যিই অসহ্য লেগেছিল। সেদিনের উৎসব-মুখরতা তার প্রতি নিদারুণ অবহেলার মতো মনে হয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি গৌরীকে সে মনে মনে হিংসা করেছিল সেদিন। শুধু কনে-চন্দন আর বেনারসী গৌরী পেল না, আর যা পেল তা নিভা হয়তো কোনদিনই পাবে না,—না—ছুরাশা মাত্র।

বিনয়কাকা তার কথাটা ভাবলেন না কেন একবার—গৌরীর মতো

না হোক যেমন তেমন একটা ছেলে তিনি যোগাড় করতে পারতেন তার জন্যে।

সেদিন বিয়ে বাড়িতে অমল যেতে গিয়েছিল।

আশ্চর্য, লোকটা অত দূর থেকে কোন না কোন সম্পর্কে মাসীর মেয়ের বিয়েতে খাটবে ব'লে এসেছে!

কতবার নিভা দেখবার চেষ্টা করেছে, অমলের চোখে আজকের দিনে কোন মাদকতা আছে কি না, যদি থাকে নিশ্চয়ই তা নিভা আজ সহজেই খুঁজে পাবে—পশ্চিম প্রবাসীর রুক্ষ আপনভোলা দৃষ্টিকে কিছুমাত্র সরস আর আত্মগত করবার চেষ্টা না ক'রেই।

হ্যাঁ, সেজেছিল বৈ কি নিভা সেদিন!

অপরাধের কিছু নয়, উৎসব বাড়িতে একটু বিপরীত সজ্জার প্রয়োজন হয়। আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সন্দেহ করারও কিছু নেই, মেয়ে পার হওয়ার খুশীতে রেণুকাকীমাই বরং বলেছিলেন তাকে বেশবাস একটু সভ্যভব্য করতে। পাঁচ জন আসবে যাবে, দেখলে কি ভাববে।

চাকরাণীর রাণী সাজবার এই বোধ হয় সুযোগ—গিন্নীমার ঢালাও হুকুম।

গৌরীর গায়ে হলুদের দিন মাথা ঘসেছিল নিভা। কর্মবাড়িতে কে যেন বক্র মন্তব্য করেছিল তাই নিয়ে: তোর মাথায় কি হলো রে নিভু! গিলে খাবি নাকি তুই সবাইকে?

তবু রক্ষা রেণুকাকীমা কোন মন্তব্য করেন নি।

বলতে নেই গৌরী বরং সেদিন উপযাচক হয়ে বলেছিল, তোকে বেশ দেখতে হয়েছে নিভাদি, কি সুন্দর তোর চুল!

বিয়ের সময় বোধ হয় মেয়েরা উদার হয়, ঈর্ষা-বিদ্বেষ ভুলে যায়। নিভা আশ্চর্য হয়েছিল গৌরীর প্রশংসা বাক্যে। যে মেয়েটি তার চালচলন কোনটাই কোনদিন সুনজরে দেখে নি, সে আজ বলে কি—দিদি, তোর চুল কি সুন্দর!

গৌরীর আজ হ'লো কি! কে ওকে এমন হতে বললে! কার অদৃশ্য প্রভাবে ও এমন বদলে গেল!

সাজবার জন্যে তোলা কাপড়ও বার ক'রে দিয়েছিল গৌরী—মাথার কাঁটায়ও ক'টা নূপুর লাগান। ব্রঞ্জের ক'গাছা তেড়াবেঁকা চুড়িও বদলে গৌরী কাঠাল-কাঠ প্যাটার্ণের বালা জোড়াটাও হাতে তুলে দিয়েছিল। তারপর নিভার কান লাল ক'রে বয়ঃকনিষ্ঠা গৌরী একসময় রসিকতা করেছিল, তোরও যদি আজ গায়ে হলুদ হ'তো, বেশ হ'তো!

যাদের কাছ থেকে অনাদর, অবজ্ঞা আর অবহেলাই পাবার কথা, তারা সেদিন অদ্ভুত অসম্ভব ব্যবহার করেছিল। যেন গৌরীর ছোট বোনকে দিদির সৌভাগ্যের জন্যে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু যার কাছ থেকে অনেক কিছু আজকে পাবার কল্পনা ছিল, সে তো কই—

গাড়িটার গতি খুব মন্থর হ'য়ে এসেছে।

সামনে চড়াই।

নিভারাণী চেয়ে দেখে এদিক ওদিক।

দু' পাশ থেকে পাহাড়গুলো যেন চেপে ধরেছে, পথ সঙ্কীর্ণ। ঘিয়ে ভাজা পাহাড়ী ঘোড়াটার পা জড়িয়ে যাচ্ছে, চাবুকের শব্দে অশুভ

উৎকণ্ঠা। হঠাৎ পাহাড় ধ্বসে রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

বার বার মাথার চুলকে হাত ঘুরিয়ে ঠিক করতে হয়—বার বারই কবরীবন্ধন শিথিল হয়ে যায়। দেহটাও বোধ হয় এবার ভেঙে পড়বে। মুখে হাত দিলে হাতটাও কালীবর্ণ হয়ে যায়—আজ নিয়ে হু'দিন স্নান হয়নি। কতক্ষণে পৌছবে ?

বিনয়কাকার ওখানে এতক্ষণে কখন সে কলঘর থেকে বেরিয়ে আসতো। প্রাতঃকালীন চা করাও তার শেষ হ'য়ে যেত। রেণুকাকীমা ঘুম-ঘোরে চায়ের বাটি নিয়ে এক চুমুক দিয়ে বলতেন, এখনো ভাত চড়েনি! আজ আর অফিস যেতে হবে না!

সে-ছবিটা আজো নিভার মনে আছে :

ঘুম-ভাঙা আলুথালু চায়ের বাটি হাতে রেণুকাকীমাকে তখন-তখন তার ছেলেবেলার স্কুলের চপলা দিদিমণির মতো দেখতে লাগতো। যেন বিনয়কাকার বদলে উনিই অফিস যাবেন। সময় মতো ভাত না পেলে অভুক্তই থাকবেন সারাদিন।

তারপর চা পান শেষ হ'লে বাটিটা ঠক ক'রে মেঝের ওপর বসিয়ে হাটু ধ'রে উঠতে গিয়ে ফুটন্ত ভাতের গন্ধ পেয়ে রেণুকাকীমা রোজই বলতেন, ইস্-স্! আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল।

যতই বকা-ঝকা হেনস্তা রেণুকাকীমা করুন, এ সময়টা তিনি বিলম্বে শয্যাত্যাগের জন্যে প্রকারান্তরে নিভার কাছে কুণ্ঠিত হতেন। কে বলতে পারে, নিভার কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য মনে মনে তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন কিনা।

শুধু কি ভাতের হাঁড়ি, আরো কত কি নিভা সে সংসারের দেখতো! ঘড়ির কাঁটা বেঠিক হ'লেও একটা দিনের জন্যে সে বেঠিক হয়নি। বাপ-মা-খাওয়া মেয়ে ব'লেই বোধ হয় তার স্বাস্থ্যটা চিরকালই অটুট।

পিছন ফিরে সামনে এগোনর মতো রেণুকাকীমাদের সব কথা মনে পড়ছে।

কিন্তু আশ্চর্য, গত ছত্রিশ ঘণ্টায় তাঁদের বিরুদ্ধে যে বিরূপতা এবং ঘৃণা নিয়ে আশ্রয় ত্যাগ করেছে, তার এতটুকু আঁচ এখন যেন উপলব্ধি করা যায় না। অতো স্বার্থপর, নীচ, ইতর মানুষটার ভালও দেখা যায়।

অথচ দু'দিন আগেও কি ব্যাপারটাই না করেছেন উনি!

ভাবতে গেলে শরীরটা কেমন অবশ হয়ে যায়! কেমন একটা অসহায়, স্বজন-বন্ধুহীন অস্তিত্বের শূন্যতা মনকে অসাড় ক'রে দেয়। এত বড় পৃথিবীতে কি-ই বা তার প্রয়োজন! মা-বাবার সঙ্গে সেও যদি চ'লে যেত! কত অনর্থক মনে হয় সব!

শক্ত ক'রে দোদুল্যমান টাঙ্গাটার একটা পাঁজর চেপে ধ'রে স্থির মৌন দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে নিভা ব'সে থাকে—কোন আশা নেই, ভরসা নেই, এত বড় সংসারে কারো কাছে তার কোন প্রত্যাশা নেই।

কিছু তো দেয়নি, কি সে পেতে চায়!

আরো কিছুক্ষণ এমনি মুখ বুজে চললে বোধ হয় সে পাথর হয়ে যাবে। যে মনগড়া প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় সে এতদূর ছুটে এল, তার ভিত্তি-ভূমিটা যেন বড় পলকা, আর তার স্বীকৃতিটাও বোধ হয় আশানুরূপ হবে না।

অমল যদি তাকে স্বীকার না করে আজ!

কলকাতার পরাশ্রয়ে অবগুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত নিভা আর এতদূর একলা-একলা চলে-আসা সাহসিকা কি এক? শান্ত, নম্র, ধীর ভেবে যাকে আদর করা যায়, স্নেহ দেখান যায়, কোন অজুহাতে তাকেই আবার উগ্র, রূঢ়, স্বাধীনা দেখে পূর্ব মনোভাব বজায় রাখা যায় কি! কুমারী মেয়েদের স্বভাবের কোন্ ভাবটা যুবা পুরুষদের আকৃষ্ট করে? প'ড়ে প'ড়ে মার খেতে পারে যে মেয়ে তাকেই কি শৌর্য-বীর্যবানরা চায় না, যারা স্বাধিকারে পুরুষের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা রাখে, তাদেরই কামনা করে?

হয়তো কিছুই না। চাওয়া এবং পাওয়ার কোন যোগসূত্রই নেই—অন্তত তাদের সমাজে। আর মানুষের মনের কথা কে বলতে পারে!

সেই কবে অমল একবার নিভৃতে তার হাত চেপে ধরেছিল, তারপর এই ক'বছরে কতবার সাক্ষাৎ হয়েছে, কই মনে রাখার মতো কিছু তো মনে পড়ছে না। বরং সে-ই নিজে থেকে যত কাছে আসতে চেয়েছে, অমল যেন ক্রমশ দূরে স'রে গেছে।

তবু সে ভালবেসেছিল অমলকে কেন এতদিন বলতে পারেনি মুখ ফুঠে! ভালবাসার দাবিতে তাই আজ আসতে এত সঙ্কোচ হ'চ্ছে। আজ অমল তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ফিরে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই নিভার। অথচ এখানে ছুটে আসার কারণ মেয়েটির বিশেষ একটি স্বভাব দোষের অপবাদ।

মনের সঙ্গোপনে কিন্তু সভয়ে আত্মীয়তার দাবিই বোধ করে নিভা। তাকে দেখলে অমল খুশীই হবে—সমাদরে ঘরে স্থান দেবে। আর কিছু না ভেবে হোক একজন দুঃস্থ, অনন্যোপায় আত্মীয়া ভেবে।

না, ভালবাসার কথা নিভা তুলবে না, ভালবাসার দাবিতে আর যাই করা করা যাক, ভিক্ষা করা যায় না। আর এ তো আশ্রয় ভিক্ষা!

টাঙ্গা থেমে গেল।

নিভা চেয়ে দেখলে, পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট বাংলো মতো বাড়ি। এত নিস্তব্ধ যেন কোন ছবি ফ্রেমে আঁটা।

কিছুক্ষণ নিভা নির্বাক বিস্ময়ে অপেক্ষা করলে।

আর কোথাও বাড়ি-ঘরের চিহ্নমাত্র নেই, যেন স্বপ্নদৃষ্ট কোন এক জায়গায় কোন এক অস্পষ্ট বাড়ির সামনে এসে থেমেছে সে। কে বলতে পারে বাড়িটাকে সে স্বপ্নে কখনো দেখেনি।

গাড়োয়ান নামতে বললে, জানালে—এই-ই বোস সাহেবের কুঠি। অন্ধরূদেও।

সন্তর্পণে টাঙ্গা থেকে নিভা নামলো।

আর একবার আলুলায়িত কেশদাম কবরী বন্ধনে বিন্যাস করলে। শাড়ির আঁচলে মুখটা মুছে নিলে। তারপর বিস্ফারিত চোখে বাড়িটাকে দেখলে।

গাড়োয়ানকে দিয়ে তোরঙ্গটা গেটের ভেতরে এনে ঢাকা বারান্দার ওপর রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি নেমে এল ঝম্ ঝম্ ক'রে—পাহাড়ে বৃষ্টি ভীষণ আর প্রখর।

বৃষ্টির কণায় কিছুক্ষণের জন্যে সামনেটা ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে গেল। যেন আকাশ ধোয়া ময়লা আস্তরণ একটা। ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে কোন্

এক হানাবাড়িতে ঐ টাঙ্গাগাড়িটা তাকে রেখে গেল। হয়তো সে ছাড়া আর কোন জীবের অস্তিত্ব নেই এখানে।

বৃষ্টি থামতেও অনেকক্ষণ নিভা সাহস ক'রে বারান্দা পেরিয়ে সদর দরজায় ঘা দিতে পারলে না। এখনো তার মন স্থির নয় যে, এটা স্বর্গত সুবোধ বসুর বাড়ি—অমল এইখানেই থাকে। মানে অমল এর উপস্থিত মালিক।

চিঠিটা হয়তো অমলের হাতে পড়ে নি, কি রাস্তায় মারা গেছে।

কিন্তু সে এসে পৌছল আর চিঠিটা পৌছল না! নিজে রওনা হবার তিন চারদিন আগে চিঠিটা নিভা ডাকে দিয়েছিল। ঠিকানা ভুল করবে কেন, তার ক্লাস সেভেন বিদ্যেতে যতদূর পেরেছে স্পষ্ট ক'রে ধীরে ধীরে লিখেছে—প্রথমে অমলের নাম, তারপর কাগজে যা লেখা আছে।

পর পর দু'রাত জেগে এমনিই নিভার মাথা গরম হ'য়ে আছে, তার ওপর এই সব চিন্তা, নিজেকে নিভা আর ঠিক রাখতে পারে না। প্রচণ্ড ক্রোধ আর অপমানে ব্রহ্মতালু তার জ্বালা ক'রতে থাকে। অনুচ্চারিত এমন সব কটু বাক্য অমলের উদ্দেশ্যে সে বলে যে কহতব্য নয়। রেণুকাকীমাদের তবু বোঝা গেছে, কিন্তু এ লোকটি আরো সাংঘাতিক, নীচাশয়, কপট!

কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন একবার শেষ না দেখে নিভা যাবে না। যতই অনাদর আর অবজ্ঞা পাক না কেন!

ভেঙ্গে-পড়া মনকে শক্ত ক'রে নিভা কঠিন ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া ধ'রে নাড়া দেয়।

সামনে পিছনে পাহাড়ে কড়া নাড়ার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে।

ভেতর থেকে কোন সাড়া আসে না। মনে হয়, একটা অনুচ্চ, চাপা না-না শব্দ বিলম্বিত তালে উচ্চারিত হয়—সুদূর, সুউচ্চ গিরিশ্রেণীর ওপার থেকে কে যেন তার সঙ্গে নিষ্ঠুর কৌতুক করছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে গিয়ে ভেতর থেকে কেউ যদি বেরিয়ে না এসে তাকে প্রশ্ন করতো—কে, তা হ'লে বোধ হয় নিভা অকূলসাগরে পড়ার মতো কেঁদে ভাসিয়ে দিত।

তোমার আমার কাছে সে কান্নার মানে কিছু না থাকলেও বেদনার ভারে মানুষের সুখদুঃখের ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়।

চোখ-ছল্-ছল্ বিস্ময়ে নিভা বললে, আমি! কলকাতার বিনয়কাকার বাসা থেকে আসচি।

ভেতর থেকে এগিয়ে এসে যিনি চৌকাঠে দাঁড়ালেন তিনি ঠিক নিভার কথা বুঝতে পারলেন ব'লে মনে হ'লো না। স্তিমিত চোখ দুটো কেবল কুঞ্চিত ক'রে নিভার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। অনেক কষ্টে নিভা অশ্রু সংবরণ করলে।

উনিই বোধ হয় অমলের বিধবা মা।

হেঁট হয়ে নিভা তাড়াতাড়ি পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে এগিয়ে এল।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্নকারিণী বললেন, থাক্।

মাথা তুলে নিভা চেয়ে দেখলে প্রশ্নকারিণী তেমনি সন্দিহান।

নিভা অস্ফুটে বললে, ভবানীপুরের ৺সন্তোষ বাবুর মেয়ে আমি—আমার বাবা মারা যাবার পর আমি বিনয়কাকার কাছে—

হাত নেড়ে তিনি থামতে বললেন।

নিভারও মনে হ'লো সে অরণ্যে রোদন করছে। কাকে শোনাচ্ছে তার পরিচয়—হয়তো উনি বাঙলাই বোঝেন না। বাঙলা দেশ জ্ঞান হয়ে অবধি কখনো দেখেননি, আত্মীয় স্বজন তো দূরের কথা।

যাই হোক তিনি ভেতরে আসবার অনুমতি দিলেন, এসো, ভেতরে এসো।

একটু বোধ হয় ইতস্তত করলে নিভা, তারপর পিছন ফেরবার সময় বার কয়েক নিজের তোরঙ্গটার দিকে চাইলে। এত বড় সম্পত্তি ফেলে সে একা-একা ভেতরে যায় কি ক'রে! অথচ এঁর সামনে মুখ ফুটে বলা যায় না সে কথা—কে বলতে পারে যেটুকু অভ্যর্থনা শেষ-বেশ জুটেছে তাও না হয়ে যেতে পারে! মুখের ওপর দরজা যদি বন্ধ ক'রে দেন উনি!

পশ্চিমের জল হাওয়ায় সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলেও মানুষটাকে বাঙলা দেশের যে কোন নিষ্ঠাবতী বিধবার মতই দেখতে লাগে। তেমনি বৈধব্যের তপশ্চরণের দরুন দেহটা ক্ষীণ, বর্ণ তাম্র-গৌর, নাসিকা তীক্ষ্ণ, মাথার চুল ছোট-ছোট ক'রে ছাঁটা।

কিন্তু প্রবাসিনী বিধবাদের জন্যে পশ্চিমে, মধ্য প্রদেশের এই গ্রামাঞ্চলেও কি কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসন আছে, না, উনি বাঙলা দেশের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন?

বয়স কালে উনি যে সুন্দরী ছিলেন সে বিষয়ে নিভা নিঃসন্দেহ। এখনও
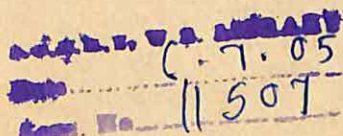
ওঁকে বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় যেন একটা কাঠিন্য রয়ে গেছে। কৃচ্ছ্রসাধনের নির্মোক।

"সরবতী বাঈ! সরবতী বাঈ! জলদি!" উনি হাঁক দিলেন।

নিভা সভয়ে তোরঙ্গের মায়া ত্যাগ ক'রে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে। কে জানে এরপর তার জন্যে কি প্রতীক্ষা ক'রে আছে!

নিভার মনে হয়েছিল সাত পা এক সঙ্গে হাঁটার পর উনি আত্মীয়তা করবেন। অন্তত পরিচয়টা ভালে ক'রে জেনে নেবেন—এমনি হুট্ ক'রে চ'লে আসার কারণ জিজ্ঞেস করবেন।

না, তিনি কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

নিভার সামনে একটা দূরত্ব বজায় রেখে এসে বললেন, ঐ কলঘর, যাও রেলের কাপড় চোপড়গুলো কেচে এসো।

নিভা ইতস্তত করতে তিনি আবার বললেন, যদি স্নান করতে চাও তো ঐ সঙ্গে সেরে নিও, ওখানে সবই পাবে।

ওঁর নির্দেশ থেমে গেলে হঠাৎ নিভার মনে হয়, বাড়িটা আবার নিজের মৌন ধ্যানে ডুবে গেছে—নতুন অতিথির আগমনে তার চারিভিতে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, একটা নির্লিপ্ত সুদূরতা বজায় রেখেছে।

কলতলায় দাঁড়ালে খানিকটা আকাশ আর কেবল পাহাড় দেখা যায়। দৃষ্টির পীড়ায় নভপট চক্ষুহীন, পাহাড়ের খোঁচায় সারা। এখানে দাঁড়িয়ে একটুও মনে হবে না, এর পর পৃথিবী আছে, মানুষজন আছে, প্রাত্যহিক জীবনের কলরোলও আছে।

যে টাঙ্গাটা ক'রে নিভা এসেছিল সেটা যেন এখন গল্প-কথা।

এখানে কাক ডাকে না।

স্নান সেরে এলো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে নতমুখে নিভা সামনে এসে দাঁড়াতে তিনি এক পাত্র মিছরীর পানা এগিয়ে দিলেন। বললেন, খেয়ে নাও, ছ'রাত জেগেছো—ঠাণ্ডা হবে।

মিছরীর সরবৎ হাতে ক'রে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে নিভা, বোধ হয় ছ'ফোঁটা অশ্রুও চোখের কোণে টল্ টল্ করে।

লক্ষ্য ক'রে উনি বলেন, খেয়ে নাও। গিয়ে মাঝের ঘরে বিছানা করা আছে শুয়ে পড়োগে। ছ'দিনের ক্লান্তি কম নয়!

এখন একটু ঘুমোতে পারলে শুধু শরীরের পক্ষে কেন, মনের পক্ষেও ভাল।

কেবল পথের কষ্ট নয়, কলকাতা ছাড়া থেকে মানসিক কষ্টও সে ভোগ করেনি কম।

অজানা, অদেখা আশ্রয়ে তার ভাগ্য আবার কি ভাবে পরিবর্তিত হবে কে জানে। আবার সেই ভাল লাগা, মন্দ লাগা! আদর, অনাদর, ভালবাসা, ঘৃণা! একটি অরক্ষণীয়া, অনভিভাবিকা যুবতী মেয়ের জীবনে আর কিছু কি পাবার নেই! কামনা করবার আর কিছু ?

আসা মাত্র শুতে যাওয়াটা কেমন কেমন দেখায় যেন। তা ছাড়া এই সকালে ঘুমনোটা উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ের পক্ষে অশোভনও।

নিভা অস্ফুটে বললে, এখন আর শোব না।

—না, না, বুঝতে পারছো না, বড্ড শরীর খারাপ হবে, একটু শুয়ে

নাও। ঘণ্টা খানেক অন্তত—ওঁর কণ্ঠস্বর ঠিক দূরের মতো শোনায় না, পরিচিত আত্মীয়তার সুর উপলব্ধি করা যায়।

কিন্তু যে-মানুষটি, এতক্ষণ সে কে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানতে চাননি, মুখের কোন ভাবেই যাঁর এতটুকু পরিচয়ের সূত্র ধরা পড়েনি, তাঁর বাড়ি-চড়াও এই হতভাগিনীর জন্যে এ উদ্বেগ কেন!

অমল তা হ'লে তার চিঠি পেয়ে আগে থেকেই মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গেছে? এগিয়ে নিয়ে আসতে নাই যাক, তার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রেখেছে। আর কি চায় নিভা? মিছরীর সরবৎ, আরাম শয্যা, নিশ্চিন্ত আশ্রয়!

নিভার ঘুম যখন ভাঙ্গল, সূর্য তখন মাথার উপর উঠে গেছে। রোদ ঘরের ভেতরেও হানা দিয়েছে, পাহাড় পোড়া তেজ তার—চোখ চাইলে মাথার ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ করে, ঝাপসা মনে হয় সব।

চেতনার পট যেন শূন্যই হয়ে গেছে নিভার।

মুহূর্তের জন্যে পূর্বাপরের সব স্মৃতি ভুলে যেতে হয়—নিজের পরিচয় শুদ্ধ। একটা দুঃস্বপ্নের ভারে বুকটা যেন এখনো ভার হয়ে আছে।

দরজাটা খোলাই ছিল।

ঘুমের মধ্যে যেন মনে হয়েছিল, কে বার কয়েক ঘরের মধ্যে এসেছে, গেছে নিঃশব্দে, নিশ্চুপে। এত ঘুম পেয়েছিল যে, নিভা চেয়ে দেখতে পারেনি, জাগেনি। ঘুম ভেঙ্গে যেতে এখন অদ্ভুত মনে হচ্ছে, সেই ঘুমঘোরে কারো আনাগোনা।

বাইরে এসে নিভা চেয়ে দেখলে, আকাশে আর এতটুকু মেঘ নেই, পাহাড়ের ছায়ায় আর চড়া রোদে নীলিমা সুগভীর।

সরবতী বাঈ সামনে এসে দাঁড়াল। নিভার আপাদমস্তক সন্দেহ কটাক্ষে দেখে বললে, খানা তৈয়ার, মাইজী বোলায়া!

সম্ভ্রান্ত বাড়ির ঝি।

ছেলে খেলার পুতুলকে কাপড় পরানর মতো অদ্ভুত একরকম ক'রে কাপড় পরেছে। চাঁদির বিচিত্র গয়নায় হাত-পা-কান-নাক ভারাক্রান্ত। চাবির রিং-এ পর পর চাবি গাঁথার মতো ক্ষত বিক্ষত কান দুটো রূপোর কেয়ূর-কুণ্ডল-পাশায় গ্রথিত। মধ্য প্রদেশের নারীকুলের কানের শক্তি বোধ হয় অপরিমিত। তুলনায় মুখটি ছোট এবং চোয়াল ভাঙা, বসন্তের দাগে বিকৃত।

নিভা বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখতে সরবতী বাঈ কি ভেবে হাসলে।

নিভার বুক দুর দুর ক'রে উঠলো আতঙ্কে। প্রহরণের মতো ওর হাতের অলঙ্কার উদ্যত।

খাবার ঘরে মা-ছেলে অপেক্ষা করছিলেন।

খাবার জিনিষ-পত্র সামনে রেখে সামনাসামনি দুটো আসন পেতে জলের গেলাস সাজিয়ে মা ব'সে আছেন।

মা নিভাকে দেখে চোখ তুলে বললেন, এসো, বসো।

আগে থেকে অমল একটা আসন দখল ক'রে বসেছিল, সুতরাং কোন্ আসনে বসতে হবে নিভা বুঝতে পারে।

কিন্তু এমনি সামনাসামনি? মুখোমুখি! এ যে অসম্ভব।

অপ্রস্তুত নিভা স্বাভাবিক নীচু সুরে বললে, আমি পরে খাব মাসীমা।

সে কি! কেন? মাসীমা বললেন।

আপনার সঙ্গে খাব! অত্যধিক লাজুকতায় স্বরটা নিভার বিকৃত শোনাল।

মাসীমা পেড়াপিড়ি করলেন, না, না—বসো, ক'দিন খাওয়া হয়নি, আর দেরী নয়!

মুখ ফুটে নিভা বলতে পারলে না, যে-সংসারে সে ছিল সেখানে যুবতী মেয়েদের বাড়ির যুবা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে আহারের চল নেই; আর যে সংসারে আছে তারা অমন মাটিতে ব'সে আসনপিঁড়ি হ'য়ে অন্ন গ্রহণ করে না। খাঁটি বাঙালী হিন্দুয়ানায় ও জিনিষ এখনো চল হয়নি।

তা ছাড়া অতঃপর উনি যে অন্নদাতা, ওঁর সামনে কোন্ বেহায়াপনায় সে অন্নগ্রহণ করবে! অপরাধ হবে না? উনি কিছু মনে করবেন না? তার শালীনতায় বাধবে না!

শেষে বাধ্য হয়ে এসে নিভাকে আসনে বসতে হয়।

যত না লজ্জা তার চেয়ে বেশি সঙ্কোচে মনটা তার নুয়ে পড়ে। অন্য ঘরে তার খাবার ব্যবস্থা করলে ভাল হ'তো। এখন ভাতের গ্রাস গলায় বিঁধবে যে।

কোন মতে সঙ্কোচ বাঁচিয়ে ডালের সঙ্গে ভাত মাখতে মাখতে কি ভেবে চোখের কোণ দিয়ে নিভা চেয়ে দেখলে, অমল দিব্যি নিশ্চিন্তে, নীরবে, আহারে মনোনিবেশ করছে—কোন কিছুতে তার এখন খেয়ালই নেই। মাসীমার হাতে পরিবেশনের হাতাটা ওর দিকে বাড়ান আছে।

লোকটা কি, এই সুযোগে সে নিভাকে অভ্যর্থনা করতে পারতো না—আসুন, বসুন।

তা নয়, নিজেই গোগ্রাসে গিলছে।

লোকটার একটুও ভদ্রতা জ্ঞান নেই, না, ইচ্ছে নেই ব'লেই সে কোন সাড়া করেনি? কে তো কে!

ভাত মাখতে মাখতে নিভার হাতটা থেমে গেল।

চুল ছিঁড়ে মাথা কুটে বোধ হয় এ অভিমানের সান্ত্বনা নেই।

স্পষ্ট অমল তার উপযাচক আগমনে খুশী হয়নি, অনুমোদনও করেনি। বুঝতে নিভার বাকি থাকেনা, থাকতে এসেছে ব'লে অমলের ঐ মনোভাব। কেবল কুটুমের মেয়ে ব'লে সারদা দেবী যা কিছু আপ্যায়ন করছেন, না হ'লে মা-ছেলের এই নিরুপদ্রব শান্ত জীবনযাত্রায় সে এক উপদ্রব।

কার ভাল লাগে!

এই ক'টা দিনে যতটুকু বোঝা গেছে তাতে মনে হচ্ছে নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করলে অমল গায়ে প'ড়ে কোন আত্মীয়তা করবে না। নিভার আগমনটা তার কাছে কোন জিজ্ঞাসার নয়। ভাবটা, এসেছো যখন, থাক, না হয় যাও, যা খুশী। কোন ভাবনাই নেই তার।

এখানে আসার আগে অমলকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে কি ঐ মনোভাবের অবকাশ দিয়েছে নিভা?

যেন জলে পড়েছে সে! কে জানে কি লিখেছিল, কতখানি ছোট করেছিল নিজেকে! বিপদে প'ড়ে আশ্রয় চেয়েছিল—বলেছিল, আমার আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। আপনার চরণে স্থান দেবেন কি?

ছি ছি, না না, ওসব কথা সে কখনো লেখে নি। অত দীন সে নয়। যতই বিপদে পড়ুক নিজেকে সে অত ছোট করেনি।

অমলের সঙ্গে সম্পর্ক সে অমন ক'রে পাতেনি।

রেণুকাকীমার আশ্রয়ে ন'মাসে ছ'মাসে দর্শন পাওয়া ঐ একটি মাত্র মানুষকে তার আত্মীয় ব'লে মনে হয়েছিল—ঐ একটিমাত্র লোকের মনে চাওয়া-পাওয়ার অনুরণন সে প্রত্যাশা ক'রে আছে।

আর যাই করুক কোন অবস্থায় অমলের কাছে ভিক্ষার্থী হয়ে দাঁড়াবে না নিভা। এতদূরে অসমসাহসে সে শুধু আশ্রয় ভিক্ষার জন্যে ছুটে আসেনি, চেষ্টা করলে এমন মাথা গোঁজার স্থান কলকাতাতেই মিলতো।

শুধু অমলের আশাতেই সে—

কিন্তু কি এমন চিঠি সে লিখেছিল যার জন্যে তার এত বড় একটা ভরসার স্থল মিথ্যা প্রবঞ্চনায় পরিণত হবে?

আগাগোড়াই সে ভুল করেছে, শুধু ভুলই নয় নিজেকে ছোটও করেছে। একটা অবজ্ঞা, অনাদর, অপমান থেকে পরিত্রাণ পেতে গিয়ে এমন জায়গায় ছুটে এসেছে যেখানে ওগুলোর একটিরও অসদ্ভাব নেই। প্রত্যক্ষ না হোক অনুভূত।

বরং এর চেয়ে রেণুকাকীমারা ঢের সদয় ব্যবহার করতেন। মন্দ হোক, সে মন্দর তবু একটা মানে ছিল, বোঝা যেত। আর এঁরা?

সব কথা এখন ঠিক ঠিক মনে না হ'লেও নিভার মোটামুটি মনে আছে—চিঠিটা কি ভাবে সে লিখেছিল।

বিপদে প'ড়ে জাত-মান খোয়ানর ভয়ে মানুষ যেভাবে স্বজন বন্ধুর কাছে চিঠি লেখে।

মনে মনে চিঠির ভাষাটা মনে করতে চেষ্টা করে নিভা—সত্যি কি দোষের, সত্যি কি অপরাধের ছিল তাতে? আত্মীয় ব'লে না হোক, বন্ধু ব'লে না হোক, কেবল পরিচিত ব'লে বিপদের কথাটা জানান কি এমন মারাত্মক, অমার্জনীয় অপরাধ? এত ছোট কি অমলের মন?

অভিমানটা যেন অন্য কারণে—আশ্রয় চেয়ে না পাওয়ার জন্যে নয়, আশ্রয় পেয়ে স্বাধিকারে তা প্রতিষ্ঠা করতে না পারার।

অধিকার নিভার দুনিয়ার কারো ওপর নেই, অমলের সম্বন্ধে এতদূর ভাবাটাই তার অনুচিত হয়েছে।

রেণুকাকীমার দূর সম্পর্কে বোনপো, তার সঙ্গে সম্পর্কটা কি? লোকে শুনলে কি বলবে? অতিবড় লজ্জাহীনাও বোধ করি ঐ সম্পর্ক ধ'রে এতখানি দাবি কোনদিন করবে না।

এর চেয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ ক'রে দিলে ভাল ছিল।

মুখে বললে বরং ভাল হ'তো, রেণুমাসী যাকে আশ্রয় দিতে পারেনি তাকে আমরা স্থান দিতে পারি না—আর দিলেও তা প্রকারান্তরে তাঁদেরই অপমান করা। তুমি ফিরে যাও নিভা! তোমার চেয়ে ঢের বেশি আপনার রেণুমাসীমা আমাদের কাছে।

এ যেন উদ্দেশ্য নিয়ে মতলব ক'রে আশ্রয় দেওয়া—মুখে কিছু বলবো না, কিন্তু ব্যবহারে এমন ভাব দেখাব যাতে আশ্রয়প্রার্থীর কাছে মনোগত ভাবটা

জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। এক অপমানের ভয়ে আর এক অপমান কুড়ান। যেচে মান, কেঁদে সোহাগ!

এ বাড়ির তিনটি মানুষ, তিনটি জন, তিনটি লোক;

তিন জনেরই ভাব তিন রকম, মা, ছেলে আর দাসী।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে জড়িত চোখ দুটো যখন আলোর সন্ধানে নিভা জানালার বাইরে ফেরায়, তখন আকাশ আর পাহাড়ে দিক্‌চক্রবাল একাকার—ধোঁয়াটে।

ঠিক সেই সময় মনে হয়, কে যেন একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বাড়িটার চারিদিকে নিঃশব্দে প্রদক্ষিণ করছে, এত অস্পষ্ট সে পরিক্রমণ! ঘুমের ঘোরে হাঁটার মতো।

তারপর এক সময় শয্যা ত্যাগ ক'রে, বাইরে এসে নিভা দেখে, অদূরে গিরিমালা আলোয় ঝল্‌মল্‌, আকাশ তীব্র নীল, বাড়িটা ছবি-ছবি।

সারদা দেবীর স্নান, পূজা-আহ্নিক সব সারা—তিনি তখন মুখে গুণ গুণ ক'রে স্তব উচ্চারণ করতে করতে অমলের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো চোখাচোখি হয় নিভার সঙ্গে মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু প্রভাতী কোন শুভেচ্ছাই প্রকাশ পায় না তাতে। পাথরের মতো স্থির সে চাহনি।

দু'পা এগিয়ে ঘেরা বারান্দাটা পেরিয়ে কলতলার কাছে এলে নিভা দেখতে পায়, শুকনো টিউবওয়েলটার কাছে কাপড়-চোপড়ে আর বাসন-কোসনে একশা হয়ে সরবতীয়া শিলাসনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছে। তার পর্যাপ্ত মলিন গাত্রাবাস, অলঙ্কার আর এঁটো বাসনের ব্যঞ্জনা অদ্ভুত।

তাকে দেখে সরবতীয়া বাঈও বোধ হয় হাসে না।

সকালে কল ঘর থেকে ভিজে কাপড়ে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ নিভার কানে আসে। ওদিকে অমলের ঘরের দরজা-জানালা সব খোলা হয়ে যায়।

সারদা দেবী নিজে চা খান না, কিন্তু সব কাজের আগে কলকাতার মেয়েটির জন্যে চা-খাবারের ব্যবস্থা তিনি নিজে হাতে করেন।

ভাল না দেখালেও নিভা ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। কি জানি উনি আবার কি মনে করবেন! যতদিন চলছে চলুক, জানেই তো সংসারে তার জন্যে কোন ব্যবস্থাই কায়েমী, চিরস্থায়ী নয়। লজ্জা করলে উপায় কি?

সকালে অমল বাড়ি থাকে না।

সরবতীয়া বলেছে, সহরে বাবুর দোকান আছে।

রোজ একই সময় সাইকেলের শব্দটা তা হ'লে অমলের কাজে বেরন'র নির্দেশ? সেই দুপুরে বোধ হয় ফিরবে ভাত খেতে। দেখা হ'লেও হ'তে পারে, না হ'লেও কিছু যাবে আসবে না। খেয়ে দেয়ে আবার কখন বেরুবে সে, নিভা একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারে, কিন্তু আর তেমন আগ্রহ বোধ করে না। কি দরকার তার অহেতুক কৌতূহলে!

শুধু কৌতূহল নয়, বোধ হয় অন্যায়ও।

এই নির্বান্ধব নির্জন পুরীতে ভাবলেশহীন জীবন-যাত্রায় কারো প্রতি কোন কৌতূহল বা চিন্তার অবসর নেই—শুধু থাকাটাই এখানে বড় কথা।

নিজের কথা বাদ দিলেও মা-ছেলেকে নিভা একবারও সুখ-দুঃখের আলোচনা করতে দেখলো না। অথচ আশ্চর্য নিয়মানুবর্তিতায় সংসারটা

চলছে। মা রয়েছেন তাঁর বার-ব্রতপালনী তপশ্চরণ নিয়ে আর ছেলে রয়েছে সহরে ব্যবসা নিয়ে—পরস্পরের সম্বন্ধ না জানলে বোঝা যাবে না এঁদের একত্র বাসের যোগসূত্রটা কোথায়! সরবতীয়া বাঈ আর অমলে প্রভেদ কি এ বাড়ির সম্পর্কে ?

কুড়িটা বছর যে জীবনে অভ্যস্ত সে, এ তা থেকে শুধু পৃথকই নয়, বিপরীত। আর সেখানে সুখ-দুঃখ, ভালবাসা-ঘৃণা, হিংসা-দ্বেষ যে ভাবে ব্যক্ত দেখেছে নিভা, এখানে তার কোন ভাবাবেগই নেই—পাথরের দেশে সব যেন পাথর হ'য়ে গেছে।

রেণুকাকীমা মনের কোন ভাবই গোপন রাখতেন না। রাগ, ভালবাসা, হিংসা, দ্বেষ সমান উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করতেন। তাঁর মনের বিরক্তি টের পেতে কোনদিন একটুকু সময় লাগেনি নিভার। নিজের স্বার্থে 'দূর হও' বলতেও তাঁর এতটুকু দেরী হয়নি।

দুঃখ হ'লেও, ব্যথা পেলেও, মর্মান্তিক আঘাতে হৃদয় দীর্ণ হ'লেও সেই যেন ভাল ছিল নিভার পক্ষে। অতো অনাদর-অবহেলা, কটাক্ষ, কটুভাষণে পরস্পরকে তবু চেনা যেত, বোঝা যেত, কোথায় যেন একটা অনাবিষ্কৃত যোগ ছিল। কিন্তু এখানে ?

ক'দিনে নিভা স্থির বুঝেছে, আর যাই এখানে সে পাক, ঐ যোগটা সে কোনদিন খুঁজে পাবে না।

এত ভুলও মানুষ করে!

অমলকে নিভা কি ভুলটাই না বুঝেছিল! হৃদয়ের কত অনুরাগ না

নিভৃতে সঞ্চয় ক'রে রেখেছিল, কত দুঃখ-রাত্রির সান্ত্বনা না পেয়েছিল, কত অনাদরে, নিপীড়নে নিজেকে না মহীয়সী ভেবেছিল ঐ একটি মানুষের মুখ চেয়ে! যেদিন সময় আসবে সেদিন নিয়েই যাবে। সব দুঃখের সব অপমানের সব গ্লানির শেষ হবে! নিভা লজ্জা করবে না, দ্বিধা করবে না, কোন দোলায়মান চিত্তে সে সুযোগ হারাবে না।

কিন্তু একি!

সমস্ত মনটা নিভার নিজের প্রতি ধিক্কারে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে।

না না, এখানে সে থাকতে আসেনি, এখানে সে থাকতে পারবে না কিছুতেই। নিজেকে আর এভাবে সে অপমান করবে না। ছোট হওয়ারও সীমা আছে। বরং রেণুকাকীমাদের পায়ে হাতে ধ'রে বিবাদ ভুলে যাবে, কাদায় গুন ফেলে উদ্ধত যৌবনকে শাসন করবে, তবু এখানে আর না। আজই বলবে ফিরে যাবার কথাটা হয় মা, নয় ছেলেকে। এসেছে ব'লে ফিরে যাবার তো তার কোন বাধা নেই।

আলস্যে, চিন্তায় আর নিষ্ক্রিয়তায় দুপুরটা নিভার সুদূর নির্বাসনের মতো মনে হয়।

তার জন্যে নির্দিষ্ট পশ্চিমের এই প্রশস্ত ঘরটা সুরু-অপরাহ্নে তাকে যেন আরো অন্তর্মুখী ক'রে দেয়। যে ভবিষ্যতের কথা এতদিন সে ভাববার অবকাশ পায়নি আজ যেন তা নানা বিভীষিকায় তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুধু কি আশ্রয়, আরো কত কি যে চিন্তা সে করে!

অনেক দুঃখে নিভার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে, ভগবান্, আর

ভাবতে পারি না! দয়া ক'রে আমার ভাবনার শেষ ক'রে দাও দয়াময়। উঃ মাগো!

বাইরে গেট খোলার শব্দ হ'লো—ক্লিচ্‌-ক্লিচ্‌—ক্যঁচ-চ্‌-চ্‌!

মুখ বাড়িয়ে না দেখলেও নিভা বুঝতে পারে খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে বিশ্রাম সেরে অমল সহরের দোকানে বেরুচ্ছে। ফিরবে আবার সেই রাত আটটা ন'টায়। ইচ্ছে করলেও ঔৎসুক্য নিভা দমন ক'রে রেখেছে—কি দোকান, কেমন সে-দোকান, কিসের ব্যবসা করে অমল? এখান থেকে সহরই বা কতদূর?

কই, সাইকেলের ঘণ্টা তো এখনো বাজলো না?

নিভা হয়তো উঠতে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াতো—আজকের ব্যতিক্রমটা অনুধাবন করতো, বিনা আওয়াজে অমল সত্যি-সত্যি চ'লে গেল কি না!

পরের মেয়ের পরাশ্রয়ে এ ধরনের কৌতূহল শোভা পায় কি না ভাববার আগেই নিভা দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালে।

বিনা কৈফিয়তে অমল তার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোলকাতায় কখন-সখন কাজে-কর্মে বেড়াতে যাওয়া সেই প্রবাসী যুবকটি—নিঃসঙ্গ, সাদাসিদে। দেখলে মনে হবে না, যুবকটির সহবৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে।

বরং নিভাই সঙ্কোচ বোধ করে।

এ ক'দিনের মনস্তাপটা দরবিগলিত অশ্রুরেখায় চোখের কোণে জমে ওঠে। কে বলবে এ আনন্দ নয়, আর কিছু!

অমল হয়তো কিছু লক্ষ্যই করে না।

ব্যস্তভাবে সে কাজের কথাটা আরম্ভ করে: কোলকাতার রেণুমাসীর ওখান থেকে একটা চিঠি এসেছে—

হঠাৎ তীক্ষ্ণ কিছু শরীরে ভেদ ক'রে যাওয়ার মতো নিভা শিউরে ওঠে।

মনে হয় আর বুঝি তার কোন সাড়া নেই, নিষ্পলক চোখ দুটো স্থির, দৃষ্টি শূন্য। হৃদস্পন্দন স্তব্ধ।

—মাসী তোমার নামে নানা অভিযোগ করেছেন। তিনি ঠিক জানেন না তুমি এখানে এসেচো কি না, তবে এলে যেন কোন মতেই আমরা স্থান না দেই।—কথাটা উড়িয়ে দেওয়ার মতো ক'রে অমল হেসে ওঠে।

দৃষ্টিটা নিভার আরো শূন্য হয়ে যায়।

মুখে অমল হাসলেও তার প্রতি রেণুকাকীমার অভিযোগটা ওঁরা নিশ্চয়ই মনে মনে বিশ্বাস করেছেন। আর কেনইবা না বিশ্বাস করবেন, রেণু-কাকীমা ওঁদের আপনার জন।

নিভার চোখের অশ্রুটা কখন শুকিয়ে যায়।

—মাসী কায়দা ক'রে মাকেই চিঠিটা লিখেছিলেন, মা আমাকে দিয়েছেন আজ। উত্তর একটা দিতে হয়—ব'লে অমল চিঠিটা বার করলে।

না দেখেই নিভা বলতে পারে রেণুকাকীমা তার সম্বন্ধে এদের কাছে কি কি লিখেছেন।

দেখবার বা শোনবার আর কিছু নেই। এখন তৃতীয় পক্ষ কি বিচার করেন, তারই অপেক্ষা কেবল।

এ পর্যন্ত সে যত লাঞ্ছিত হয়েছে, এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা বোধ হয় তাকে

জীবনে আর কোনদিন ভোগ করতে হয়নি—নারীত্ব নিয়ে এমন খেলা বোধ হয় আর কোথাও কখনো হয়নি।

নিজেকে নিভা শত ধিক্কার দেয়, বেছে বেছে এমন একটা জায়গায় আশ্রয় নেয়ার জন্যে। ওঁরা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন নিজের প্রতি নিভা সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। অভিযোগ সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তার মর্যাদা আর কিছু রইল না এখানে।

অমল বললে, তোমার চিঠি পেয়েই বুঝেছিলাম একটা কিছু হয়েছে—

হঠাৎ নিভার মুখের দিকে চেয়ে অমল থেমে যায়।

মানুষের মুখের রঙ যে অমন বর্ণহীন হ'তে পারে তার ধারণাতীত।

কিছু হ'লো নাকি ?

নিভা নিজেকে সামলে নিলে।

সলজ্জ ঔৎসুক্যে অমলের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলে।

অমল হেসে জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি ?

কেন জানি না নিভার মনে হ'লো, অমল তার সঙ্গে চাতুরী করছে, যা জানবার উনি সব জেনেছেন, এখন ইচ্ছে ক'রে ভালমানুষ সাজছেন। রেণু-কাকীমার চিঠির সঙ্গে এঁদের কোথায় যেন যোগসাজশ আছে।

অস্ফুটে নিভা বললে, কেন উনি তো লিখেচেন সব।

সহজ হেসে অমল বললে, তা হ'লেই হয়েচে! আসল ব্যাপারটা কি! একতরফা অভিযোগে ওটা থাকে না।

তবু নিভার বিশ্বাস হয় না। কণ্ঠস্বরটা অকারণে অনেকটা তিক্ত হয়ে ওঠে তার : জানি না। লোকে যা বোঝে তাই।

অমলের মুখের হাসিটা মিলিয়ে যায়।

নিভার মনোভাবটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

খোট্টার দেশে মানুষ ছেলেটি কিন্তু হঠাৎ ব'লে ফেলে : বুঝতে পারিনি ব'লেই তো জিজ্ঞেস করছি। যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে ক্ষমা চাইচি।

এর চেয়ে পায়ের তলার মাটিটা যদি দু'ফাঁক হয়ে যেত নিভা লজ্জা ঢাকবার জায়গা পেত।

ছি ছি, কি অহেতুক উষ্মা সে প্রকাশ করেছে! এখনো মান অভিমানের ছেলেমানষী তার যায় নি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে অমল বললে, ভাল না মনে করেন বলবেন না। তবে জানলে রেণুমাসীকে খোলাখুলি লিখে দিতে পারতুম।

ভগ্নস্বরে অপরাধ স্বীকারের মতো নিভা বললে, বিশ্বাস করুন কিছু হয় নি।

মুহূর্তের জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে অমল একবার কি যেন দেখে নিলে, তারপর পিছন ফিরে বললে, আচ্ছা।

নিভা তেমনি ভগ্নস্বরে বললে, বিশ্বাস করুন, থাকতে এখানে আমি আসিনি! কালই চ'লে যাব।

ততক্ষণে অমল বেরিয়ে গেছে।

হয়তো নিভার কথাগুলো সে শুনতে পায়নি। আর শুনলেও তার বলবার কি আছে উত্তরে! আসবার অনুমতি যখন সে দেয়নি তখন চ'লে গেলে সে আর কি করতে পারে।

সাইকেলের আওয়াজটা এবার পাওয়া গেল—দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

রাস্তার দিকে জানালাটা খুলে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল নিভা।

যা বলতে মানুষ চায় না, অথচ অবস্থাগতিকে ব'লে ফেলে নিজের ওপর সমস্ত বিশ্বাস, আধিপত্য হারিয়ে বিমূঢ় স্তব্ধ হ'য়ে যায়, তেমনি ভাবে নিভা দাঁড়িয়ে রইল। মনে হয়, সামান্য ঠেলা খেলে মানুষটা প'ড়ে যাবে হুমড়ি খেয়ে।

এ কি করলে, এ কি বললে সে—এতদূর তা হ'লে কিসের আশায় ছুটে এসেছে সে ?

রেণুকাকীমার চিঠি নিয়ে অমল আর কোন কথা জিজ্ঞেস করে নি। সারদা দেবীও কিছু বলেন নি।

বেশ বোঝা যায় রেণুকাকীমা সম্বন্ধে এঁদের ধারণা তেমন উঁচু নয়।

কে জানে, তার সম্বন্ধে রেণুকাকীমা কি লিখেছিলেন !

নিভার নিজের কেমন আশ্চর্য লাগে, কত সহজে এঁরা তাকে মেনে নিয়েছেন। কতটুকুই বা জানাশোনা, কতখানিই বা আত্মীয়তা !

অমল কিছুটা জানে, কিন্তু সারদা দেবী আর কি জানেন—নামও হয়তো শোনেন নি কোনদিন !

ছেলের কথাতে মা রাজী হয়েছেন, মেনে নিয়েছেন, ঘরে স্থান দিয়েছেন। একটা অনাথার বোঝা ঘাড়ে নিয়েছেন।

নতুন আশ্রয়দাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা, বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতায় নিভার মন ভ'রে উঠলেও মাঝে মাঝে তার কেমন ভয় হয়, এখানেও তার স্থান স্থায়ী

নয়। আবার কোথাও কখন হয়তো তাকে ভেসে যেতে হবে। খুঁজে বেড়াতে হবে এক আশ্রয় থেকে আর এক আশ্রয়। অভিভাবকহীনা কুমারী জীবনে এই বোধ হয় তার চিরকালের ভাবনা-কামনা হয়ে থাকবে!

চ'লে যাবার কথা অবশ্য নিভা একদিন তুলেছিল।

সারদা দেবীও শুনেছিলেন, যতখানি শোনা দরকার মনে করেছিলেন। সেদিন কোন সাড়া করেন নি।

তার পরের দিন কি একটা কাজে নিভা রান্নাঘরে আসতে তিনি হঠাৎ ফরমাশ করে বসলেন, বাটনার জায়গাটা এগিয়ে দাও তো মা!

এ বাড়িতে এসে এই বোধ হয় প্রথম নিভা কাজ করবার সুযোগ পেল।

কিন্তু তার যে বিশ্বাস হয় না, ঐ শুচিবায়ুগ্রস্তা হঠাৎ তার শুচিতায় নির্ভর করলেন কি ক'রে! কোলকাতার ম্লেচ্ছ মেয়েদেরই তো সে একজন! যারা বাসিমুখে চা খায়, জুতো প'রে রান্নাঘরে ঢোকে, এড়া কাপড়ে শোবার ঘরে যায়, এঁটো হাতে চারদিক করে।

নিভাকে ইতস্তত করতে দেখে সারদা দেবী ফের বললেন, দাও মা দাও, আমি বলছি।

দু'জনেই দু'জনের মনোভাব বুঝতে পেরে হাসে।

সবেমাত্র স্নান সেরে পিঠের ওপর এলো চুল ছড়িয়ে মুখমার্জনা ক'রে শুচিশুভ্র হ'য়ে এসেছে নিভা।

নিভার মুখের দিকে চেয়ে সারদা দেবী বললেন, অনেকদিন থেকে আমার একটি মেয়ের সাধ। বুড়ো হয়েছি, আর কি সব পারি নিজের হাতে, একটি দোসর চাই। অমল তো রাজী হয় না—

একটুখানি থেমে সারদা দেবী বললেন, তুই চ'লে যাস নি মা। যে ক'টা দিন বাঁচি না হয় বুড়িটাকে একটু দেখলি—

কম্পিত হাতে বাটনার জায়গাটা সারদা দেবীর সামনে রেখে নিভার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। শ্রুতি, স্মৃতি, চিন্তা কেমন যেন জড়িয়ে যায়, গা-টা থরথর করে কাঁপতে থাকে।

একি আনন্দ না, বেদনা না, ভয় ?

সামলাতে নিভার বোধ হয় দেরীই হয়।

আশ্চর্য, এমন কঠিনা, তপশ্চারিণী কেমন দ্রব হ'য়ে গেছেন। শুষ্ককাষ্ঠে কি ভাবে কখন যে রসসঞ্চার হয় কে জানে।

হেঁট হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে সজল চোখে সারদা দেবী বললেন, কথা দে তুই এখানে থাকবি—

কি জানি কার কথা মনে পড়ে নিভার।

এমন ক'রে আর কে কবে তার অভিমান ভেঙেছিল ? তার মূল্যই বা এমন ক'রে আর কে বুঝেছিল !

সারদা দেবী আর কিছু বললেন না। পিছন ফিরে উনুনে চাপান তরকারীটার তদ্বির করতে লাগলেন।

নিভার যেন কোন সাড়া নেই, কেমন যেন হয়ে গেছে সে—অপরিসর রান্নাঘরটায় এত আলো যে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তার সজল চোখের ওপর সারদা দেবীর ঐ শুভ্র বেশ, কঠিন ক্ষীণ, কর্মরতা দেহটা পদ্মকোরকের মতো নড়ছে কেবল। বৈধব্য সাধনার রূপ বোধ হয় এমনিই সুন্দর।

এমনি নিভার মনে হয়, দৃশ্যটা যদি উল্টে যেত।

সে ঐ পিঁড়ির ওপর ব'সে অমনি ক'রে একনিবিষ্টা হয়ে রাঁধতো আর সারদা দেবী এসে দেখতেন! তা হ'লে তাতে তাদের সম্পর্কের একটা সহজ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যেত। মেয়ের সম্পর্ক, মায়ের সম্পর্ক।

রেণুকাকীমার সংসারে রান্নার কাজটা তার শরীরে কায়িক পরিশ্রমের শক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিতে হয়েছিল।

বিনয়কাকার ওখানে হেঁসেল মানে নিভা।

কি ভাবে যে কাজটা তার ঘাড়ে চাপান হয়েছিল আজ সঠিক মনে না পড়লেও প্রথম দিনের কাজটা প্রথম পাঠের মতো নিভার মনে আছে—

দালানে ব'সে সে, গৌরী, ভোলা পড়ছিল। সামনে রেণুকাকীমা বোধ হয় উল আর কাঁটা নিয়ে কি বুনছিলেন। হঠাৎ রেণুকাকীমা বললেন, দেখে আয় তো নিভা ভাতের হাঁড়িতে জল আছে কি না। একদম ভুলেই গিয়েছিলুম, যা, যা—

ক্ষুণ্ণ মনে পড়া ছেড়ে উঠে সবে নিভা দু'পা গেছে, রেণুকাকীমা বললেন, টিপে দেখিস ভাত হয়েছে কি না, যদি হয় আমাকে ডাকিস—

বেশ মনে আছে নিভার।

নীচে গিয়েই বুক-চড়-চড় ভাতের হাঁড়িতে সে হুড়-হুড় ক'রে জল ঢেলে দিয়েছিল—খন্তির ওপর দু'চারটে ভাত তুলে সজোরে টিপে দেখেছিল, তারপর রেগে ভাতের হাঁড়িটাকে কানা ধ'রে নামিয়ে দিয়েছিল। হয়তো হাঁড়িটায় টোলই প'ড়ে গিয়েছিল খানিকটা।

হাঁড়িটা উপুড় ক'রে ফেন গালাতে যেতেই পিছন থেকে রেণুকাকীমার গলা পেলে সপ্রশংস : বাঃ, বেশ তো তুই ভাতের হাঁড়ি নামাতে পারিস্!

কথাটা প্রশংসার হ'লেও নিভার শিশু মন কিন্তু সেদিন উল্লসিত হয়নি। ভাতের হাঁড়িটা ছেড়ে এক পাশে গুম হ'য়ে এসে গোঁজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল সে।

কিন্তু কাজটা যে সত্যি বাহাদুরীর একটা আট-দশ বছরের মেয়ের পক্ষে তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কোন পক্ষ থেকে কোনদিনই হয়নি।

তারপর অমন ভাতের হাঁড়ি নামাতে পড়া ছেড়ে নিভাকে প্রায় রোজই আসতে হ'তো।

শেষে একদিন বইপত্তরগুলো ভাতে-ভাত দিয়ে নিভা এসে রান্নাঘরে ঢোকে। তা ছাড়া রেণুকাকীমাও আর পারছিলেন না—বছর বছর বিয়োন, মাথাধরা, বুক ধড়-ফড়, কোমর-পিঠ কন্-কন্ ইত্যাদি, কত উপসর্গ দেখা দিল তাঁর!

সুতরাং বিনয়কাকার সংসারের মুখ চাওয়া এখন তারই কর্তব্য—দ্বিতীয় যখন কেউ নেই।

শক্ত, সমর্থ মেয়ের সাহায্য পাবার সুযোগ এমন ক'রে কেউ হারায় না। সারদা দেবী শুধু থাকবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু সংসারের কুটি ভেঙে দু'খানা করতে দিলেন না নিভাকে। মনে মনে সম্পর্ক পাতা হ'য়ে গেলেও দৃশ্যতঃ কোন ভারই পড়ল না নিভার ওপর।

সারদা দেবী নিজের হাতেই রান্নাবাড়া, ঝাড়-পোছ সবই করতে লাগলেন পূর্বের মতো।

এ যেন আরো অস্বস্তি নিভার পক্ষে।

শুধু হৃদয়ে স্থান পেতে সে এখানে আসে নি। সবার সঙ্গে সমান দায়িত্ব নেবার জন্যে সে এসেছে। পাঁচজনের একজন।

কাজের কথা নিভা একদিন বললে মুখ ফুটে, মাসীমা আমাকে কিছু করতে দেবেন না? খাব আর ঘুমব কেবল!

হেসে সারদা দেবী বললেন, কেন, কাজ খুঁজে পাসনি—মেয়ের কথা শোন! আমি বলে হাঁপিয়ে উঠছি আর তুই কাজ পাসনি! যা দিকি ছাদ থেকে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে আয়।

নিভা নড়ে না।

মানে, কথা কাটাবার এ এক অছিলা সারদা দেবীর।

আর ক'খানাই বা কাপড় ছাদে মেলে দেওয়া আছে—বড় জোর দু'খানা, তার আর সারদা দেবীর! অমল তো কাপড়ই পরে না—পাজামা, ট্রাউজারস্।

তেমনি হেসে সারদা দেবী বললেন, কি, মন উঠলো না? তবে এক কাজ কর্, কাল লক্ষ্মীপূজো, মাঝের ঘরে আলপনা দিয়ে আয়। সরবতীয়াকে বল্ সে সব জোগাড় ক'রে দেবে।

তবু নিভা নড়ে না, তেমনি অপ্রসন্ন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

সারদা দেবী মেয়ের অভিমান টের পেয়ে বললেন, তাহ'লে কি করতে চাস? কি কাজ তোর পছন্দ? আশ্চর্যি মেয়ে বাবা, অমনি মুখ দেখনা ঝুলে গেছে! বল্ তোর কি খুশী?

নিভা কাচুমাচু স্বরে বললে, দেখিয়ে না দিলে কি ক'রে আলপনা দেব!

সারদা দেবী অবাক হ'য়ে নিভার করুণ ব্যথিত মুখখানার দিকে তাকান।

হিন্দুঘরের এতবড় মেয়ে আলপনা দিতে জানে না!

সারদা দেবী জিজ্ঞেস করেন, কেন, শেখো নি? অতবড় মেয়ে তাহ'লে কি শিখেচো! রেণু এ্যাদ্দিন কি শিখিয়েচে তাহ'লে!

চোখ দিয়ে নিভার ঝর্ ঝর্ ক'রে অশ্রু ঝ'রে পড়ে।

এ তো গঞ্জনা নয়!

সারদা দেবী আর কিছু বললেন না।

হাত ধুয়ে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে বললেন, চল্, দু'জনে মিলে দিইগে যাই। শিখতে আর মানুষের ক'দিন লাগে!

৩

সংসারে ভাতের হাঁড়ি ঠেলা ছাড়াও যে আরো অনেক কাজ শেখবার আছে নিভা ক্রমে ক্রমে জানতে পারে।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যে তার আশ্চর্য কর্মতালিকায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

ভোরে উঠে স্নান সেরে সারদা দেবীর পূজাপাঠের আয়োজন করা, চায়ের যোগাড় করা, তারপর সমস্ত ঘর-দোরের দরজা, জানালা খুলে দিয়ে বিছানা-মাদুর ঝাড়-মোছ করা।

সকালের রোদ্দুরের মতো কি আনন্দ, কি খুশী এই কাজে!

দুপুরে সেলাই নিয়ে বসা। কত সেলাই-ফোঁড়াই যে জানেন সারদা দেবী তার শেষ নেই।

প্রথম যেদিন নিভা সেলাই-এর কল চালিয়ে সেলাই করলে সে কি আনন্দ! নিজেকে সম্যক উপলব্ধির সে কি উল্লাস! একটা অবজ্ঞাত, বীতশ্রদ্ধ জীবনকে কে যেন তুলে ধরেছে।

এত মাদকতা প্রথম দিনের সেই স্পর্শে বোধ হয় ছিল না।

সন্ধ্যা বেলার কথা মনে পড়ে নিভার।

কত গল্প করতেন সারদা দেবী। কি ক'রে কি ভাবে তাঁরা দেশ ছেড়ে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করলেন—দেশের ওপর আজও তাঁর কত মায়া আছে—কেন তিনি ফিরে যেতে পারেন না—আরো কত গল্প।

অমলকে নিয়ে আজ তিনি বিশ বছরের ওপর বিধবা হয়েছেন।

এই বিশ বছর তিনি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে একলা-একলা বাস করছেন। সহায়হীনা, আত্মীয়-স্বজনহীনা। ঐ সরবতীয়া তখন এতটুকু মেয়ে, উনি কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন। অমলকে কোলে, কাঁকে ক'রে মানুষ করেছে ও। এখন নিজের ঘর সংসার হয়েছে। তবে এক সময় ও আমার অনেক করেছে, অমল যখন ছোট তখন ওর ভরসায় এই এত বড় বাড়িতে বুকে বল নিয়ে বাস করেছি—চোর, ডাকাত, খুনে কত কিসের যে ভয় ছিল!

রুদ্ধশ্বাসে নিভা শোনে সে-সব কথা।

সারদা দেবীর একলা-বাসের কাহিনী তাকে কোথায় যেন নাড়া দেয়—শুধু সাহস নয়, এই মানুষটির কাছে ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু শেখবার আছে। মেয়েছেলে হ'য়েও বিপদে প'ড়ে তিনি হাত-পা হারিয়ে ফেলেন নি। আরো আগে যদি এঁর আশ্রয়ে আসতো নিভা!

সারদা দেবী সব সময় একটা না একটা কাজ নিয়ে থাকেন।

মুখে গল্প ব'লে যান, কিন্তু হাত দুটো তাঁর ঠিক কাজ করে।

আগামী শীতের জন্যে নানা প্যাটার্ণের পুলওভার তিনি বোনেন নানা মাপের।

এ সব উপঢৌকনের কাজে লাগাবে।

বাঙলা দেশে স্বামীর এবং নিজের সম্পর্কে যে-সব আত্মীয়-স্বজন আছেন, যাঁরা আজও চিঠিপত্রে খোঁজখবর নেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যে সারদা দেবী এগুলো পাঠান।

রেণুকাকীমার ওখানে থাকবার সময় নিভা প্রায় প্রতি বছরই দেখতো, হাতে-বোনা উলের নতুন নতুন সোয়েটার, পুলওভার, মাফ্‌লার, মোজা অমল নিয়ে আসতো।

রেণুকাকীমার ছেলেমেয়েদের নাম ক'রে ক'রে জিনিষ পাঠাতেন সারদা দেবী—ভুল হতো না, এমন কি সদ্যজাত শিশুটার জন্যে গরমের কিছু না কিছু আসতো।

নিভার অহেতুক অভিমান হ'তো বৈকি, সারদা দেবী তার জন্যে কিছু পাঠাতেন না কেন। বিনয়কাকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি সে একজন নয়? এত একচোখোমি কেন!

নিজের কাছে স্বীকার করতে দোষ নেই, কতদিন লুব্ধ দৃষ্টিতে সে গৌরী, ভোলার গায়ে উলের সুন্দর, সুছাঁদ জামাগুলো দেখে নিজের ভাগ্যকে আর ওদের উপহারদাত্রীকে শাপান্ত করেছে!

তিনি যেই হোন, বড় নিষ্ঠুর, নির্দয়! এতগুলো তিনি পাঠাতে পারেন, আর তার জন্যে একটা পাঠাতে পারেন না? রেণুকাকীমার চেয়ে কিসে তিনি কম! একজনকে কাঁদিয়ে আর একজনকে খুশী করতে মানুষে পারে নাকি!

সে সারদা দেবীর কথায় পায়নি, যত পেয়েছে নিজের অক্ষমতার জন্যে।

সারদা দেবী কিন্তু সুর ক'রে প'ড়ে যেতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে নিভার কান্নাও থেমে এল।

বাইরে সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ হ'তে সারদা দেবী উঠে পড়লেন।

এদিক থেকে কোন সাড়া-শব্দ না পেলেও রেণুকাকীমার আগ্রহ কিন্তু তিলমাত্র কমেনি।

তিনি প্রতি সপ্তাহে নিভার সম্বন্ধে সাতখানা ক'রে চিঠি লিখতে লাগলেন সারদা দেবীকে।

সারদা দেবী কোনদিন ভুলেও নিভাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি। নিভারও জানবার কোন সুযোগ হয়নি।

একদিন সারদা দেবীর বিছানাপত্তর ঝাড়তে ঝাড়তে রেণুকাকীমার একখানা চিঠি নিভার হাতে পড়ল। খোলা চিঠি, খামটা কবে যেন ছেঁড়া হ'য়েছে, চিঠির পৃষ্ঠাগুলোও এলোমেলো, মোড়া—দ্রষ্টব্যের মধ্যে কেবল রেণুকাকীমার নামের স্বাক্ষর—ইতি, স্নেহের রেণু।

রেণুকাকীমারই হাতের লেখা মনে হয়!

চিঠিটায় হাত না দিয়ে 'স্নেহের রেণু' কথাটায় নিভা বড় কৌতুক বোধ ক'রেছিল।

আট ছেলে-মেয়ের বৃহৎ সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী কিনা এখনো অপরের

স্নেহের পাত্রী! দেখতে দেখতে গৌরীরও বিয়ে হ'য়েছে আজ দু'বছর।

মনে মনে হেসেওছিল নিভা!

সারদা দেবীকে লেখা চিঠি এভাবে লুকিয়ে পড়া ঠিক হবে কিনা ভাবতে যেন নিভার অনেকটা সময় যায়।

আড়ালে পরের চিঠি না-পড়ার নিষেধটা তাকে বাধা দেয়। তা ছাড়া—

তবু নিভা শেষ পর্যন্ত না প'ড়ে থাকতে পারেনি।

কিছু করুক আর নাই করুক, তার মনে হয়েছিল ওতে রেণুকাকীমা তার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন।

এই প্রথম নয়। সারদা দেবী কিছু না বললেও তার সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।

চিঠিটা বেশীদূর আর নিভাকে পড়তে হয় না।

ক্ষোভে, ক্রোধে মাথাটা তার ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে থাকে।

নীচতারও একটা সীমা আছে, কিন্তু রেণুকাকীমা তাও গ্রাহ্য করেননি।

লিখেছেন, "…ওকে ঘরে স্থান দিলে সর্বনাশ হবে…এতবড় নির্লজ্জ, বেহায়া, দুশ্চরিত্রা মেয়ে যদি ভূভারতে দুটো থাকে… …এখানে কি যে কেলেঙ্কারী ক'রে গেছে তা যদি তোমাকে লিখতে পারতুম, তা হ'লে বুঝতে …ও মেয়ে যে ঘরে যাবে সে ঘর জ্বালিয়ে ছাড়বে…তোমার সমর্থ ছেলে আছে বুঝতে পারবে…সময় থাকতে বিদেয় ক'রে দাও…"

থর থর ক'রে নিভার হাতটা কাঁপতে থাকে। চোখমুখ জ্বালা করে, চিঠিটা কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললেও রাগ যাবে না।

হঠাৎ চোখের সামনে সমস্ত আলো তার নিভে যায়।

শুধু ক্ষোভ নয়, নিজেকে নিভা প্রতারণাকারিণীর দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারে না।

সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, 'তার আগমনে কোন গৃহে সুখ আসবে না— তার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়!'

বার বার কথাগুলো বললে মানুষ কতক্ষণ আর বিশ্বাস না ক'রে থাকতে পারে! আর বিশ্বাস না-করবার মতো আপনার তো সে এঁদের নয়!

কারো চরিত্রের এত বড় দলিল আর কখনো হ'য়েছে কিনা নিভার জানা নেই।

হ'লেও সে কি করেছে নিভা বলতে পারে না।

চোখের জলে, পালিয়ে এ অপবাদের নিস্তার নেই। সারদা দেবীর বিশ্বাসে এ আশ্রয় তার বিষাক্ত হ'য়ে যাবে।

এখানে কোন মুখে সে থাকবে!

তার অনুক্ত কেলেঙ্কারীর কথাটা মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহলে বার বার ঘা দিয়ে তার প্রতি কেবল সন্দেহের, অবিশ্বাসের অবকাশ ঘটাবে।

আশ্রয় পেলেও সে সম্মান পাবে না সারদা দেবীর কাছে।

সর্বনাশকে মানুষের বড় ভয়। বিশেষ ক'রে অবিবাহিতা তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক নিয়ে।

নিভার বিশ্বাস হয়, সারদা দেবী চিঠিটা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস না করলেও কিছুটা সার মর্ম গ্রহণ করেছেন।

রেণুকাকীমার ওখানে নিভা এমন একটা কিছু ক'রে এসেছে যার ফল এই সুদূর প্রবাসেও ফলতে পারে। সুতরাং তিনি সাবধানই হ'বেন।

যদি সারদা দেবী নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন তা হ'লে বোধ হয় এতটা বিচলিত নিভা হ'তো না।

উনি চুপ ক'রে যাচ্ছেন মানেই উনি বিশ্বাস করেছেন—না তো তাকে সন্দেহের চোখে পর্যবেক্ষণ করছেন।

ভালমন্দের প্রমাণ তিনি নিজেই যাচাই ক'রে নেবেন।

নিজের প্রতি নিজেরও যেন আর বিশ্বাস থাকে না নিভার।

কলঙ্কিনী সে সত্যিই, তার সংস্পর্শ প্রকৃতই সর্বনাশ ডেকে আনবে! সে অরক্ষণীয়া, অনাদরণীয়া! তাকে কারো আশ্রয় দেওয়াই উচিত নয়।

স্বপক্ষে যেন তার বলবার কিছু নেই।

শক্ত ক'রে ধরা হাতের মুঠোটা আলগা হ'য়ে গেছে। মানে মানে সরে পড়াই এখন উচিত।

চিঠিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চোরের মতো ঘর থেকে পালিয়ে যায় নিভা।

অপরাধ শুধু গোপনে পরের চিঠি পড়ায় নয়, আরো কিছু।

নিজের ঘরে এসে নিভা জানালার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

দূরে পাহাড় শ্রেণীর ছায়া—গাঢ় ধূম্র দিকচক্রবালে কি যেন কাঁপে। আকাশ ব্যাপী বাক্যহীন নির্লিপ্ততা সুদূর।

বাণবিদ্ধ পক্ষীশাবকের আশ্রয় কোথায়—নিষাদের রসনা তৃপ্তিতে, না পঞ্চভূতের স্বাভাবিক আশ্রয়ে?

কার প্রতি কি দোষ করেছে সে, যে এত বড় পৃথিবীতে এতটুকু থাকবার ঠাঁই তার হবে না?

শান্তিতে, তৃপ্তিতে, ভালবাসায় তার অতীত জীবনের ক্ষত ভাল হবে না?

রেণুকাকীমার এমন কি ক্ষতি সে করেছে যার জন্যে এত বড় কথা তিনি রটাচ্ছেন, তার আশ্রয়দাতার কান ভারি করছেন?

বরং তাঁদের সংসারে শান্তি বজায় রাখবার জন্যেই সে পালিয়ে এসেছে। নিজেকে মুক্তি দিতে গিয়ে সে তাঁদেরই মুক্তি দিয়েছে। বোঝা বহনের অব্যাহতি।

প'ড়ে সারদা দেবী কি বুঝবেন?

তাঁর সমর্থ ছেলের সঙ্গে কি হিসাবে রেণুকাকীমা নিভাকে জড়াতে চাইছেন? কি কলঙ্ক-কাহিনী তিনি প্রচার করতে চান নিভার সম্বন্ধে?

এ ইঙ্গিত কিসের?

মনে-জ্ঞানে নিভার পাপ নেই।

সারদা দেবীর পা ছুঁয়ে সে শপথ করতে পারে। তাঁর কোন সর্বনাশ করবার জন্যে সে এখানে আশ্রয় নেয় নি। ব্যাধের তাড়া খেয়ে শশক-শিশু যেমন বনমধ্যে মুখটুকু ঢেকে ফেলে, সেও তেমনি সারদা দেবীর আশ্রয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। শুধু আশ্রয়, আর কিছু নয়।

নিজের কোন কিছুই সে গোপন করবে না। তার দ্বারা কোন ক্ষতিই তাঁদের হবে না।

অপরাধ-নিরপরাধের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে জীবনের সব অর্থই নিভার কাছে মিথ্যে

হ'য়ে যায়। বেঁচে থাকার এত বড় ভার বোধ হয় আর কখনো সে বোধ করে নি।

কি মানে হয় শুধু বেঁচে থাকার জন্যে এই কলঙ্ক বহন করার?

হয় সে মরবে, নয় তো নিজমুখে অকপটে সারদা দেবীর কাছে ব্যক্ত করবে তার জীবনের সব চেয়ে মর্মান্তিক কাহিনী। যার নাম, নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক—যার জন্যে রেণুকাকীমার এত দুশ্চিন্তা!

রেণুকাকীমার চিঠির জবাবে নিজেকে নিভা যতই প্রস্তুত ক'রে রাখুক, মনে মনে নিজেকে কিন্তু বড় অসহায় বোধ করতে লাগল।

চিঠিতে রেণুকাকীমা যা বলেছেন হয়তো সব সত্যি, তার মত সাংঘাতিক, সর্বনাশা মেয়ে ভূভারতে আর নেই—স্বভাব-চরিত্র তার কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়!

আর কোথাও তাকে মানালেও পরের ঘরে মানাবে না, কি করতে কি হয়ে যাবে!

যতই কেননা চোরের মতো চিঠিটার কাছ থেকে নিভা পালিয়ে থাকুক, ততই চিঠিটার গতি-বিধি জানবার জন্যে সে উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে এসে সারদা দেবীর বিছানা তুলে দেখে চিঠিটা যথাস্থানে আছে কিনা। চিঠিটা নিয়ে সারদা দেবী কিছু করলেন কিনা।

না, চিঠিটা তেমনি ভাবে একই জায়গায় রাখা আছে।

পত্র-প্রেরিকা এ দিয়ে যতই মাথা ঘামান না কেন, প্রথম পাঠিকার এ নিয়ে কোনই মাথা ব্যথা নেই।

তবু নিভা দিনে অন্ততঃ পাঁচবার চিঠিটার খোঁজ নিয়ে যায় চুপি চুপি। যেন চিঠিটার একটু এদিক-ওদিক তার পক্ষে অমঙ্গলের, আশঙ্কার হবে।

কলঙ্কটা আর কিছুতে ঘোচান যাবে না।

তার চেয়ে চিঠিটা একেবারে সরিয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া কি ভাল নয়?

রোজ রোজ ও নিয়ে অত ভাবনায় থাকা কেন?

আর চিঠিটা যখন পড়াই হয়ে গেছে তখন মিছে ওর কার্যকারিতা নিয়ে মাথা-ব্যথা ক'রে লাভ কি?

যা হবার তা হয়েছে, হবেও।

তবু মন মানে না।

নড়তে-চড়তে চিঠিটার কথা নিভার মনে প'ড়ে যায়।

কিন্তু চুপি চুপি এসে দেখা ছাড়া তার আর করবার কিছু নেই।

কতদিন কেটে গেল।

চিঠিটা নিয়ে আর কোথাও কোন আলোড়ন উঠেছে ব'লে মনে হয় না। সারদা দেবী বা অমলের ব্যবহারের কোন ইতরবিশেষ বোঝা যায় না।

কিন্তু নিভার মনে নানা সন্দেহের উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া সমানে চলতে থাকে।

সারদা দেবীও যেন নিজেকে অনেকটা সরিয়ে নিয়েছেন। এই ক'দিন আগের মতো হৃদ্যতাও তাঁর নেই। যেটুকু আমল তিনি নিভাকে দিয়েছিলেন তাও যেন সঙ্কুচিত ক'রে নিয়েছেন এই ক'দিনে।

নিভার মনে হয়, এ রেণুকাকীমার চিঠির ফল।

মুখে কিছু বলতে পারছেন না, কাজে বলছেন।

অমলের কথা অবশ্য আলাদা। তার ব্যবহারের ইতরবিশেষ নিভা বুঝতে পারে না।

তবে সেও যে সহৃদয় নয় এটা নিভা বুঝতে পারে।

কে বলতে পারে অমন সরল লোকটার মনে তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না-জেগেছে।

মা-ছেলেতে গোপনে কিছু এ নিয়ে কথা হয়েছে কিনা তার ঠিক কি!

দু' একদিন মনকে বুঝিয়ে দৃঢ় ক'রে স্বচ্ছন্দে চলতে চেষ্টা করে নিভা। আবার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়।

এমন ক'রে বাস করা যায় না সন্দেহ দোলায়। রেণুকাকীমা যা বলেছেন তার একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত এখনি।

মরতে যখন পারবে না সে, তখন অকপটে বলবে সারদা দেবীর কাছে কেন বিনয়কাকার আশ্রয় সে ত্যাগ ক'রে এসেছে। তাতে যদি তার চরিত্র এঁদের কাছে প্রকট হয়, হোক—তবু সান্ত্বনা, সাধ্যমত চেষ্টা সে করেছে নিজের দোষ-গুণ আশ্রয়দাতার কাছে তুলে ধরতে।

কিন্তু কি ক'রে বলা যায়!

আর কি দোষের ভাগীই বা সে?

নিজে থেকে কিছু বলা কি তার উচিত হবে?

রাত্রির অন্ধকারে পাহাড়-ঘুমান নীরবতা গভীর হ'য়ে এলে সারদা দেবীর সামনে বই খাতা নিয়ে পাঠাভ্যাস করতে করতে নিভা কেমন বিমনা হ'য়ে পড়ে।

সারদা দেবীর স্থির সীবনরতা মূর্তিটির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে।

সব সঙ্কল্প তার ভেসে যায়।

রেণুকাকীমার চিঠির কোন কথাই সে এ-সময় তুলতে পারবে না ম'রে গেলেও। যত গুরুতর অভিযোগই তার সম্বন্ধে এঁদের কানে এসে থাকুক না কেন।

একদিন সারদা দেবী নিজে থেকে বললেন, আমার হ'য়ে একখানা চিঠি লেখ্ তো রেণুকে। বেচারী দু' তিনখানা চিঠি দিয়েচে, একখানারও জবাব দেওয়া হয়নি! ভাববে বোনের কি টান!

হঠাৎ আগুনে ছ্যাঁকা লাগলেও বোধ হয় মানুষ অমন ক'রে ওঠে না। নিভার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে উঠল—বই-এর অক্ষরগুলো মুছে গেল।

অদূরে ব'সে সারদা দেবী বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি।

বললেন, কই, কাগজ নিয়েছিস? লেখ্, সাবিত্রীসমানেষু—

নিভা নিজেকে সংযত ক'রে নিলে।

বই মুড়ে কাগজ পেনসিল ধরলে। ফাঁসির আসামীর মতো তার বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল।

যদি সম্ভব হ'তো বুকের খাঁচাটা ভেঙে হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসতো।

সারদা দেবী বলতে লাগলেন: তোমার তিনখানা চিঠিই পেয়েছি, কিন্তু সময় অভাবে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল—কিছু মনে কোরো না। বিনয়বাবু, ছেলেপুলেরা কে কেমন আছে বা আছেন? অমল ভাল আছে। আমার শরীর ক'দিন ভাল যাচ্ছে না। এখানে বেশ শীত পড়েছে।

সারদা দেবী থামলেন।

খানিক কি যেন ভাবলেন।

নিভা ঘাড় গুঁজে শ্রুতিলিখন করতে লাগল।

মনে হলো সারদা দেবীর মুখে অস্পষ্ট হাসির রেখা।

নিভা মুখ তুলতে সারদা দেবী বললেন, হ্যাঁ, নিভার সম্বন্ধে তোমার ভাববার কোন দরকার নেই। আমরা যখন ভার নিয়েচি তখন আমরা বিবেচনা মতো ব্যবস্থা করব। সে এখানে বেশ ভাল আছে, সংসারের কাজ-কর্মে আমার অনেক সাহায্য হচ্ছে। তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমরা আমার স্নেহ-ভালবাসা এবং শুভাশীষ নিও। গুরুজন পদে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও। ইতি,

হঠাৎ জল জমে বরফ হ'য়ে গেলে যে অবস্থা হয় নিভা তেমনি হ'য়ে গেল।

একি ক্ষমা না, সহানুভূতি না, আর কিছু ?

মুহূর্তের জন্যে মাথা গুঁজে কি যেন ভাবলে নিভা, তারপর আছাড় খেয়ে সারদা দেবীর পায়ের ওপর প'ড়ে ফুঁপিয়ে বললে, আমি সত্যি কিছু করিনি··· আমার কোন দোষ নেই।

সারদা দেবী পা সরিয়ে নিলেন না, নিভার মাথার ওপর হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

তাঁর কোলের ওপর মুখ গুঁজে তেমনি বিচলিত কণ্ঠে নিভা বলতে লাগল, আপনাকে সব কথা বলবো···আমার কোন দোষ ছিল না···ওঁদের কোন ক্ষতি আমি করিনি।

সারদা দেবী দু'হাত দিয়ে নিভার মুখটা তুলে ধ'রে বললেন, থাক, আমি জানি। তুই আর কি ক্ষতি করবি!

তবু নিভা থামলো না, রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাসে বলতে লাগল : বরং ওঁদের ভয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। গৌরীর বরকে নিয়ে রেণুকাকীমা আমার নামে যা-তা রটাচ্ছিলেন, আমি নষ্ট! কুলটা!

সারদা দেবী চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

তাঁর কিছু বলবার নেই।

এ মেয়ের সম্বন্ধে ও দোষারোপ করা যায় কিনা তিনি বোধ হয় ভাবতে লাগলেন। কি জানি রেণুকাকীমার ইঙ্গিতের মর্মার্থ তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন কিনা।

নিভা বলতে লাগল, গৌরীর সঙ্গে গোড়া থেকেই তার বরের বনিবনাও হয় নি, রেণুকাকীমা মনে করেন আমি তার জন্যে—অথচ আমি কোন কথার মধ্যেই ছিলুম না।

সারদা দেবী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্রকাশ কি তোকে বেশী পছন্দ করতো শ্বশুর বাড়ির আর সকলের চেয়ে?

নিভা থতমত খেয়ে যায়।

উত্তরে কি বলবে সে?

অস্ফুটে নিভা বললে, তা জানি না। নতুন জামাইকে যেমন খাতির-যত্ন করা দরকার তেমনি করতুম। এতে পছন্দ-অপছন্দের কি আছে বুঝতে পারিনি।

সারদা দেবী বোধ হয় হাসলেন।

নিভার সরলতায় তিনি মনে মনে কৌতুক বোধ করলেন। এতবড় মেয়ে পর-পুরুষের পছন্দ-অপছন্দ বোঝে না!

এও কি সম্ভব?

নিভা বললে, ইদানিং জামাই এলে রেণুকাকীমা আমাকে ঘর থেকে বেরুতেই দিতেন না। যে কাজটা আমি বরাবর করতুম, রান্না, সেটা তিনিই করতেন—কাছে গেলে বলতেন, থাক তোমাকে আর ঘুর ঘুর করতে হবে না। ওদিকে গৌরী পথ আগলে থাকতো,—এখানে কেন, নিজের ঘরে যাও। অথচ কি যে দোষ করেচি বুঝতে পারতুম না। সব সময় মনে হতো চারটে চোখ আমার চারপাশে পাহারা দিচ্ছে। সুযোগ হ'লে প্রকাশবাবুকে একদিন জিজ্ঞেস করতুম, আমি কি অন্যায় করেচি তাঁর কাছে!

সারদা দেবী বললেন, প্রকাশের সঙ্গে তুই কি একেবারে মিশিস্‌নি কোনদিন?

আবার নিভা চমকে ওঠে।

কম্পিত কণ্ঠে বললে, প্রথম প্রথম খুবই মেলামেশা ছিল, থিয়েটার-বায়স্কোপ-বেড়ান, সবাই মিলে দল বেঁধে প্রকাশবাবুর সঙ্গে যেতুম। তিনি পছন্দ করতেন, রেণুকাকীমাও বলতেন যেতে।

সারদা দেবী চুপ ক'রে গেলেন।

বিষ কোথায় তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন। নিভাকে নিয়ে মা-মেয়ের কেন এই সন্দেহ। অযথা বোকা মেয়েটার কি খোয়ার!

নিভাও চুপ ক'রে গেল।

আত্মপক্ষ সমর্থনে এসব কথা তার পক্ষে বলা বোধ হয় শোভন নয়।

যা চুকে গেছে তা নিয়ে আর কথা বাড়ান উচিত নয়।

তা ছাড়া এতে সারদা দেবীর ধারণাও বিপরীত হতে পারে।

আর মিথ্যে কথা বলছে না তো সে?

সত্যিই কি তার কোন দোষ ছিল না—মা-মেয়ের সন্দেহটা অমূলক?

গৌরীর স্বামী তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায় নি দৃষ্টি-কটু রকমে?

সারদা দেবীর কাছে সে সত্য গোপন করছে! ছি, ছি!

মেলামেশার অর্থে সারদা দেবী কি জানতে চেয়েছিলেন সে কি বুঝতে পারেনি!

প্রকাশের সঙ্গে সত্যিকারের তাঁর কোন মেলামেশা হয়নি?

তার দেহ, মন পবিত্র আছে?

আলোর সামনে মাথা নীচু ক'রে নিভা ব'সে থাকে। সব মিথ্যে, সব প্রবঞ্চনা, নিজেকে সমর্থন করার এই চাতুরী একদিন ধরা পড়বে।

তুমি সাবধান নিভা!

সারদা দেবী রেণুকাকীমাকে লেখা চিঠিখানা নিয়ে খামে ভ'রে লিখলেন—সাবিত্রীসমানেষু,

শ্রীমতী রেণুকণা বসু

C/o শ্রীবিনয়ভূষণ বসু,

থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোদের ঠিকানাটা কিরে?

নিভা যেন কথাটা বুঝতে পারে না।

সারদা দেবীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে।

তার আর কি ঠিকানা?

সারদা দেবী কলম তুলে বললেন, ঠিকানাটাও জানিস না! কি মেয়ে রে তুই!

দোরগোড়ায় শব্দ হলো : কার ঠিকানা মা?

নিভা মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে, অমল কৌতুককরতায় উজ্জ্বল।

সারদা দেবী বললেন, রেণুর।

অমল বললে, ১১৫নং রামধন পালিত রো, কলিকাতা।

নিভার মনে হলো, ঠিকানাটা অমল নেহাৎ তাচ্ছিল্যের স্বরে উচ্চারণ করছে। তাকে লক্ষ্য ক'রে কি যেন বোঝাতে চাইছে সেই বিকৃত স্বরে।

তা হ'লে ঠিকানাটা কি ঠিক নয়?

এতদিন তার ঠিকানা কি ভুল ছিল?

না, তার নতুন ঠিকানা হয়েছে ব'লে অমল অমন ক'রে উচ্চারণ করলে?

সব যেন কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায় নিভার—কে জানে কি তার ঠিকানা ছিল, এঁরা কি তাকে জিজ্ঞেস করছেন!

শুনতে শুনতে নিভার কেন জানি না মনে হয়, তার ঠিকানাটা অমলের মুখেই লেখা হয়ে গেছে—তাই সে কৌতুকে হাসছে।

মনে মনে নিভা কেমন যেন লজ্জা পায়।

সঙ্কোচও বোধ করে অহেতুক।

মাসের শেষে একবার ক'রে সহরে যেতেন সারদা দেবী।

মাসকাবারী বাজার আর সংসারের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিষ কিনতেন।

আগে একাই যেতেন টাঙ্গা ক'রে। এখন নিভাকে সঙ্গে নেন।

ঘুরে-ঘুরে পরিচিত দোকানে তিনি নিভাকে নিয়ে ফিরতেন।

নিভা আশ্চর্য হ'য়ে যেত, এত দূরদেশে অবাঙালীদের সঙ্গে কিরকম অবলীলাক্রমে আলাপ করতেন সারদা দেবী! কত যেন আপনার লোক এরা সব! ভাষার বা বক্তব্যের এতটুকু জড়তা ছিল না সারদা দেবীর। কোথাও দু'দণ্ড বসতেন, কোথাও সওদা করতেন, কোথাও বা ঘরকন্নার, সুখ-দুঃখের আলাপ করতেন। বাঁজারের মশ্‌লাওয়ালা, ডালওয়ালা সবার সঙ্গে সমান খাতির ছিল তাঁর। তিনি বাজারে ঢুকলেই চারপাশ থেকে সাদর আহ্বান আসতো, বাই, ইধার আইয়ে! বাই! বাই!

নিজের বোনকে, মাকে এত মিষ্টি ক'রে বোধ হয় ডাকতে নিভা শোনে নি আর কাউকে।

সবার কাছে আশ্চর্য ভালবাসা পেতেন সারদা দেবী সামান্যা বাঙালী মেয়ে হ'য়েও।

প্রথম প্রথম নিভাকে সঙ্গে দেখে দোকানদাররা পরিচয় জানতে চাইতো। সারদা দেবী সহাস্যে বলতেন, লেড়কি আছে—আমার মেয়ে!

আর দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন হ'ত না।

সবাই মেনে নিত।

কেউ কেউ বোধ হয় বিস্ময় প্রকাশ করতো কেবল: এতবড় মেয়ে তোমার! জানতুম না! বাঃ, বেশ!

মাসে একদিন হ'লেও অদ্ভুত এক অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ পেত নিভা।

বড় ভাল লাগতো এই দিনটা, পাহাড় প্রাচীরের মধ্যে এমন দেশও আছে যেখানে কেনাকাটার নামে এমন মেলামেশা করা চলে, এমন মুক্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যায়! স্ত্রী-পুরুষের এমন স্বচ্ছন্দ গতি বোধ হয় এখানের আর কোথাও নেই। পরস্পর পরস্পরের স্থবিধা-অস্থবিধার প্রতি এখানে যতটা সজাগ, জীবনের আর কোন ক্ষেত্রে নয় বোধ হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার সত্যিকার রূপটি এখানে ধরা পড়ে। বাড়ির মেয়েরা এখানে অবাধগতি, ভয় নেই, ডর নেই, সঙ্কোচ নেই।

চোখে নেশার মতো লাগতো নিভার এ জায়গাটা।

এতদূরে আসার সার্থকতা যেন এখানে আসাটা।

জায়গাটার নাম চক বাজার।

চক মেলান বাড়িঘর রাণীগঞ্জ টালির ছাদ—সিধে চওড়া রাস্তা যতদূর দেখা যায়। হরেক রকম দোকান-পসরা। কোলকাতার বাজারের মতো ভিড় নেই, কিন্তু তাতে আকর্ষণ কিছু কম মনে হয় না। ভিড় আর গোলমাল ছাড়াও মানুষ যে কত নিঃশব্দে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সমাধা করতে পারে, এখানে না এলে বিশ্বাসই হবে না। পাহাড়ের ধূলিমলিন রাস্তা এখানে কি-ক'রে যেন হঠাৎ চিক্কণ হয়ে উঠেছে। মাঝখানে একটা ফোয়ারাকে ঘিরে একটা ফুলের বাজার ব'সে গেছে। অসংখ্য মালা আর খোঁপায় গোঁজার ফুল নানাছন্দে মেলে ধরা—ফোয়ারাটার আশেপাশে ফুলঝুরির মতো ফুলের কেতা, ছয়লাপ। এখানে ফুল বিক্রী হয়—ছোট ছোট চুপড়ি ক'রে বাঁশের লাঠিতে ঝুলিয়ে। হাতে

ফুল ধ'রে এরা ফুলের কোমলতা ম্লান করে না। তাই বোধ হয় এখানে ফুলের বাহার এতো, প্রস্ফুটিত। কোলকাতার মতো মাছের বাজারে, পেঁয়াজ-রসুনের সঙ্গে বা পানবিড়ির দোকানের পাশে ফুলের পসারী যেমন খুশী ব'সে নাই। অমন ঊর্ধ্বশ্বাসে নয়, ধীরে সুস্থে, শান্ত মনে এই ফোয়ারার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ফুল খুঁজতে হবে—কি ফুল চাই? দাঁড়িয়ে থাকলে যদি চোখ না তোলো হয়তো কখনো মনে হ'বে রাত্রিশেষে অসংখ্য খসে-পড়া তারা ফুলওয়ালীরা কুড়িয়ে এনেছে বিক্রীর জন্যে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তারা-ভরা আকাশ নেড়ে ফুল পেড়েছে কত।

সব শেষে সারদা দেবী নিভাকে এখানে নিয়ে আসতেন।

বেছে বেছে ফুলের মালা আর ফুলের অলঙ্কার কিনতেন—তাঁর গৃহ-দেবতা যুগোল-কিশোরের জন্যে।

নিভা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত একপাশে। এত লোকের এভাবে ফুল কেনাটা তার আশ্চর্য লাগত।

কিন্তু সবাই কি ঠাকুরের জন্যে ফুল নিয়ে যায় সওদা-শেষে সারদা দেবীর মতো?

ফুল-কিনতে-আসা অপরিচিত মুখগুলো উদ্ভাসিত দেখলে নিভার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়:

গৌরীর ফুল-শয্যার কথা মনে পড়ে—আর মনে পড়ে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ফুলের মালা বদলের দৃশ্যটা। ফুলের সাহায্যে উভয়ে উভয়ের লজ্জা কত সহজে কেড়ে নেয়। পবিত্র, কোমল মধুময় হয়ে ওঠে সম্পর্ক। এই বোধ হয় ঠিক।

অনেক আশা ক'রে থাকে নিভা সারদা দেবী হয়তো তাকে ফুল নিতে বলবেন।

না, শেষ পর্যন্ত তিনি কোন কথাই বলেন না।

শখ ক'রে আবার বাঙালী মেয়ে ফুল কিনবে কি—শুধু শুধু দরকারই বা কি!

কেনা ফুলগুলো হাতে ক'রলে কেমন এক রকম মন-মরা নিক্রিয়তা বোধ হয় নিভার। সারদা দেবীর এত আত্মীয়তা অর্থহীন মনে হয় তার।

কেন তিনি ঐ সঙ্গে তাকে একটা মালা কিনে দিতে পারেন না? আইবুড়ো মেয়েদের কি ফুলের শখ যায় না, না, ফুলের আশা তাদের পক্ষে অন্যায়? কে জানে কি মনে করেন সারদা দেবী।

তবু ভাল লাগে এই জায়গাটা নিভার।

তার প্রাত্যহিক একঘেয়ে কর্মপরিক্রমা থেকে এ একটা ছুটি—মাছেদের জীবনে কখন-সখন জলের ওপর ভেসে উঠে ফুট-কাটা, নিঃশ্বেস-নেওয়া, হাঁফ-ফেলা।

এখানে নানা জনের সংস্পর্শে এসে নিজেকে কেমন যেন সার্থক মনে হয় নিভার। অনেক কিছু সম্ভাবনার যোগ্যা সে। নেহাৎ বোঝা, গলগ্রহ বা পরমুখাপেক্ষী সে নয়। ভবিষ্যতের কোন ভয়ই তাকে নিষ্পিষ্ট করতে পারবে না। চেষ্টা করলে, দ্বিধা-সংকোচ ত্যাগ করলে অনায়াসে সে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সঙ্গে তার কাউকে থাকতে হবে না।

সে অনন্যা।

ছেড়ে দিয়ে সারদা দেবী একবার দেখুন না কেন! একা-একা এখানে এসে আবার ফিরে যেতে পারে কিনা বাজার-হাট ক'রে!

কিন্তু সারদা দেবী ছাড়বেন না, অন্ততঃ যতদিন বেঁচে আছেন, শক্ত আছেন, ততদিন তো নয়।

এখানে এসে অনেকবার নিভার মনে হয়েছে, সারদা দেবীকে জিজ্ঞেস করে, অমলের দোকানটা কোথায়? সহর মানে তো এই!

কি যেন ঔৎসুক্য হয় তার অমলকে দোকানদারী করতে দেখার! কত বড় ব্যবসা যা নিয়ে রাতদিন পড়ে আছে সে! আর যার জন্যে—

হঠাৎ পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটা শিহরণ বোধ করা যায়, খোলা বিজলী তারে আচমকা হাত পড়ার মতো।

নিজেকে নিভা সংযত করে।

মুখ ফুটে কোনদিন সারদা দেবীকে অমলের দোকানের কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না।

বাড়ি ফিরে একদিন সরবতীয়া বাঈকে নিভা গোপনে প্রশ্ন ক'রে অমলের দোকানটার হদিস পেতে চেষ্টা করেছিল।

সরবতীয়া তাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করতে পারে নি—চক্‌বাজার, ফোয়ারা, বেলবাগ আরো কি সব যেন বলেছিল, কিন্তু সহরের কোন্‌খানটায় অমল ব্যবসা করে বুঝিয়ে বলতে পারে নি, কি সে-ই বুঝতে পারে নি।

ছু'জনকে ছু'জনের সেদিন নির্বোধ মনে হয়েছিল বোধ হয়।

অত না ক'রে সহজেই ঠিকানাটা মিলতো।

কিন্তু কেন জানি না নিভা সহজ পথে যেতে চায় নি। এ যেন, না না তুমি কিছু ব'লো না, আমি নিজে ঠিক খুঁজে বার করবো!

কে জানে এ কোন্ আবিষ্কারের নেশা নিভার!

গরমটা তবু যা হোক ক'রে কেটেছে, এবারের বর্ষাটা বোধ হয় আর কাটবে না।

পাহাড়ে বর্ষা যে এমনি কে জানতো—বৃষ্টির কামাই নেই, মেঘের ছাড় নেই—ছানি-পড়া চোখের মতো। মনে হয়, পাহাড়গুলো ধুয়ে নিশ্চিহ্ন না ক'রে বর্ষা ক্ষান্ত হবে না।

তাই শুধু কি বর্ষণ, শীতও আছে সঙ্গে। বাঙলাদেশের কার্তিক-অঘ্রাণ মাসের মতো ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। গায়ে গরম কাপড় চাপাতে হয়, ঠাণ্ডা না-লাগার প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

সারদা দেবীর তাড়ার অন্ত নেই। তিনি কেবল নিভাকে সাবধান করেন নড়তে-চড়তে : গায়ে কিছু দে, ফট্ ক'রে ঠাণ্ডা লেগে যাবে, ভুগিয়ে ছাড়বে! এখানের বর্ষা বড় বিশ্রী।

সারা গ্রীষ্মটাও সারদা দেবী অমন টিক্ টিক্ করতেন। দারুণ গরমে নিভাকে সর্বাঙ্গে কিছু না কিছু চাপিয়ে ছাড়তেন—খালি গায়ে এখানে সর্দি-গর্মি লাগবার ভয়! তা ছাড়া অসহ্য গরম সহ্য করার ও-ও একটা প্রক্রিয়া। একটু অসাবধান হ'লে আর রক্ষে নেই!

কিন্তু তাঁর নিজের বেলায় অন্য ব্যবস্থা—তাঁর সব সহ্য হ'য়ে গেছে, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত কোনটাতেই তাঁর ভয় নেই।

যত না বৃষ্টির জোর, তত জোর এখানে হাওয়ায়—এক সঙ্গে দুটোই গলাগলি ক'রে সামনের পাহাড়ে আছাড় খায়। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ফেটে ছৈ-ছত্রাকার হ'য়ে দিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে—ঘসা-মাজার মতো দেখতে হয় সবটা। এই জায়গাটুকু ছাড়া যেন আর পৃথিবী নেই। এ সময় জানালায় এসে দাঁড়ালে অতীত মনের জানালাটা আবার খুলে যায়। আবার আত্মোপলব্ধিতে নিভা অতিশয় সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। অজানা বেদনায় মন ভ'রে যায়।

কোলকাতায় এমনি বর্ষা কতকাল গেছে।

নিজের ছোট্ট ঘুপসি ঘরে ব'সে আর যাই চিন্তা করুক এমনি ক'রে বেদনা বোধ করে নি সে। বিষণ্ণ দিনের যতটুকু বিষণ্ণতা ভোগ করা যায় ততটুকু, তার বেশী নয়। বরং মাঝে মাঝে তার কুমারী চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে অকারণ পুলকে। চোখের ওপর উঠানটা কখন জলে টৈ-টুম্বুর হ'য়ে উঠেছে, পাশের কয়লা-ঘরের সঙ্গে একাকার হয়ে কাজল-ধোয়ার মতো রঙ হয়েছে—ওদিকের গলিটাও জল থৈ-থৈ। কোলকাতায় বন্যা হলো বুঝিবা।

এখানে সে দৃশ্য নেই, কিন্তু চিত্ত-বিক্ষেপের জ্বালা আছে।

কোলকাতার সব কিছু আবার নতুন ক'রে মনে পড়ছে—সেই ঘর, সেই দোর, সেই সে! বৃষ্টিতে সব ভেসে গেলেও কখনো এমন অসহায় তার নিজেকে মনে হয় নি। জানতো বৃষ্টি থেমে যাবে, জল নেমে যাবে, উনুনে আঁচ দিতে হবে, রেণুকাকীমার মুখ শুনতে হবে। তবু যেন তা কত ভাল ছিল, কত সহজ ছিল, কত জানা ছিল তার। কত স্বাধীন ছিল।

এখানে প্রকৃতির এই দুর্যোগে নিজকে বেশী করে বন্দিনী মনে হয় নিভার। ভয়ও হয় তার, তিলে তিলে ক্ষয়ে যাবে সে এখানে। অনুভূতির একঘেয়েমীতে সে হয় তো মারা যাবে।

এতদূরে যে-আশায় সে এসেছে এই বর্ষায় তার পুনরুক্তি করা হয়তো উচিত হবে না। আর হ'লেও তার সেই অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষার কথায় কে কর্ণপাত করছে! সে শুধু এখানে মাথা-গোঁজা আশ্রয়ের জন্যে আসে নি, কে শুনছে?

খেতে-পরতে আর ঘুমুতে পাওয়াটা তার পক্ষে যথেষ্ট! চিত্তবিলাসে তার কাজ কি!

তবু মন মানে না। নিক্রিয় দিনে অবিরাম আদিম বর্ষণে চাওয়া-পাওয়ার একটা অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে ঘনিয়ে ওঠে।

যা চাইছে, যা খুঁজছে সে, কেন তা আজও পাচ্ছে না?

সফল হবার আশ্রয় বা অবলম্বন তার কোথায়?

বোধ হয় অমলের কথাই তার মনে হয়।

এতদিন এসেছে কিন্তু আজও এতটুকু হৃদ্যতা হ'লো না। কেমন যেন অন্যমনস্ক উদাসীন মনে হয় তাকে। প্রথম দু'একদিন অমলের এই ভাবটা ভাল লেগেছিল নিভার, মনে হয়েছিল ওটা আবরণ, ভিতরে-ভিতরে সে তার সম্বন্ধে খুবই সচেতন। কোলকাতার বাসায় যে-হৃদ্যতা সে অমলের কাছে পেয়েছে এখানে তার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হবে না। অমলের ও ভাবটা পুরুষের বিশেষ এক ধরনের ভাব ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু না, অমল অমলই।

ব্যবসা ছাড়া তার আর কোনদিকে খেয়াল নেই।

কোলকাতায় সে অবসর কাটাতে যেত তাই অমন হৃদয়বান হ'তো। না হ'লে আসলে সে—

মনে মনে নিভা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মতো ফুলে ফুলে উঠতো।

নিষ্ফল ছোবলে সে নিজেকে নিজে দংশন করতো।

এ নিয়ে ঘৃণা-অপমান তার কম নেই।

অমলের মতো উপেক্ষা বোধ হয় তাকে আর কেউ কখনো করেনি—এমন ক'রে অনাদর আর অপমানও সে পায়নি আর কারো কাছে।

এত বড় ভুল সে কি ক'রে করলে!

চেষ্টা করলে নিভা কোলকাতাতেই মানিয়ে চলতে পারতো।

একটু সজাগ আর বুদ্ধির পরিচয় দিলে এমনটা হতো না।

সারদা দেবীকে সে মিথ্যে বলেছে।

প্রকাশের সঙ্গে তার যা হয়েছে, তা কোন গৃহিণীই সহ্য করতে পারে না। গৌরীর কথা তো ভিন্ন।

একটু হায়া রেখে চলা উচিত ছিল। কিছু না ব'লে এত দূরে পালিয়ে এসে যতই উড়িয়ে দিক ব্যাপারটাকে, কৃতকর্মের ছাপ এখনো নিভার মনে আছে।

প্রকাশ তাকে ভালবাসতো।

প্রকাশকে সে ভালবাসতো কিনা, সে-প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নিজেকে সে যেমন দেয়নি, অন্যকে তেমনি সন্দিগ্ধ ক'রে তুলেছিল।

উপস্থিত আশ্রয়দাতার কাছে নিজেকে যতই ভালমানুষ, নির্দোষ ব'লে সে জাহির করুক মনের গোচরে কোন সত্যি নেই।

রেণুকাকীমার অভিযোগ সত্যি।

আর অমল যদি সেটা বিশ্বাস ক'রে অমন দূরে স'রে থাকে, তাকে কি বিশেষ দোষ দেওয়া যায় ?

হয়তো এমন ক'রে নিভা আর কোনদিন কথাটা ভাবতো না, যদি না এমনি ধারা বর্ষায় নিজেকে সে এত একলা বোধ করতো। পাহাড় দেশের সবটাই যদি রুক্ষ হতো তা হ'লে তার মনের সব কিছু মুছে যেতে পারতো।

নিজের কাছেও নিভা লজ্জা পায় আজ এসব কথা ভেবে।

সঠিক উত্তর আজও ঠিক না ক'রতে পারলেও—প্রশ্নটা বারে বারে মনে মনে উচ্চারণ করে সে—প্রকাশকে কি সে ভালবেসেছে ? ভালবেসেছে ?

মনে পড়ছে সেদিনের কথা—

কয়লা-ঘরের পাশে তার খুপরি ঘরে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এলে, শুক্লাপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ আকাশে সবে উঠলে, ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতায় বাড়িটা নিঃসাড় হয়ে গেলে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দোরে আলতো টোকার শব্দ শুনতে পায় নিভা। একবার, দু'বার, তিনবার! দম বন্ধ হয়ে আসে নিভার। চোর নয়, কিন্তু—

না, না, কিছুতে সে খুলবে না অর্গল!

সে বধির হ'য়ে থাকবে।

আবার এক, দুই, তিন!

গভীর রাত্রে ভূকম্পনে দোরের শিকল নড়ার মত—ঠক্! ঠক্! ঠক্!

শব্দহীন মহাতরঙ্গে কি যে ভয়ানক আলোড়ন ওঠে! বধির শ্রবণও না শুনে পারে না।

সর্বদেহ ঝড়-খাওয়া কলাগাছের মতো থর থর কাঁপতে থাকে নিভার, লজ্জা—ভয় আর ঘৃণায়। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে প্রকাশকে সে বাধা দেয়। না, না, না! প্রকাশ ভীম আকর্ষণে নিভাকে কাছে টেনে চাপা কণ্ঠে বলে, চুপ! আমি! শব্দ করো না!

বাধা দিতে, নিজেকে মুক্ত ক'রতে নিভা ক্ষান্ত হয় না। অন্ধকারে একটা দানব তাকে তিলে তিলে গ্রাস ক'রছে। আনন্দে, দুঃখে, অপমানে নিভার প্রতিরোধ-শক্তি ক্রমে পরাভূত হ'য়ে আসে।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে আবার নিভা ফিরে পায়।

দরজা-খোলা ঘর হা-হা করে। কলতলায় ইঁদুরের পায়ের শব্দ শোনা যায়। কলে বোধ হয় জল এলো।

চোখ ঢেকে অনেকক্ষণ বিছানার ওপর নিভা চুপ ক'রে ব'সে থাকে। কাঁদেও বোধ হয়। অপমানে, না আনন্দে, না অনুরাগে? সেদিন মনে হয়েছিল প্রকাশ তাকে ভালবাসে না। কেউ জানতে না পারলেও মনে হয়েছিল কাজটা বড় গর্হিত। অনেকদিন প্রকাশের আকর্ষণ-স্পর্শ সে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। প্রকৃত ভালবাসার অভিব্যক্তি বোধ হয় ও নয়।

এতদিন পরে হঠাৎ নতুন ক'রে ভয় পায় নিভা।

কি দুঃসাহসিক, সর্বনাশা কাজ করেছিল তারা!

চ'লে না এলে আরো কি হতো কে বলতে পারে।

তবু সেই প্রকাশের কথাই আজ মনে পড়ছে বেশী ক'রে।

রেণুকাকীমার জামাই নয়, তারই একজন ছিল সে।

সত্যি প্রকাশ তাকে ভালবাসতো। না হ'লে বাড়ি শুদ্ধু সবাই অমন ক'রে সন্দেহ ক'রবে কেন—তাদের দু'জনের সম্পর্কে অমন আতঙ্কগ্রস্ত হবে কেন? কথা উঠবে কেন?

স্পষ্ট ক'রে মুখে কিছু না বললেও নিজের ব্যবহারে প্রকাশ কিছুই অপ্রকাশ রাখেনি।

শুধু একদিন রাত্রে ঐ রকম ব্যবহার নয়, তারপর নানা ভাবে প্রকাশ নিভাকে কাছে টানতে চেষ্টা করতো। গৌরীর কথা নিয়ে তাকে মধ্যস্থ মেনে বিশেষ অপ্রস্তুতে ফেলেছে কতদিন! গৌরী রাগ ক'রেছে, রেণুকাকীমা অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন, তবু প্রকাশ নিজেকে সংশোধন করেনি! ইদানিং শ্বশুরবাড়ি এসে দেখিয়ে দেখিয়ে সে বাড়িয়ে তুলেছিল। মুখে বিরক্তি প্রকাশ ক'রলেও মনে মনে নিভা যেন এই-ই চাইতো।

আপন মূল্য-বোধের মাদকতা বড় লোভনীয়।

প্রকৃত দোষী সে, সর্বনাশা মেয়ে সে—যার খেয়ে-প'রে মানুষ, তারই ঘরে অশান্তি এনে দেয় সে।

রেণুকাকীমার দোষ কি, আত্মজার ভালমন্দ দেখবেন বই কি!

কে জানে এখন প্রকাশের স্বভাব কেমন হ'য়েছে—ভুলে কোনদিন স্ত্রীর বিছানা ছেড়ে নিচে কয়লা-ঘরের পাশে অন্ধকারে কোন ঘরের দরজায় টোকা দেয় কি?

প্রকাশ একটা চিঠি দিতে পারতো তো!

নিশ্চয়ই জেনেছে সে এতদিনে নিভা কোথায় আছে।

তবে সে কি ভেবেছে, তার জন্যেই নিভা দেশত্যাগ করেছে!

কেমন যেন খটকা লাগে নিভার।

কিসের জন্যে, কার জন্যে এতদূরে এল সে?

না, না, প্রকাশের উৎপাতে সে এখানে পালিয়ে আসেনি।

কেন যে এসেছে স্পষ্ট ক'রে বলতেও পারবে না। নতুন ক'রে পাবার ইচ্ছেই তার প্রবল, কিন্তু কাকে পেতে চায় নিজেই বুঝি জানে না সে আজো। ভালবাসা, না নিশ্চিন্ত আশ্রয়? বন্ধন, না মুক্তি? তীর, না আদিগন্ত লবণাক্ত জলরাশি? জীবনভোর পাড়ি দেবে, না স্থির হ'য়ে বসবে এখানে?

কেমন একটা ক্রূর হাসি খেলে যায় মুখে।

বর্ষায় আকাশ ডাকে না।

ডাকলে হয়তো নিভার মনের প্রতিধ্বনি বোঝা যেত।

বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে না।

চমকালে বোধ হয় নিভার মুখের হাসিটা ধরা যেত।

অদূরে সাইকেলের শব্দ হ'লো, যেন সাইকেলটার কে গলা চেপে ধ'রেছে। যার নাম দাঁড়িয়ে ভেজা, অমল জলের মধ্যে ভিজতে ভিজতে সাইকেল চালিয়ে আসছে, ওয়াটারপ্রুফে বাগ মানছে না। এতক্ষণে বাড়ির কথা, খাবার কথা মনে পড়েছে তার।

শুকনো কাপড় আর তোয়ালে নিয়ে নিভাকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসতে দেখে সাইকেলটা কোন রকমে রোয়াকের ওপর তুলে ছেলেমানুষের মতো অমল ভিজে মাথাটা বাড়িয়ে দিলে।

একটুক্ষণের জন্যে নিভা অপেক্ষা করলে। তারপর তোয়ালেটা অমলের প্রসারিত মাথার ওপর চাপিয়ে কোলের কাছে আকর্ষণ ক'রলে পরম সেবা-পরায়ণতায়।

বৃষ্টিটাও বোধ হয় ধ'রে এল।

ঠিক হ'লো কোজাগরী পূর্ণিমা রাতে সবাই মিলে বিখ্যাত 'মার্বেল রক্স' দেখতে যাওয়া হবে।

অমন আশ্চর্য জিনিস না দেখলে এখনি দেখা উচিত।

আর, দেখলেও আবার দেখা উচিত।

দেখে দেখে কিছুতে আশ মিটবে না।

চন্দ্রালোকপ্লাবিত প্রস্তরে সে কি রহস্য! শ্বেতপাথরের সে কি মোহিনী রূপ! নিস্তরঙ্গা ক্ষীণকটি নর্মদার বুকের মাঝে সে কি অপরূপ সৃষ্টি!

শুনে সারদা দেবী বললেন, একদিন দেখে আসিস। দেখবার মতো জিনিস! দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক দেখতে আসে! পূজোর পরে ভিড়টা বেশী হয়, পূর্ণিমায় শেষ হয় লক্ষ্মী পূজোর দিন।

নিভা জিজ্ঞেস করলে, পাহাড় তো?

কেন, নাম শুনিসনি, জব্বলপুরের মার্বেল রক্স? পাহাড় না তো কি! তবে সে আলাদা, শ্বেতপাথরের পাহাড়, নর্মদার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারদা দেবী বললেন।

রেণুকাকীমার ওখানে থাকতে শ্বেতপাথরের ময়দা-বেলা চাকি দেখেছে নিভা, আর দেখেছে শ্বেতপাথরের তাজমহল। কিন্তু তা দেখে কোনদিন মনে হয়নি, শ্বেতপাথরের কোন দর্শনীয় পাহাড় আছে, যার রূপের আকর্ষণে বিদেশ থেকে পর্যটক আসে দলে দলে।

কই কোলকাতায় থাকতে অমল তো কোনদিন গল্প করেনি!

বলেওনি এমন একটা আশ্চর্য জিনিস আছে এখানে।

ভাগ্যে আজ সরবতীয়াকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, কাল নাগা করেছিলি কেন?

সরবতীয়া বলেছিল, মার্বিল রক্স দেখতে গিয়েছিল তার পরিবারের সবাই।

সরবতীয়া আরো বলেছিল, দেখার জিনিস আছে দিদিমণি! খাপসুরৎ! না দেখো তো মাইজীকে ব'লে একদিন যেও। দেখলে চোখ বুঝবে—সফেদ সে কি চীজ!

সারদা দেবীও তাই বললেন। দেখবার মতো জিনিস। তুলনাই হয় না।

নিভা আগ্রহ বোধ করে।

দিন গোণে কবে পাষাণের রূপ স্বচক্ষে দেখবে। মর্মরে কি মোহিনী আছে?

তার কি ক'রে জানিনা মনে হয়, সেই প্রস্তরীভূত রূপ দর্শনে তার নারী-জন্ম সার্থক হয়ে যাবে—এমন জিনিসের সন্ধান পাবে যাতে তার মনপ্রাণ ভ'রে যাবে, চিত্তবিক্ষেপ শান্ত হবে।

এ শুধু ঔৎসুক্য নয়, এ যেন অনুসন্ধান।

তাই বোধ হয় আর ত্বর সয় না নিভার।

কথা ছিল, সবাই মিলে যাওয়া হবে।

কিন্তু পূজোর দিন থেকে সারদা দেবী অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। বিছানা না নিলেও অল্প অল্প জ্বর, সর্দি-কাশি তাঁর দেখা দিল।

নিভা ধ'রেই নিয়েছিল এ অবস্থায় আর যাওয়া হবে না। আর সারদা দেবীকে ছাড়া কি হিসাবেই বা সে যেতে পারে!

তা ছাড়া পথও একটুখানি নয়, আব্দার ধরলে তিনি জ্বর-গায়েই যেতে রাজী হবেন!

সাত-আট ক্রোশ টাঙ্গায় যেতে হবে। বড় সহজ কথা নয়, কুটুমের মেয়ে ব'লে অমন অন্যায় আব্দারই বা নিভা কি ক'রে করবে!

সারদা দেবী কিন্তু ভোলেন নি।

অসুস্থ শরীরে আগের দিন লক্ষী পূজোর আয়োজন করতে করতে নিভাকে তিনি বললেন, কাল একটু সকাল-সকাল বেরোস তোরা, সন্ধ্যের আগে পৌঁচবি—

নিভা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলে।

যেন কোথায় বেরুবে বুঝতে পারছে না।

জিজ্ঞেস করলে, কোথায়?

সারদা দেবী বললেন, মার্বেল রক্স দেখতে। কেন?

দ্বিধায় নিভা ইতস্তত করে। জড়িত কণ্ঠে বললে, আপনার শরীর খারাপ …তা ছাড়া—

সারদা দেবী উড়িয়ে দিলেন, আমার শরীর খারাপ তো তোদের যেতে কি! কাল না দেখলে আর দেখবি কবে!

নিভা আপত্তি করলে, না, আপনি সেরে উঠুন, তারপর দেখা যাবে।

সারদা দেবী বললেন, উঠিনি কি আমি শুয়ে আছি! তোর অত ভাবনার দরকার নেই। আমি বলচি যাবি।

নিভা বললে, আপনি না গেলে আমি যাব না। অসুখ সারুক।

বোধ হয় সারদা দেবী মনে মনে খুশীই হন।

তবু নিজের জেদ বজায় রাখতে বললেন, তা হ'লেই আর যাওয়া হয়েচে! আমার অসুখ সারবে তারপর তুমি যাবে! আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুই!

নিভা চুপ ক'রে থাকে।

সারদা দেবীর কথায় সে ভয় পায়—অসুখের কথা নিয়ে তিনি অমন ক'রে বলছেন কেন।

সামান্য সর্দি-জ্বরকে তিনি ওভাবে দেখছেন কেন।

না না, কিছুতেই সে তাঁকে রেখে যাবে না।

সারদা দেবী বললেন, কি চুপ ক'রে আছিস যে! যাবি না?

নিভা মৃদুস্বরে বললে, না। আপনার সঙ্গে যাব।

সারদা দেবীও নাছোড়বান্দা, আচ্ছা অবাধ্য মেয়ে তো তুই! আপনার সঙ্গে যাব! কেন?

কেন'র কথাটা মুখ ফুটে বলা যায় না।

হয়তো নিজেও জানে না সেই কেনটা কি!

সারদা দেবীর অসুখটা যে যথার্থ কারণ নয়, তা সে মনে মনে জানে।

সারদা দেবী বললেন, অমলকে বলা আছে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। কতক্ষণের মামলা! তার মধ্যে আমি ম'রে যাব নারে! পাগলী মেয়ে কোথাকার, ভেবে ভেবে সারা!

নিভা চুপ ক'রে রইল।

কে বলবে, অভিভাবকহীনা হ'য়ে এমন একলা-একলা যেতে পাওয়া সুযোগ, না দুর্যোগের সূচনা?

অমল সঙ্গে থাকবে।

কই সে তো খুব খুশী হ'তে পারছে না মনে মনে।

তবে কি অমলের সান্নিধ্য সে চায় না? পেতে চায় না অমলকে নিভৃতে একান্তভাবে?

সারদা দেবী কি তা জানেন?

না জানলে, তিনি এভাবে সমস্ত মেয়ে আর সমস্ত ছেলেকে একলা একলা ছেড়ে দিচ্ছেন কি ক'রে?

নিজের ছেলেকে তিনি চেনেন? কোন দিক থেকে তাঁর কোন ভয় নেই!

আশ্চর্য মা!

কিন্তু এ ব্যবস্থায় কোথায় যেন তাকে অপমান করা হয়েছে।

তার ফুটন্ত যৌবনকে একদিন সন্দেহ ক'রে রেণুকাকীমা যেমন তাকে অপমান করেছিলেন, সারদা দেবী তেমনি আজ তাকে সন্দেহ না-ক'রে অপমান করলেন।

সত্যি কি সে কিছু বোঝে না?

সারদা দেবীর তার সম্বন্ধে এ ধারণা হ'লো কোথা থেকে ? ঘি-আগুনের সম্পর্কের আপ্ত বাক্যটা কি তিনি জানেন না ? কাকে তিনি বিশ্বাস করেন, ছেলেকে, না এই পরগাছা, অনাথা মেয়েকে ?

মনে কোন পাপ না থাকলে এ সব কথা ভাবা যায় না।

তবে কি নিভার মনে পাপ আছে ? মনে মনে এই ব্যবস্থাটাই সে কামনা ক'রেছিল ? প্রকৃতির সেই অদ্ভুত সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি অমলকে দেখে নেবে, বুঝে নেবে—নিভাকে কি চোখে দেখে সে।

মর্মর মূর্তি যদি এতই দর্শনীয় হয়, তা হ'লে নারীর চিন্ময়ী মূর্তি দর্শনীয়া হবে না কেন ?

অমলকে সে দেখে নেবে, নিজেকে দেখাবে।

উপেক্ষায়, অনাদরে, অবহেলায় আর চোখের আড়াল হ'য়ে থাকবে না। সে উপেক্ষণীয়া নয়, আদরণীয়া।

হঠাৎ চোখের সামনেটা যেন কেমন শূন্য হ'য়ে যায়—কিছু বুঝতে পারে না নিভা মুহূর্তের জন্যে কি শুনছে, কি ভাবছে।

তার উৎসুক, উদ্‌গ্রীব মন সহসা ভোঁতা হয়ে যায় অভীষ্ট সিদ্ধির অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়ে।

মনকে ফিরে প্রশ্ন ক'রলে যেন আর কোন জবাব পাওয়া যায় না—কি চেয়েছিল আর কি পেয়েছে, যার জন্যে এই লুকোচুরি ?

অমলকে একলা পেয়ে কি দেখাবে সে ? তা কি লজ্জা, অপমান, আর ভয়ের কারণ হবে না ! সমাজে উপযাচিকার মূল্যই বা কি !

ছি, ছি, ছি।

সারদা দেবী বললেন, কি, চুপ ক'রে আছিস কেন? কি, যাবি কি না বল! টাঙ্গাওলাকে বলা আছে।

নিজেকে ঢেকে ফেলতেই যেন রুদ্ধ কণ্ঠে নিভা বললে, যাব্-ব। আপনি গেলে কিন্তু···

মনে মনে সারদা দেবী বোধ হয় হাসলেন।

বললেন, শরীরটা একটু যুৎ হোক, যাব। এবার তোরা যা।

নিভা চমকে ওঠে।

সারদা দেবীর কণ্ঠস্বরে কিসের যেন ইঙ্গিত আছে।

অনিচ্ছায় যেন তিনি একটা অনভিপ্রেত কাজ করছেন। হঠাৎ বড় অসম্ভব মনে হয় তাঁর গলার স্বরটা—এবার তোরা যা!

কি জানি কেন নিভার মনে হয়, এরপর আর কোনদিন ও প্রসঙ্গ উঠবে না। এই-ই তার প্রথম এবং শেষ যাওয়া।

বেলাবেলি এসে পৌঁছলে কি হবে, পূর্ণিমার চাঁদ মাথার ওপর না-এলে সে-শোভা দেখবে কি ক'রে!

মুখের কাছে আলো না বাড়ালে রূপ খুলবে কেন, স্ফটিকে চন্দ্রমা চর্চিত না হ'লেই বা দেখবে কি! দেখতে এলেই যদি দেখা যেত তা হ'লে আশপাশের পাহাড়গুলোয় চূণ মাখিয়ে নিলে হ'তো—শ্বেতপাথর হ'তো!

শোভা শুধু কি দর্শনপ্রার্থীর চোখে, না দর্শনীয়ের সজ্জায়, রূপায়ণে?

তা হ'লে দাঁড়াও অপেক্ষা করো, চাঁদ উঠুক।

নিভা অবাক হ'য়ে যায় ভিড় দেখে।

যেন একটা মেলা ব'সে গেছে।

দেশ-বিদেশের কত লোক, কত কলরব।

প্রথমটা কিছু বোঝা যায় না, উদ্দেশ্য এদের কি, কেনই বা এখানে ভিড় ক'রছে।

আর কোথায় বা সেই শ্বেত-পাহাড়? ধারে-কাছে তার চিহ্নমাত্র নেই।

একটা উপলক্ষ্য ক'রে কেবল এত ভিড়।

টাঙ্গা থেকে নেমে নিভাকে নিয়ে অমল একটা চালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

এখানেও ভিড়, পা গলাবার জায়গা নেই।

জনে-জনে, দলে-দলে ঘর-বার, ভিতর-বাহির দখল ক'রে কম্বল বিছিয়ে আস্তানা ক'রেছে। মনে হয় কেবল রাতের আশ্রয়টুকু এদের কাম্য। পথশ্রমে ক্লান্ত মুসাফির সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছে।

পৈঁঠা দিয়ে উঠে গিয়ে অমল খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে নিভাকে ডেকে নিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে হাটের মাঝখানে একটি স্থান নির্দেশ ক'রে বললে, কম্বলটা বিছিয়ে ওখানটায় ব'সো। আমি আসচি। জায়গা ছেড়ো না।

ব'লেই অমল এমন ভাবে ঘর ছেড়ে চ'লে গেল যেন এটুকু করা ছাড়া নিভার প্রতি আর তার কোন কর্তব্যই নেই।

নিভাকে কোন রকমে কাঁধ থেকে নামাতে পারলেই বাঁচে!

চুপ ক'রে নির্দিষ্ট জায়গায় ব'সে নিভা আশ-পাশ লক্ষ্য করতে লাগল।

বাইরে অনেকক্ষণ অন্ধকার হ'য়ে গেছে, ভিতরে কিন্তু সে তুলনায় আলোর ব্যবস্থা নেই। মাঝখানে টিম্‌টিম্ ক'রে একটা লণ্ঠন জ্বলছে—তারই আবছা আলোয় মানুষগুলোকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

মনে হয় না, এসব মানুষকে আর কোথাও নিভা দেখেছে, কৌতূহল-ভয়-বিস্ময়-মণ্ডিত এরা।

সে ছাড়া ঘরে একলা-একলা কেউ নেই।

কেউ-না-কেউ সঙ্গী আছে, সাথী আছে, এক বা দুই। বেশীর ভাগই পুরুষ, দু' পাঁচটি মেয়ে। তা-ও বোধ হয় পুরুষদের পথশ্রম লাঘব ক'রতে, সময় মতো খাবারটা বিছানাটা এগিয়ে দিতে।

নিভাও কি তাই?

না, ঐ দলে নয়।

তবু চোখদুটো নিভার সামনের বিছানায় একটি সমবয়সী যুবতীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

তখন থেকে মেয়েটি ঘর গুছাতে মহা ব্যস্ত, রাতটুকু নয়, আরো কতদিন যেন এখানে থাকতে হবে। সঙ্গের পুরুষটির কিন্তু কোনই খেয়াল নেই, এই এতক্ষণ কি সব কাগজপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সবে মেয়েটির পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছে। সব দায়িত্ব এখন ঐ মেয়েটির।

অমলও তাই চায় কিনা কে জানে!

নিভার মনে হয়, নিশ্চয়ই তাই, না হ'লে ফাঁক কাটলো কেন?

কিন্তু কি করবে সে?

কম্বলটাকে দুজনের মতো ক'রে পাতবে ?

উষ্ণ শয্যার উপকরণ হিসাবে নিজের গাত্রবাসটা খুলে বিছিয়ে দেবে ?

ভাবতেও নিভা লজ্জারক্তা হয়ে ওঠে।

ছি, ছি, একি ভাবনা অনূঢ়া, পরভৃতার ?

তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক, অমল ফিরে এসে যে ব্যবস্থা করে। তার কি মিছে ভাবনা ভেবে !

দেখাই যাক না চুপটি ক'রে অমল কি করে।

তার কোন দায়িত্ব নেই, সে প্রকৃতির শোভা দেখবে, দেখে চ'লে যাবে। সারদা দেবী তাকে পাঠিয়েছেন রক্ষী দিয়ে, সুতরাং রক্ষণাবেক্ষণ—

কিন্তু সামনের মেয়েটিকে দেখে বার বার চিত্তবিক্ষেপ ঘটে।

এখানে এখন তারও যেন কিছু করবার আছে। ঠুঁটো হয়ে ব'সে থাকবার জন্যে অমল তাকে এখানে রেখে যায়নি। প্রত্যাশা তার একটা আছে। ফিরে নিশ্চয়ই সে নিভাকে এভাবে ব'সে থাকতে দেখলে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হবে।

কিন্তু কি প্রত্যাশা অমল তার কাছ থেকে করে ?

আর এই হাটের মাঝখানে নিভাই বা তাকে কি দিতে পারে ?

বিছানাটাকে খেলিয়ে পাতলেই কি সব কর্তব্য করা হ'য়ে যাবে ?

খানিক পরে মেয়েটি ছেলেটিকে ঠেলল আঙুলের টিপ দিয়ে।

কৌতুকে মুখটা হাসি-হাসি। কম্বলের মধ্যে ছেলেটিও বোধ হয় কৌতুক চাপতে পারছে না। এক সময় মেয়েটি টান মেরে ছেলেটির মুখের

আবরণ খুলে ফেললে। দু'জনেই এমন ভাবে হাসে যেন ঘরে তারা ছাড়া আর কেউ দেখবার-শোনবার লোক নেই।

বেহায়াই তো!

গুটোন কম্বলের উপর ব'সে নিভা কাঠ হয়ে ওঠে।

দৃশ্যটা কোথায় যেন তাকে ব্যথা দেয়।

কত যেন শূন্য আর নিরর্থক মনে হয় নিজেকে। কত কি চায় সে কিছুই পায় না—পাবেও না কোন কালে। কি যে জড়তা আর সঙ্কোচ কিছুই বুঝতে পারে না। কেন, তাও ঠিক ধরতে পারে না।

নিজের ওপরই বোধ হয় রাগ হয় নিভার।

এখন সামনে ওরা খাবার ভাগাভাগি ক'রে খাচ্ছে।

কলহাস্যে পরিতৃপ্তিতে স্থানটুকু মুখর। এর পর ওরা বোধ হয় পাশাপাশিই শয্যা গ্রহণ করবে! কে চেনে কাকে, লজ্জা-ভয় ওদের কার জন্যে? যদি স্বামী-স্ত্রী না হয়? বয়েই গেল, তা বলে এমন সুযোগ ওরা হারাবে কেন হেলায়!

পাথর দেখার অবসরে পরস্পরকে ওরা আজ যে ভাবে অসঙ্কোচে দেখলো এই হট্টমেলার মাঝখানে, পরবর্তী জীবনে হয়তো তা ওদের পাথেয় হ'য়ে থাকবে। সমাজে লোকালয়ে যে-জীবন ওদের সঙ্কুচিত ছিল, এখানে তা বিস্তৃত হলো। লাভ ওদের কম কি!

উঠে কম্বলটা খেলিয়ে পাততে গিয়ে আবার কি ভেবে নিভা ব'সে পড়ল।

না, থাক, অমল আসুক।

ছি, ছি, এমন বেহায়ার মতো ব্যবহার সে ক'রতে পারবে না, বিশ্বাস-ঘাতিনী সে হতে পারবে না।

উপযাচিকা সে হবে না।

কিন্তু এই দিন আর এমন একলা ক'রে আর কোনদিন যদি সে অমলকে না পায়? অমলের মনোভাব বুঝবে কি ক'রে? আর কবেই বা নিজের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবে? মনে মনে এখানে আসবার আগে কি সঙ্কল্প করেছিল সে ভুলে গেল? অমলের ঔদাসিন্যের শোধ নেবে না? বুঝিয়ে দেবে না কি চায় সে?

কেন জানি না কেমন এক রকম জড়তা বোধ করে নিভা!

নারী-মনের সেই কুটিল, ক্রূর বাসনা নিশ্চেষ্ট হয়ে আসে।

মেয়ের মতো তাকে বিশ্বাস ক'রে সারদা দেবী তাকে অসম্মান করেননি, বরং তার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কেউ না জানলেও নিজের মর্যাদা নিজের কাছে!

কিন্তু তাই কি? আর কোন বিবেচনা তার নেই? আর কোন ভাবনা?

শুধু সম্মান রক্ষার্থে এখনো নিভা নিজেকে রক্ষা করছে? ঐ মেয়েটির মতো সহজ, অসঙ্কোচ হতে পারছে না?

অনেকটা সময় চ'লে গেল।

ঘরটা নিস্তব্ধ হ'য়ে এল।

মাঝখানে-রাখা লণ্ঠনটার তেলও বোধ হয় ফুরিয়ে এল।

এখনো অমল ফিরছে না কেন? তাকে এতক্ষণ ঘটের মতো বসিয়ে

রেখে গেল কোথায় ? বাইরে কি করছে একলা-একলা ? 'মার্বেল রক্‌স' দেখতে আসায় এত কাণ্ড করতে হয় নাকি ! আচ্ছা লোক !

তা হ'লে এরা এখানে কি ক'রতে এসেছে ? শ্বেতমর্মরের শোভা দেখবে না ?

ওরাও তো শুয়ে পড়ল।

গা'টা শির শির করে নিভার। চাদরটা গায়ে টেনে দিলে ভাল ক'রে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে অমল হন্তদন্ত হয়ে ঘরের মধ্যে এল।

নিভাকে এক ভাবে ব'সে থাকতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে সে বললে, সেকি, অমন ক'রে ব'সে আছ তখন থেকে !

হ্যাঁ-না নিভা কিছু বললে না। কেমন এক রকম ক'রে অমলের মুখের দিকে চাইলে।

অমল বললে, বিছানাটা খেলিয়ে তো বসতে পারতে ! দেখো দিকি—

তবু নিভা উঠলো না, ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো না—বা বিছানাটা পাতবার কোন চেষ্টা করলে না।

অমল তাকে ভর্ৎসনা করছে কি !

অমল এগিয়ে এসে বললে, ওঠো ওঠো, দাঁড়াও, বিছানাটা পাতি ! তবু রক্ষে কেউ এসে জায়গাটা নেয়নি !

এতক্ষণে নিভা নিম্নস্বরে বললে, পাহাড় দেখা হবে না ?

বিছানাটা সাবধানে পাত্‌তে পাত্‌তে অমল বললে, সেই যার নাম রাত বারোটা-একটা ! আজ বেজায় ভিড়, বোট পেতে পেতে রাত কাবার ! বেছে বেছে আজই সবাই এসেছে !

কিছুই নিভার বোধগম্য হয় না।

পাহাড় দেখার সঙ্গে বোট পাওয়ার কি সম্পর্ক? কে জানতো পাহাড় দেখার এত কায়দা-কানুন। চাঁদ কি ততক্ষণ ব'সে থাকবে শ্বেতমর্মরের মুখে আলো ফেলবার জন্যে?

ভয়ে ভয়ে নিভা জিজ্ঞেস করলে, এখনি দেখা যায় না?

অমল হেসে বললে, তা হ'লে তো চুকেই যেত, এতক্ষণ আমরা বাড়ি ফিরে যেতুম। পাহাড় কি এখানে, ঐ নর্মদার মাঝখানে—বোটে ক'রে না গেলে পাড়ে দাঁড়িয়ে কিছুই দেখা যাবে না—মনেই হবে না, এই রকম একটা জায়গায় প্রকৃতির কোন গুপ্তধন আছে।

কি বুঝলে নিভা কে জানে, বিছানার কম্বলটার একটা খুঁট ধ'রে শয্যা রচনায় অমলকে সাহায্য ক'রলে।

তারপর সহজ ভাবে প্রশ্ন ক'রলে, বোট পেতে এত দেরী হয় কেন?

ব'সে প'ড়ে অমল বললে, আর বলো কেন, মাত্র তু'খানা বোট—যাত্রী হয়েচে পাঁচশো! ব্যাচ্ বাই ব্যাচ্ যেতে হবে। সেই নিয়ে তো এতক্ষণ ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছিল। মুশকিল!

ঝগড়া-ঝাঁটির নামে নিভা ভয় পায়।

আড় চোখে একবার আপাদমস্তক অমলের ভাল ক'রে দেখে নেয়।

না, লোকটাই জিতবে যে-কোন দ্বন্দ্বে, চেহারাটা বিরুদ্ধতার উপযুক্ত। ভয় নেই।

মুহূর্তের জন্যে একটা তুলনার কথা নিভার মনে হয়। সে শিউরে ওঠে।

অমল বললে, তু'খানার বেশী চারখানা বোট দিলে ভিড়টা কমে,

তাড়াতাড়ি কাজও সারা যায়। চেপে ধরতে বলে কিনা, আর দু'খানা বোট রিসার্ভড হ'য়ে গেছে—জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ফ্যামিলী নর্মদায় চাঁদের আলোয় 'রোইং' করবেন! আবদার!

আর অনুমতির অপেক্ষা না ক'রে নিভা বাড়ি-থেকে-আনা খাবার সাজাতে বসে। অপেক্ষা যখন ক'রতেই হবে তখন ওগুলোকে অপেক্ষা করিয়ে লাভ কি!

আজ ঠাণ্ডাও পড়েছে তেমনি।

কি মাস?

আশ্বিনের শেষ, বাঙলার ঘরে ঘরে আঁজ লক্ষ্মী পূজো!

ঘড়িতে যেন এ্যালার্ম দেওয়াই ছিল, মুহূর্তের মধ্যে ঘরটা মুখর হ'য়ে উঠলো। একটা সাজ-সাজ রব প'ড়ে গেল। কম্বল গুটিয়ে চাপাচুপি দিয়ে জনে-জনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত এখন দশটা-এগারটা।

দেখে-শুনে নিভার মনে হয়, এর পর গেলে শেষ আর কিছু দেখা যাবে না। এরা জোট বেঁধে গিয়ে পাহাড়টাকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। কি লোভাতুর দৃষ্টি সব! বেশ সব চুপচাপ ছিল, ঠিক সময়টিতে সবার ঘুম ভেঙে গেছে!

অমলের ঘুম ভাঙবে না?

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরটা ফাঁকা হ'য়ে গেল।

আবার সেই নিস্তব্ধতা।

নিভা একরকম ব'সেই কাটিয়ে দিলে—কোন রকমে কম্বলের একপাশে ব'সে আছে! রাত-প্রহরার মতো জেগে আছে। শুলেও শোয়া যায়, কিন্তু শোয় কি ক'রে? শোভন, অশোভন আছে তো! উচিত, অনুচিত—

অমল বললে কি হবে, নিজের মনে নিভা নির্বিকার হ'তে পারেনি। কতবার তো অমলের হাতটা তার কোলের ওপর এসে পড়েছে ঘুমের ঘোরে, রোমাঞ্চিত হ'লেও সে-হাতকে বার বার নিভা যথাস্থানে ঠেলে দিয়েছে। কি মনে করেছে সে সে-ই জানে।

নিভা একা, কোন বিছানায় কেউ নেই।

এমনকি সেই দু'টিও কখন দলের মধ্যে মিশে গেছে।

আলোটাও নিভে গেছে কখন, বাইরের জ্যোৎস্নায় ঘরটা যা আলোকিত। মনে হচ্ছে কোথা দিয়ে যেন আলো চুইয়ে আসছে। ঠায় চেয়ে থেকে মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করে। চর্মচক্ষে আলো নেই, অথচ যেন কত আলো আড়াল-করা।

ঘুমন্ত অমলের গায়ে হাত দিতে গিয়ে নিভা হাত সরিয়ে নিলে। নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে কি যেন শুনলে উৎকর্ণ হ'য়ে। কে জানে পাশের লোককে ডাকতে তার এত ভয় কেন?

যদি অমলের খেয়াল না থাকে, ঘুম না ভাঙে, তখন কি জবাব দেবে নিভা! ডেকে না দেওয়ার কি কৈফিয়ৎ দেবে—জেগে বসেছিলুম, তবু জাগাবার লোককে সময় থেকে জাগাইনি! কি করতে তাহ'লে এসেছ?

একটু সরে এসে নিভা বসল। এতেও যদি লোকটার ঘুম ভাঙে, না,

কুম্ভকর্ণ! হাতটা মুখের কাছে ব্যাজনের ভঙ্গিতে নাড়লে নিভা। না, তাতেও না। কোন সাড়া-শব্দ নেই অমলের।

এখন কি ক'রবে নিভা? আর কি ক'রে জাগাবে? সেই মেয়েটির মতো? কিন্তু অমলের যদি কপট নিদ্রা হয়? ছি, ছি, কি ভাববে অমল!

কিন্তু এভাবে যে আর ব'সে থাকা যায় না।

তার চেয়ে বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় পাইচারি করলে শান্ত হওয়া যায়।

ব'সে ব'সে এই দুর্ভোগ ভোগ করার কোন মানে হয় না।

হয় ডাকুক, না হয় উঠে বেরিয়ে যাক নিভা।

যতক্ষণ পারে অমল প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুক, কার কি!

উঠতে গিয়ে কাপড়ে টান পড়ল নিভার।

কাপড়ের খুঁটের অনেকটা অমলের শায়িত দেহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট।

আস্তে আস্তে নিভা টান দিলে। না, পাথর চাপা হ'য়ে গেছে, লোকটাকে না সরালে কাপড়ের মায়া ত্যাগ করতে হবে।

কোন্‌টা চায় নিভা?

আচমকা অমলকে ধাক্কা দিয়ে কোপনকণ্ঠে নিভা বললে, আঃ, কাপড়টা ছাড়ো! আঃ, সরো, সরো—

অমল জেগে উঠল। পাশ ফিরে বললে, ক'টা বেজেছে?

হয়তো হাসলেও।

নিভা জবাব দিলে না। আঁচলটা ছাড়িয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

অমল ততক্ষণে উঠে ব'সে চারদিক চেয়ে বললে, ইস্-স্ সবাই চ'লে গেচে! আমায় ডাকতে পারনি!

নিভা বললে, ডাকবার কথা কি ছিল! আর ডাকলেই কি সাড়া পাওয়া যায়, যে নাকের ডাক! শুনবে কে?

অমল মাথায় জামা গলাতে গলাতে বললে, নাকটাকে চেপে ধরলে নিশ্চয়ই সাড়া পেতে! ইস্-স্, বড্ড দেরী হ'য়ে গেল!

সভয়ে দোষ স্বীকারের মতো নিভা বললে, সবে সাড়ে দশটা বেজেছে। আমাদের বোট তো—

অমল বসল থুপি মেরে।

একটু অবাকও বোধ করে 'বাজার' কথাটা নিভা এত ভণিতা ক'রে বললে কেন। এক কথায় উত্তরটা দিলে কি এমন অন্যায় হ'তো!

তবু অমল বসলো না।

নিভাকে বসিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেখে আসি যদি বোট আগে পাওয়া যায়!

নিভা আনমনা, প্রতীক্ষারতা হ'য়ে ব'সে রইল।

ভাবটা, দেখা যাক আরো কতক্ষণ বসতে হয়!

চুপ ক'রে নির্জন ঘরে বসে থাকতে থাকতে নিভার কেমন মনে হ'লো, চাঁদ বোধ হয় ডুবে গেছে—ঘরটার মধ্যে ছায়া দীর্ঘ হ'য়ে উঠেছে।

বাইরে যাত্রীদের আর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিবিক্ত বেদনায় নিভার মনে হয়, সে পরিত্যক্তা—তার সঙ্গ কারো কাম্য নয়। সে উপেক্ষিতা!

মনে হয় যেন ডোবার জল, এমনি আবেগহীন, স্থির।

এই নদী! ভীষণা নর্মদা! এতটুকু নালার মতো!

মাটির ওপর হাঁসের পায়ের মতো থপ্ থপ্ শব্দ ক'রে বোট চলেছে এগিয়ে, নিবাত, নিকম্প চারিদিক, যেন একটা গড়খাই-এর মধ্যে আসা গেছে।

খানিকদূরে এসে অমল বললে, তুমি হয়তো ভাবছো স্রোত নেই—বেগ নেই, টান নেই, এ আবার কি নদী!

নিভা চুপ।

ঠিক এই মুহূর্তে কি সে মনে ক'রছে কেমন ক'রে বলবে। প্রথমে হয়তো নদীর এ রূপ তার পছন্দ হয়নি, কিন্তু নদীকে নিয়ে এই শান্ত পরিবেশটা তার বোধ হয় ভাল লেগেছে।

এখানে নদীর রূপ তো কেউ দেখতে আসে না!

অমল বললে, তলায় ভীষণ স্রোত, কিছু পড়লে আর রক্ষে নেই—কোথায় যে ভেসে যাবে তার ঠিক নেই! নর্মদা অন্তঃসলিলা, খরস্রোতা!

নিভা চমকে ওঠে।

আপাদমস্তক কিসের যেন শিহরণ বোধ করে। এত নিরীহ, ক্ষীণার ভিতরে ভিতরে এত তেজ!

এই পাহাড় দেখতে এসে কত লোক যে মরেছে—বোট থেকে প'ড়ে

গেছে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি—অবলীলাক্রমে অমল কথাগুলো বলে বিশেষ সংবাদ দেওয়ার ভঙ্গিতে।

ভয়ে নিভা শক্ত হ'য়ে যায়।

আচ্ছা লোক, এখন ওসব কথা কেন!

কই, যা দেখতে আসা?

হঠাৎ জলের মধ্যে গম্বুজের মতো একটা পাহাড় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বোটটা ঘুরতে চাঁদ আড়াল হ'য়ে গেল—মুহূর্তের জন্যে বোটের মধ্যে নিকষ অন্ধকার নেমে এল।

নিভা অমলের সংযুক্তা হ'য়ে বসল। সমস্ত দেহটা যদি অমলের দেহের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেত তাহ'লেও বোধ হয় জীবনে এ ভয় কাটতো না। আশ্চর্য দৈত্যের মতো পাহাড়টা!

কিছুক্ষণে চন্দ্রালোকে দ্বিগুণ শোভা উৎকীর্ণ হ'লো। শ্বেতস্ফটিকে আলো ঝল্ মল্ করে উঠলো। ভাষাহীন রূপপ্রশস্তিতে সম্মুখে একটা অব্যক্ত চেতনা যেন ব্যক্ত হ'তে চাইল। অমল-ধবল-কোমল চন্দ্রমা স্পর্শে পাথরে প্রাণসঞ্চার হ'লো, শিলিভূত রূপ নিঃশব্দ আনন্দ-দ্যোতনায়, হর্ষ-পুলকোচ্ছ্বাসের অনুরণনে চরাচর পূর্ণ ক'রে দিলে।

মুখ ফিরিয়ে নিভা অমলের মুখের দিকে চাইলে—আশ্চর্য শ্বেতমর্মরের সেই ছবি!

চোখ বুজিয়ে মাথাটা অমলের বুকের ওপর রেখে গদ্‌গদ কণ্ঠে নিভা বললে, কি সুন্দর! এত সুন্দর মার্বেল রক্‌স!

অমল চুপ।

তার মনে হয়, শ্বেতপ্রস্তরের দিকে মুখ ক'রে আর রূপের সন্ধান করতে হবে না। সে-রূপ এখন তার বক্ষস্থলে প্রতিফলিত। তার মাধুরিমা তার চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে, তাকে হতবাক্ করেছে।

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দেওয়ার মতো শ্বেতপাথরের মুখে হাসি।

নিভার চক্ষু নিমীলিত, মদালসা। কে জানে, এখন কোথায় তার মান-অভিমান, স্বাধিকারের হিসাব-নিকাশ, না-পাওয়ার ক্ষোভ! নর্মদার অন্তঃস্রোতে তা হয়তো চিরকালের জন্যে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ভেসে গেল! এতদিন এরই বোধ হয় প্রতীক্ষা সে করছিল!

০
০

পরের দিন ঘুম ভাঙতে অনেকটা বেলা হ'য়ে গেল।

ঘুম ভেঙে চোখ চাইতে নিভার মনে হ'লো, গত রাতের জ্যোৎস্নাটা এখনো যেন গন্ধ-স্মৃতির মতো আলতো চোখের ওপর ভাসছে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠতে ইচ্ছে করলো না নিভার।

আরো কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে চাঁদহীন ঘরে জ্যোৎস্নানুলেপন যদি গ্রহণ করা যায়! মনে হচ্ছে, কি যেন একটা মদির উষ্ণতা তাকে ঘিরে আছে আচ্ছাদনের মতো।

নিজের মনে হেসে গায়ের কাপড়টা সরিয়ে ফেলে নিভা উঠে পড়ল। আর বোধ হয় শুয়ে থাকা উচিত নয়। সারদা দেবী কি ভাবছেন—সারা রাত স্ফূর্তি ক'রে এসে দিব্যি এখন—

ছি, ছি।

খোলা চুলটা হাতের মধ্যে জড়াতে জড়াতে কেমন যেন মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে যায় নিভা। কেউ না জানলেও গত রজনীর কাজটা তার পক্ষে গর্হিত হ'য়েছে বোধ হয়। আশ্রয়দাতার প্রতি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত হয়নি তার। সারদা দেবী কিছু না ভাবলেও আত্মপক্ষ সমর্থনে নিভার বলবার কিছু নেই।

মুখ মুছে চুরি ঢাকার মতো এখন সারদা দেবীর সামনে উপস্থিত হওয়াটা কেমন যেন নির্লজ্জতার একশেষ!

ঘরের বাইরে উঠন্ত রোদ্দুরটা তীরের মতো চোখে এসে লাগে।

নিভা বেশবাস ঠিক ক'রে ত্রস্ত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কলঘরের কাছে আসতে সরবতীয়া বললে, কাল রাতসে মাইজীকো বহুৎ বুখার!···বেমারী বড়া, বেহুঁশ!

ছ্যাৎ ক'রে ওঠে নিভার বুকটা। মাত্র একটি রাত্রের ব্যবধানে একি ব্যতিক্রম! অসুখের জন্যে মাসীমা এখনো শয্যা ত্যাগ করেননি? এত জ্বর বাড়লো?

কোন রকমে কাপড় ছেড়ে নিভা সারদা দেবীর ঘরে এসে ঢুকলো। নিজেকে তার কেমন অপরাধী মনে হ'তে লাগল। সারদা দেবীর অসুখ বাড়ার জন্যে সে-ই যেন পরোক্ষভাবে দায়ী! কি দরকার ছিল 'মার্বেল রক্স' দেখতে যাবার এ সময়।

গুটি গুটি এগিয়ে এসে বিছানার কাছে দাঁড়াল নিভা অপরাধীর মতো। দৃশ্যতঃ সারদা দেবীর কোন সাড়া নেই—আচ্ছন্ন হ'য়ে বিছানার সঙ্গে মিশে

আছেন তিনি। সারা রাত জ্বর ভোগের চিহ্ন তাঁর মুখ-চোখে স্পষ্ট। কপালটা ঠেলে উঠেছে, বন্ধ চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। চেনা যাচ্ছে না, শুদ্ধা, তপশ্চারিণী সারদা দেবীকে।

মাথার কাছে ব'সে নিভা রোগিণীর কপালে হাত রাখলে অতি সন্তর্পণে, ভয়ে।

সারদা দেবী চোখ মেললেন নিভন্ত দীপশিখার মতো।

নিভা চমকে উঠলো।

ক্ষীণকণ্ঠে সারদা দেবী বললেন, আজ আর উঠতে পারছি না মা, শরীরটা কেমন করছে। বোধ হয়—

নিভা অস্ফুটে বললে, আপনি শুয়ে থাকুন—আমি দেখবো'খন, ব্যস্ত হবেন না!

সারদা দেবী চোখ বুজলেন। সংসারের ওপর তাঁর মুঠিটা যেন হঠাৎ আল্‌গা হ'য়ে গেছে, কিছুতেই তিনি সেটাকে শক্ত করতে পারছেন না।

চুপ ক'রে ব'সে নিভা তাঁর গায়ে-মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

হয়তো কিছু আরাম বোধ করলেন সারদা দেবী। বললেন, কাল তোদের খুব কষ্ট হ'য়েচে তো? কেমন দেখলি? অমল কি বেরিয়ে গেছে?

হঠাৎ ঝাঁকানি দিলে মানুষের যেমন অবস্থা হয় নিভা সারদা দেবীর প্রশ্নে তেমনি থতমত খেয়ে যায়।

কি উত্তর দেবে সে?

এই রুগ্না শুদ্ধাচারিণীর সামনে গত রজনীর অভিজ্ঞতার কি বর্ণনা দেবে ?

সারদা দেবী উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম দেখলি ? ভালো লাগল না ? কি রে !

মাথা নীচু ক'রে নিভা বললে, ভালো।

কেন সারদা দেবীর এ আগ্রহ কে জানে! পাহাড় দেখার অজুহাতে অমল-নিভার একত্র রাত্রিবাসটা তিনি কি মনে-মনে পছন্দ করেননি ? তা'হলে তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন কেন! তারা ইচ্ছে ক'রে তো আর দেরী করেনি ফিরতে ? জ্বরের ঘোরে কোন সন্দেহ জেগেছে কি সারদা দেবীর ?

মুখটা সারদা দেবীর কঠিন দেখায়।

বোধ হয় উনি অসন্তুষ্টই হয়েছেন নিভার ব্যবহারে।

অমলকে কিছু না ব'লে তাকে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করছেন।

নিজের ভাগ্যকে নিভা দোষ দেয়।

কে জানতো তার জন্যে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস এমনভাবে অপেক্ষা করছিল। অবিমিশ্র সুখানুভূতি তার জন্যে নয়! কোন কারণে উৎফুল্লা হ'য়ে ওঠাও তার পক্ষে শোভা পায় না! সে পরমুখাপেক্ষী, পরাশ্রয়ী, পরপুষ্টা, পরভৃতা! অনেক জায়গায় তাকে অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে, মনোবেদনায় হৃদয়কমল তার বারে বারে দীর্ণ হবে। নিজেকে খোঁজার তার যে শেষ নেই!

অহেতুক সন্দেহ-দোলায় মনটা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলেও সারদা দেবীর সেবাশুশ্রূষার নিভা ত্রুটী করলে না। সংসারটাকেও সে মাথায় ক'রে রাখলে ক'দিন। নিজের সমস্ত সত্তা সে ভুলে গেল। সারদা দেবীর আরোগ্য

লাভের ওপর যেন তার মর্যাদার সবটুকু নির্ভর করছে, তিনি না বাঁচলে যেন তারও বাঁচবার কোন পথ থাকবে না।

কখনো কখনো রোগযন্ত্রণার কিছুটা উপশম হ'লে সারদা দেবী চোখ মেলে চেয়ে দেখতেন, নিভা ঠায় তাঁর শিয়রে ব'সে আছে। নির্বাক, নিশ্চল, কর্তব্য-কঠিন।

তাকে ওভাবে ব'সে থাকতে দেখে সারদা দেবীর কি মনে হ'তো কে জানে। তিনি বলতেন, অমন ক'রে আগলে ব'সে থাকলে কি আর মরবো না ভাবিস ?

নিভা অপ্রস্তুত বোধ করতো।

অন্যমনস্ক হ'য়ে অসময়ে রোগিণীকে কিছু একটা খাওয়ানোর জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠতো।

সারদা দেবী আপত্তি করতেন—এই খানিকটা আগে ওষুধ খেলুম, এরি মধ্যে আবার! খালি খালি ওষুধ খেলে কি বাঁচবো ভাবিস!

নিভা নিরুত্তর, নির্বাক।

কি করলে সারদা দেবীকে সে বাঁচাতে পারবে ? তার সেবাপরায়ণতার কি কোনই ফল নেই ?

শুধু শুধু লোক-দেখান কি তার এই সাধনা ?

সময় সময় সারদা দেবী বলতেন, যা যা, একটু বাইরে ঘুরে আয়, অমন ক'রে ব'সে থাকিসনি! অত সহজে আমি মরবো না রে ? যা, যা!

মাঝে মাঝে সারদা দেবীর কথাবার্তায় মনে মনে কেমন যেন খুশী বোধ করতো নিভা।

নিজের কাজটাকে পরম সার্থক বোধ করতো।

আর কোন গ্লানি থাকতো না মনে।

কখনো কখনো সারদা দেবী নিজের ডান হাতটা নিভার শুশ্রূষারত বাঁহাতের ওপর রেখে কৃতজ্ঞতায় বিগলিতকণ্ঠ হ'য়ে বলতেন, আর জন্মে তুই আমার মা ছিলি, না হ'লে এমনি ক'রে কেউ করতে পারতো না। বুড়ো মেয়ের সেবা করচিস!

সহসা সারদা দেবীর চোখের কোণে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো।

আঁচল দিয়ে মোছাতে মোছাতে নিভার চোখ দুটোও ভারি হ'য়ে আসতো।

বিকৃত গম্ভীর কণ্ঠে সারদা দেবী বলতেন, ঐ তো আমার ছেলে আছে, ভুলে একবারও কাছে আসচে, না, খোঁজ নিচ্ছে কেমন আছি! ভাগ্যে ভগবান তোকে পাঠিয়ে দিয়েচেন! কেউ কারো নয়!

কি বলবে নিভা!

এ সারদা দেবীর আজন্ম আক্ষেপ কিনা কে জানে! মৃত্যুপথযাত্রীর বৈরাগ্য কি না, তাই বা কে বলবে!

অভিমান সারদা দেবীর এই প্রথম নিভা দেখছে। স্বামী বিয়োগের পর থেকে কোন প্রত্যাশা কোন দিক থেকে যে মানুষটি কখনো করেন নি আজ রোগ-শয্যায় তাঁর একি অভিব্যক্তি! সামান্য স্নেহের জন্যে তাঁর কি কাতরতা!

কেউ কারো নয়, মানে কি বোঝাতে চান উনি? এ সময় আত্মজ সামনে না এলে কিসের ত্রুটী বোধ করা যায়?

তবু কি ভেবে রোগিণীকে সান্ত্বনা দিতে নিভা বলে, অমলদা রোজই এসে খোঁজ নিয়ে যায়, আমি আছি ব'লে তাই বসেন না!

কি বোঝেন সারদা দেবী, চুপ ক'রে চোখ বুজে থাকেন।

সত্যি মায়ের রোগ নিয়ে কাজের ক্ষতি করতে তিনি তা ব'লে অমলকে বলেন না।

তাঁর আচ্ছন্নতার মাঝখানে অব্যক্ত চেতনার গভীরে পুত্র-স্নেহের ফল্গুধারা বয়ে যায়।

নিজের মায়ের শেষ সময়ের কথাটা নিভার মনে পড়ে।

বছর ঘোরেনি বাবা মারা গেছেন। শোকে মা নির্বাক হ'য়ে গেলেন, অত মুখরা মা তার।

ছোট হ'লেও নিভা বুঝতে পারতো, মনে মনে মা যেন তার কিসের যন্ত্রণায় ক্রমশ এতটুকু হ'য়ে যাচ্ছেন—মায়ের অমন রঙ ছ'দিনেই কালো হ'য়ে গেছে। তার পর একদিন যখন রোগে পড়লেন উত্থানশক্তি তাঁর রহিত হ'য়ে গেল।

নিরুপায় নিভাকে মাথার কাছে ব'সে থাকতে দেখে আচ্ছন্নভাবে মা বলতেন, আর নয়, এইবার তাঁর কাছে যাবো! তুই কি দেখচিস্ অমন ক'রে?

ফ্রকপরা আট-দশ বছরের মেয়ে নিভা মার কথাবার্তার ধরন বুঝতে পারতো না। মা তার ম'রে যাবে এইটুকু বুঝে হাউ-হাউ ক'রে কেঁদে উঠতো!

রুগ্না মা তাকে সান্ত্বনা দিতেন না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে বলতেন, কাঁদলে কি হবে!...কেঁদে কি তুই আমাকে ধ'রে রাখতে পারবি! কেউ কারো নয় রে হতভাগী, মুখপুড়ি!

মরবার ক'দিন আগে চিবিয়ে চিবিয়ে মা কেবল বলতেন, কেউ কারো না!

কেউ কারো না! ছেলে বল, মেয়ে বল, স্বজন বল, বন্ধু বল, সব ফোক্কা দুঃসময়ে!

এখন মনে ক'রতে পারে নিভা এই 'কেউ'-এর মধ্যে তার বাবা পড়তেন না। সবাই ঐ দলে কিন্তু তাঁর মৃত স্বামী ছাড়া। তাঁর আসন যেন অন্য-ভাবে মনের অন্য কোথায় পাতা ছিল। মৃত্যুর সময় সবাইকে ভুলে গেলেও তাঁকে বাঙালী মেয়েরা কিছুতে ভুলতে পারে না। মিলনের আর এক মুহূর্তের জন্যে মুমূর্ষু প্রাণ উন্মুখ হ'য়ে থাকে।

বাবার মৃত্যুর পর মা অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন, নিজের মৃত্যুর সময় তাই কি তিনি অমন আক্ষেপ ক'রেছিলেন? কারো প্রতি তাঁর কোনো টান ছিল না?

মার মৃত্যুর সে-বিভীষিকা আজো স্পষ্ট মনে আছে নিভার।

যেন ইচ্ছে ক'রে মা তার নিজের মুখটাকে বীভৎস ক'রেছেন এই ক'দিনে। সংসারের প্রতি সব বিতৃষ্ণার শোধ নিয়েছেন নিজের বিকৃত মৃত্যুতে! দেহটা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গিয়েছিল, মরচে ধরার মতো মুখটা ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় খোলার চালে বৃষ্টির শব্দে ছোট নিভার মনে হয়েছিল মা তার ম'রে গিয়ে বিকট চীৎকার ক'রতে ক'রতে কোথায় যেন পালিয়ে যাচ্ছেন। ম'রে বাঁচার হাসিও হ'তে পারে ঐ অঝোর ধারা বর্ষণের অর্থ! মা তাঁর সব ভাবনার শেষ ক'রেই চ'লে গিয়েছিলেন।

প্রায় একমাস রোগ ভোগের পর সারদা দেবী মারা গেলেন।

রাত নয়, দুপুর নয়, ঠিক সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত

হ'লো। নিভা বোধ হয় তখন ওষুধ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বৃথাই। গাল বেয়ে ওষুধ গড়িয়ে পড়ল। সারদা দেবী মুহূর্তের জন্য নিমীলিত চোখ হুটো বিস্ফারিত ক'রে কট্ কট্ ক'রে চেয়ে দেখলেন চারদিক। তার পর আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না তাঁর।

স্তব্ধ, বিমূঢ়া হ'য়ে কিছুক্ষণ নিভা ব'সে রইল চুপ ক'রে।

ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে তার জ্ঞান লোপ পেল। জানালার ওপারে পাহাড়ের আড়ালে সূর্যদেবও ডুবে গেলেন।

পশ্চিমের আরক্ত আকাশ ক্রমশঃ ম্লান হ'য়ে এল।

সরবতীয়া শুনে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

নিস্তব্ধ বাড়িটাকে সাক্ষী মেনে অসহায় আর্তনাদ ক'রতে লাগল।

ধীরে ধীরে সারদা দেবীর আপাদমস্তক নিভা সাদা চাদরে ঢেকে দিলে। মৃতার ঘরে একটা টিমটিমে আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডুর আকাশের দিকে অসহায় আক্রোশে চেয়ে দেখলে নিভা। অন্তহীন আকাশে নিজের অন্তহীন প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিলে।

সেদিন অমলের বেদনাহত মুখটা দেখে নিভার মনে হয়েছিল, বেচারা তারই মতো হতভাগ্য! সংসারে আর তার কেউ নেই। কোথায় যেন হু'জনের মিল আছে, প্রভেদ শুধু ও পুরুষ আর সে নারী।

ছেলেমানুষের মতো অমল শোক ক'রতে নিভা পাশে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, এ সময় কি অমন ক'রতে আছে! মা শান্তি পাবেন না—ওঠো, এখন যোগাড়-যন্তর করো!

আশ্চর্য পুরুষ মানুষের বিহ্বলতা!

সেদিন নিভা যদি পাশে না থাকতো, কি যে হ'তো কিছুই বলা যায় না। অমন মানুষটা একেবারে দিশাহারা হ'য়ে গিয়েছিল।

অতঃপর ক্রিয়া-করণ সব কিছু নিভাকে ক'রতে হয়েছিল।

দাহ-শেষ পর্যন্ত রাত্রি জেগে অতবড় বাড়িটায় একলা পাহারায় থাকতে হ'য়েছিল। সরবতীয়া যতই শোকার্ত হোক, কিছুতেই তার সঙ্গে রাত্রি বাস ক'রতে রাজী হয়নি। মাইজী জীবিত অবস্থায় তার যতই ভাল করুন, মৃত্যুর পর কিছুতে তার ঘাড়ে না চেপে ক্ষান্ত হবেন না। বিশেষ ক'রে যাদের বেশী ভালবাসা যায় মৃত আত্মার তাদের ওপর লোভ সমধিক।

মনে মনে ভয় পেলেও নিভা তাকে আটকে রাখেনি। সেই অশুভ রাতে শূন্য বাড়িতে একলাই শঙ্কিত মনে অপেক্ষা করেছিল। কত যে সময় ব'য়ে গিয়েছিল তার শূন্য দৃষ্টির ওপর দিয়ে, কত যে তারা ডুবে গিয়েছিল প্রহরে প্রহরে, কিছু খেয়াল ছিল না নিভার।

একসময় ভোরের তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ হ'য়ে উঠতে উস্কখুস্কো, ঝড়-খাওয়া, গলায়-কাচা অমল এসে দাঁড়াল তার সামনে।

ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখার মতো নিভা রুদ্ধ-কণ্ঠ হ'য়ে গিয়েছিল তাকে দেখে—ও কি মূর্তি! শ্মশান প্রত্যাগমনের পর পরম আত্মীয়ের ঐ দশা, ঐ ছিরি হয়!

নিভা চোখে হাত চাপা দিয়েছিল ভয়ে—এতক্ষণ যে-ভয়টা সে অসীম সাহসে নিবারণ করেছিল।

এখন কি বলবে, কি ব'লে সান্ত্বনা দেবে অমলকে?

সারদা দেবীর মৃত্যুতে অমলের মতই অশৌচের নিয়ম পালন ক'রেছিল নিভা: হবিষ্যান্ন ভক্ষণ, রুক্ষ শয্যাগ্রহণ, তৈলহীন রুক্ষ স্নান ইত্যাদি সব খুঁটিয়ে।

কেন, কি সম্পর্কে এই কৃচ্ছ্রসাধন সে করেছিল কেউ তাকে তখন জিজ্ঞাসা করে নি।

অমলের দিক থেকেও কোন প্রশ্ন হয়নি। যেন ভাইবোনে মৃত মায়ের গ্রহ শান্তির ব্রত উদ্‌যাপন করছে।

শ্রাদ্ধের দিনে অমলের সঙ্গে পায়ে হেঁটে নর্মদা তীরে গিয়ে নিভা পিণ্ডদান ক'রে এসেছিল শ্রদ্ধাভরে। ফিরে এসেছিল ধীর পদক্ষেপে অমলের পিছনে পিছনে। পিণ্ডদানের অধিকার বিষয়ে কেউ তাকে কোন প্রশ্ন করে নি।

আজ নিভা ভেবে বলতে পারে না, এ ঔচিত্যবোধ তার এল কোথা থেকে। প্রকারান্তরে অমলের সে কোন অহিত করেনি তো? কোথাকার কে মেয়ে, এমন ক'রে পরের সংসারে জুড়ে ব'সে থাকে! অমলের সঙ্গে আর তার সম্পর্কই বা কি! কেন যে কি ভেবে নিভা অমন কাণ্ড করেছিল! মৃতার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাতৃজ্ঞানে, না নিজেকে রক্ষা করতে?

অমলের এমন দুঃসময়ে এত বড় দুঃখে নিভা দেখলে, আপনার বলতে দূরে, কাছে অমলের কেউ নেই। থাকলেও তখন কাউকে দায় উদ্ধার ক'রতে আসতে দেখা যায়নি!

রেণুকাকীমার দিক থেকেও কোন সাড়া আসেনি।

হয়তো তিনি সারদা দেবীর মৃত্যুতে চুপ ক'রে থেকে নিভার প্রতি আক্রোশের শোধ নিয়েছিলেন।

মনে মনে নিভার কেমন যেন ভয় ছিল, আর কেউ কোথা থেকে না আসুক, বিনয়কাকা ঠিক আসবেন। স্বদেশের আত্মীয় বলতে ওঁরাই।

নিজেকে নিভা সেইমতো প্রস্তুত ক'রে রেখেছিল। আবার যদি তাকে কোলকাতায় নিয়ে যাবার কথা ওঠে, তখন সারদা দেবীর মতো কে তার পক্ষে কথা কইবে—মুখের ওপর 'না' করবে।

অমল হয়তো এক কথায় রাজী হয়ে যাবে। বিশ্বাস কি!

সংসারের কাজকর্মে নিভা নিজেকে বিশেষ ব্যাপৃতা রাখে।

সারদা দেবীর স্থলাভিষিক্তা হয়।

সেই ভোর থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত অন্য আর কোন চিন্তা করবার তার অবসর থাকে না।

সারদা দেবীর অবর্তমানে সংসারটা যাতে পূর্ববৎ চলে তার প্রতি তার লক্ষ্য,—বিশেষ ক'রে অমল যেন না মনে করে, মা নেই ব'লে তার কষ্ট হচ্ছে।

ক'দিন যেন কেমন নেশার ঝোঁকে নিভা কাজ ক'রে যায়।

এ কাজের মূল্য কি, কেন তার এমন আত্মীয়তা, কার জন্যেই বা এত আঁকপাকানি, স্পষ্ট কোন ধারণা নিভার নেই।

পিণ্ডদানের সম্পর্কে কি সে এ সংসারের একজন ?

তাই দুঃসময়ে হাল ধ'রেছে—একমাত্র পুরুষকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, মুখের অন্ন আর সুখের শয্যা যোগান দিচ্ছে ?

না, আর কোন উদ্দেশ্য আছে তার ?

চিরকালের জন্যে সে এখানে থাকতে চায় ?

ঘরণী, পরিচারিকা, না গলগ্রহ আত্মীয়া ?

সারদা দেবীর শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর শীতের রাত্রে অমলের জন্যে ভাত কোলে ক'রে অপেক্ষা করতে করতে আবছা আলোর সামনে জড়িত চোখের ওপর নিজ মনের ছবিটা দেখে নিভা কতদিন চমকে উঠেছে।

প্রথম প্রথম এভাবে অপেক্ষা করতে তার লজ্জা করেছিল সত্যি, কিন্তু নারীমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তায় তা ক্রমে অবশ্য কর্তব্যে পরিণত হয়েছিল।

সে ছাড়া অমলকে এখন দেখবার কে আছে !

লজ্জা-ঘৃণা-ভয় তিন থাকতে নয়।

কিন্তু এর পর ?

নির্জন দুপুরে বসতি-বিরল এই পাহাড়তলী গাঁ অঞ্চলটি খাঁ খাঁ করলে জানালার গরাদে মুখ রেখে উদাস দৃষ্টিটা সামনে মেলে ধ'রে নিভা বিমনা হ'য়ে যায়।

শুধু আশ্রয় নয়, সে পায় সাহচর্য—সুখদুঃখের সমান অংশ ভাগ।

ঐ অনন্ত আকাশের মতো তার কুমারী মনের অনন্ত কামনা—মেঘ-রৌদ্রের খেলায় তা কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। কখনো ব্যক্ত, কখনো অব্যক্ত !

এ ভাবে সে এখানে থাকতে পারবে না।

পরিচারিকার পদমর্যাদা তার কাম্য নয়। সামান্য উপযাচিকা হ'য়েও সে নিজের আসন কায়েমী ক'রতে চায় না।

নিজের মনে এই দ্বন্দ্ব সে আর সহ্য করতে পারে না—সারদা দেবীর

বর্তমানে যে আশ্রয় তার পক্ষে সহজ এবং নিশ্চিন্ত মনে হয়েছিল, এখন তাঁর মৃত্যুতে তা জটিল এবং অনিশ্চিত হ'য়ে উঠেছে।

এ যেন নিজের কাছে চোর হ'য়ে থাকা।

অচল একটা জিনিষকে বার বার চালাবার চেষ্টা ক'রে অপ্রস্তুত হওয়া।

মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করা যায় না, অমল তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ক'রবে অতঃপর? বলাও যায় না নিজের মনোগত ভাবটা অমলকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে।

অথচ যেমন চলছে তেমন চলাও আর উচিত নয়।

তাদের সম্বন্ধে আড়ালে কথা কইবার লোক না থাকলেও সারদা দেবীর অবর্তমানে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও ক্রমে সংক্ষিপ্ত এবং সসঙ্কোচ হ'য়ে উঠছে। নেহাৎ প্রয়োজন ছাড়া কেউ কাউকে সম্বোধন করবার কোনো অজুহাত খুঁজে পায় না।

অমল খায়-দায়, শহরে দোকান করে। নিভা সারদা দেবীর হ'য়ে সংসারের পরিচর্যা করে—অমলের খাওয়া-বসা-শোওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে।

আশ্রয় নিভা চেয়েছিল, আশ্রয় সে এখানে পেয়েও গেছে—সর্বময়ী কর্ত্রীর আসন। আর ভাবনা কি?

সিন্দুকের চাবি আর খরচের টাকা যখন তার হাতে তখন—

একদিন মৃতা সারদা দেবীর পরিত্যক্ত বিছানাগুলো বার ক'রে রোদে দেবার জন্যে নাড়াচাড়া ক'রতে একখানা খাম নিভার নজরে পড়ল। মেঝের ওপর খামটা ছিটকে প'ড়ে গিয়েছিল।

হাতের লেখা দেখে নিভা চিনলে।

মুখ-ছেঁড়া খামটা উপুড় ক'রে ধরতে চিঠিটা বেরিয়ে এল।

সারদা দেবীকে রেণুকাকীমা আবার চিঠি দিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে সারদা দেবী চিঠিটা প'ড়ে গেছেন। প'ড়ে কি ব্যবস্থা তিনি ক'রবেন ঠিক ক'রেছিলেন তিনিই জানেন। ঘুণাক্ষরে একটি কথাও তিনি নিভাকে ব'লে যান নি। হয়তো সুস্থ হ'য়ে উঠলে নিভাকে দিয়ে জবাব লেখাতেন এর একটা।

এবারে রেণুকাকীমা বিশেষ কাকুতি-মিনতি ক'রেছেন নিভাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। তাঁর ওখান থেকে অতবড় মেয়ের ওভাবে চ'লে আসাটা নাকি বিশেষ দৃষ্টিকটু—পাঁচজনের পাঁচ কথার কারণ। পেটে না ধরলেও, নিভা তাঁর মেয়েরই মতো! এতটুকু থেকে তাঁরা তাকে মানুষ করেছেন। কুকুর বেড়াল পুষলেও মায়া পড়ে!···

ফিরিয়ে নেবার যুক্তি রেণুকাকীমার অকাট্য। দাবীও তাঁর অস্বীকার করা যায় না। পাঁচ জনের পাঁচ কথাও মানতে হবে।

কিন্তু না, এত কথার উদ্দেশ্য অন্য।

নিভা সাগ্রহে একরকম নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে পড়ে শেষটুকু:

"তুমি তো জানো আমার শরীর কেমন, তার ওপর ছেলেমেয়েদের কি ধকলটা পোয়াতে হয়! কাচ্চাবাচ্ছা অনেকগুলো! তোমাকে বলতে আর

লজ্জা কি, এর ওপর আবার একটা শত্তুর পেটে এসেচে! শরীরটা যে কি খারাপ হ'য়েচে বলবার নয়, সব সময় মাথা ঘোরে, হাত-পায়ে খিল ধরে, চোখে-কানে দেখতে পাই না। নিজের তো এই অবস্থা, কে দেখে তার নেই ঠিক, তার ওপর গৌরী এসেচে—ভরা পোয়াতী, আজ-কাল হ'য়ে আছে! কে কাকে দেখে তার ঠিক নেই। এ অবস্থায় তুমি যদি দয়া না-কর, তা হ'লে এ যাত্রায় আর রক্ষে নেই। তোমাকে নিজের বোনের মতো দেখি ব'লে বিপদের কথা জানাচ্ছি, জানি তুমি একটা সুরাহা ক'রে দেবে।"

হঠাৎ নিভার চোখদুটো ঝাপসা হ'য়ে আসে।

চিঠিটার বাকি অংশটুকু দেখতে পায় না।

একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে দেহমন তার অসাড় হ'য়ে যায়। মা, মেয়ের একসঙ্গে ছেলে হবে! কতদিনই বা গৌরীর বিয়ে হ'য়েছে, এরি মধ্যে!

চিঠির শেষ কথাগুলো খুবই স্পষ্ট এবং দ্রুত হাতে লেখা—

(অতএব) "নিভাকে পাঠিয়ে দাও। আমার দায় উদ্ধার করো! বাঁচাও দয়া ক'রে। এ-অবস্থায় মা-মেয়ে মারা যাব না হ'লে—"

চিঠিটা প'ড়ে তখন-তখন কি মনে হয়েছিল আজ যথাযথ মনে থাকবার কথা নয়। তবে যুগপৎ নিভা ক্রোধ-কৌতুক বোধ করেছিল তখন। মা-মেয়ের করুণ অবস্থায় মনে মনে হাসি চাপতে পারেনি। গৌরী মার মতো বছর-বিয়োনী হবে!

না, আরো একটা কথা বেদনার সঙ্গে নিভার সেদিন মনে হয়েছিল, প্রকাশ তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে!

গৌরীর অন্তঃস্বত্বা হওয়ার সংবাদে কোথায় যেন তার প্রতি একটা মর্মান্তিক ইঙ্গিত আছে। নিজের ওপর নিভার রাগ হয়—ছি, ছি, সে-ও কম নয়!

তারপর ক'দিন ধরে কেবল গৌরীর ছেলে-হওয়ার কথাটা নিভার মনে হ'য়েছিল। আর সেই একদিন গভীর রাত্রে কোলকাতার বাসায় তার দোরে টোকা মারার শব্দটা কানে স্পষ্ট বেজেছিল। ভেবে দেখলে তার নারীত্বের এত বড় অপমান যেন আর কোনদিন হয়নি। বিশেষ একটি স্মরণীয়, আপাত-জবরদস্ত সুখানুভূতি যে এমন কুৎসিৎ মনোবিকারের পর্যায়ে পড়বে নিভা সেদিন ভাবতে পারেনি। প্রকাশ তাকে সম্মান করেনি, ভালবাসেনি, তার রূপযৌবনের মধু গ্রহণ ক'রতে চেয়েছিল শুধু। রেণুকাকীমা তার প্রতি সন্দিগ্ধা হ'য়ে সেদিন ঠিকই করেছিলেন। আজ তবু নিজেকে যেটুকু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তা কেবল ঐ জন্যেই। নিজের স্বভাবে যদি নিভা সেদিন এগিয়ে যেত, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত কি হ'তো আজ ভাবতে সে বারবার শিউরে ওঠে। ভাগ্যে কলঙ্কের ভয়ে সে নিজেকে এতদূর টেনে এনেছিল।

না, না, প্রকাশকে সে ভালবাসেনি।

মনের শুচিতা আজও সে বজায় রেখেছে। অভিভূত মনের সঙ্গোপনে যদি কোন কামনা প্রকাশের সংস্পর্শে জেগে থাকে তাকে নিভা কোনদিন আমল দেয়নি। মুহূর্তের আবিষ্ট অনুরাগ মুহূর্তেই শেষ হ'য়ে গেছে! প্রকাশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ পাতাবার তার কোন ইচ্ছেই ছিল না।

তবু আশ্চর্য, কিছুতে গৌরীর বর্তমান অবয়বিক পরিবর্তনের ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। অন্ততঃ গৌরীর সম্পর্কে প্রকাশকে কিছুতে

অস্বীকার ক'রতে পারে না নিভা। অমলের চেয়ে প্রকাশই এখন তার সত্তার অনেকখানি জুড়ে আছে। মাত্র একটি রাত্রের ঘটনায় তার মূল্য প্রকাশের কাছে যে ভাবে ধরা পড়েছে এতদিন একসঙ্গে বাস ক'রে অমলের কাছে তার সিকিও প্রতীত হয়নি। অমল শুধু আশ্রয়ই দিয়েছে, তার মনের কোন খবরই রাখেনি। অমল ভীরু, প্রকাশ দুঃসাহসিক। ভীরুতার আশ্রয়ে আর যাই পাক সে, নিজেকে ঠিক মতো খুঁজে পাবে না। ঘটনাবর্তে প'ড়ে হয়তো কোনদিন অমলকে দেহ দান অসম্ভব না হ'লেও মনটা নিভার আর কোথাও পড়ে থাকবে। তাকে পেতে গেলে দুর্দম সাহস আর প্রচণ্ড আবেগের দরকার।

অত সাহস কি অমলের আছে, না অত প্রাণ-প্রাচুর্য ?

তবে কি প্রকাশ ?

সমস্ত দেহটা নিভার অসাড় হ'য়ে যায়।

স্বৈরাচার আর মিথ্যাচারের ধিক্কারে চিঠিটা হাতে ক'রে কিছুক্ষণের জন্যে নিভা অনড় হ'য়ে যায়! ছি ছি, কোন্ মুখে আজও সে এখানে টিকে আছে! লজ্জা-সরম নেই ? স্বৈরিণী !

এখন এসব কথা ভাবাও তার পক্ষে পাপ !···

একদিন দুপুরবেলা অমলকে খেতে দিয়ে অদূরে ব'সে নিভা কথাটা তুললে।

সারদা দেবী মারা যাবার পর অমলের সামনে এত সঙ্কোচ বোধ হয় নিভা আর কোনদিন বোধ করেনি।

সম্বন্ধটা তাদের হঠাৎ যেন বড় দূর হ'য়ে গেছে।

সাড়া পেয়ে অমল মুখ তুলে চাইলে।

নিভা মাথা নীচু ক'রে বললে, আমি কোলকাতায় ফিরে যাব।

শুনে অমল কি ভাবলে কে জানে, মাথা নীচু ক'রে খাওয়ায় মন দিলে নিঃশব্দে।

এবার নিভা মাথা তুলে স্পষ্ট ক'রে বললে, দেশে যাব ভাবছি।

অমল সাড়া দিলে না, তেমনি মাথা নীচু ক'রে খেতে লাগল।

কোন উত্তর পাবার আশায় নিভা দেশে যাবার কথাটা তোলে নি, তাই অমলের নীরবতায় সে মনে মনে খুসী হ'ল। তার দেশে ফিরে যাবার সংকল্পের কথা শুনে অমল যে অমনিই চুপ ক'রে থাকবে, তা মনে-মনে না বুঝলে নিভা হয়তো কথাটা তুলতো না।

যাবার মন ক'রলে যেতে কতক্ষণ!

নিভা আবার বললে, আমি দেশে যাব।

এতক্ষণে অমল জবাব দিলে, কেন? হঠাৎ!

নিভা বললে, হঠাৎ মানে! আরো কতদিন এখানে থাকবো? এসেচি তো অনেকদিন—

অমল আমতা-আমতা ক'রে বললে, কিন্তু—তাতে কি!

নিজের মনে নিভা হাসে। মুখে বললে, কিছু না। এক জায়গায় এতদিন কি ভাল লাগে!

কেমন অদ্ভুত এক ধরণের মুখ ক'রে অমল নিভার মুখের দিকে চাইলে। এতদিন পরে নিভার আজ এ কথার অর্থ কি? এখানে তাহ'লে সে এসেছিল কি করতে?

কি মনে হয় নিভার।

বোধ হয় নিজের দিক থেকে কথাটা পরিষ্কার ক'রতে বললে, তা ছাড়া আর ভাল দেখায় না! আমি দেশে ফিরে যাব এবার।

নিভা লক্ষ্য ক'রলে দেখতে পেত, ইঙ্গিতটা অমল ঠিকই বুঝেছে। মুখটা তার এতটুকু হ'য়ে গেছে। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কি সে?

গম্ভীর গলায় অন্যমনস্কের মতো অমল বললে, কবে যাবে?

নিভা বললে, আপনি যেদিন বলবেন।

সম্বোধনের তারতম্যে অমল চমকে ওঠে।

হঠাৎ এমন একটা সংকল্পকে এভাবে মানিয়ে নেওয়ার অর্থ কি!

সত্যিকারের কি চায় ঐ মেয়েটি? কি এমন অসুবিধা ওর হচ্ছে এখানে? এর চেয়ে ভাল আশ্রয় কি ও আর কোথাও পাবে?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে অমল বললে, আপনার যেদিন সুবিধে!

অমলের উত্তরটা ঠিক এভাবে নিভা আশা করেনি। বিষয়টা যে এমন গুরুতর রূপ নেবে তাও সে ধারণা করেনি। এ যেন গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।

নিজের কথার মর্যাদা রাখতে নিভা বললে, আমার তো সুবিধে রোজই। কি আর এমন রাজকার্য করচি এখানে!

আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে অমল বললে, আচ্ছা!

নিভা চুপটি ক'রে ব'সে থাকে কিছুক্ষণ। বোধ হয় আত্মপ্রবঞ্চনার ফল এই। ঠিকই ব্যবহার ক'রেছে অমল! কি শুনতে চেয়েছিল সে অমলের মুখে—তুমি যেয়ো না, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না! তুমি আমার হও! ইত্যাদি।

নিজে যেন নিজের একটা সর্বনাশ নিভা ডেকে আনলে। এখানে থাকার যেটুকু মুখ ছিল তাও নষ্ট হ'লো। অন্নদাতার অনুমতি পেয়েও এখন না-যাওয়াটা দৃষ্টিকটু, অমার্জনীয়। গায়ে-পড়া।

এরপর অমলের সামনে বেরুতে নিভা কুণ্ঠিত বোধ করে। দিনস্থির না করা পর্যন্ত মনস্থির ক'রতে পারে না। লোকটার ওপর কেমন-এক-রকম বিদ্বেষ বোধ করে, শুয়ে-ব'সে স্বস্তি পায় না। এই কি তার মূল্য—সে মুখে যাব বললে আর উনি অমনি মত দিলেন! কোথায়, কার কাছে যাবে, একবার জিজ্ঞেসও করলে না!

না, দুনিয়ায় কেউ তাকে চায় না। তারও পক্ষে কারো মুখ চাওয়া অন্যায়। মনের মধ্যে ভীরু আশা পোষণ করা অপরাধ, অপমানের নামান্তর।

তোরঙ্গ গোছাতে গোছাতে অনেক কথা নিভার মনে হয়।

নিজের মনে নিজের কোন হদিশ পায় না—কেন সে যেতে চাইলে, আর কোথায় সে যাবে? এ যেন আর এক কলঙ্ক নিয়ে ফিরে যাওয়া।

এখানেও জায়গা হ'লো না।

সারদা দেবীর জন্যে চোখের জল ফেলে নিভা।

তিনি বেঁচে থাকলে তাকে কখনোই ছাড়তেন না।

কপাল মন্দ, তাই তিনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

ক'দিন ধ'রে বাক্স গুছিয়ে আবার তাকে এলোমেলো ক'রে দিলে নিভা।

না, সে যাবে না।

কেন যাবে?

তার খুশী সে এখানে আজীবন থাকবে।

মৃত্যুকালে সারদা দেবীর অনুমতি সে পেয়েছিল। তাঁর ইচ্ছেকে অমল অমর্যাদা ক'রতে পারে না! তাকে অপমান ক'রেছে ব'লে মাকে অমান্য অমল ক'রতে পারে না! তাছাড়া সত্যিকারের যাবার ইচ্ছে নিভার নেই। দেশে কারো জন্যে তার মন প'ড়ে নেই। ঘটা ক'রে যাবার জন্যে সে দুঃখু নিয়ে দেশ থেকে চ'লে আসে নি।···

কোথাও কিছু নেই, মাঝে একদিন হঠাৎ শীতের আকাশ ঘোলা হ'য়ে বৃষ্টি নামলো। প্রচণ্ড বৃষ্টি।

শীতকালে ঠিক এই ধরণের বৃষ্টি বাঙলা দেশে কখনো হ'য়েছে বলে নিভার মনে পড়ে না। আরো আশ্চর্য, সঙ্গে শিলাপাতও হ'য়েছিল! ঠিক যেন কালবৈশাখী।

হঠাৎ, কয়েক ঘণ্টা মাত্র, কিন্তু তাতেই শীতটা আরো বেশী ক'রে পড়ল। বিকেলের পর থেকে হাত-পা আর বা'র করা যাচ্ছিল না। বুকের ভেতরটা গুর গুর করছিল। অদ্ভুত শীত কন্‌কনে।

নিভা বেলাবেলি রান্নাবাড়ার পাট চুকিয়ে ফেলেছে।

সরবতীয়াও অনেকক্ষণ তার বাসায় ফিরে গেছে।

সবে সন্ধ্যে হ'লো।

মেজের ওপর কম্বল বিছিয়ে ব'সে থাকতে থাকতে নিভার মনে হয়, এভাবে নিজেকে এখনো কষ্ট নিয়ে লাভ কি! আজ বাদে কাল যখন সে

থাকবে না, তখন তার এইভাবে প্রতীক্ষা করার কথাটা কি অমল কোনদিন মনে ক'রবে ? তা হ'লে এমনি শীতে, এমনি ভয়-ভাবনায়, আতঙ্কে অপেক্ষা ক'রে লাভ ?

সামনে নিজের ছায়াটা দেখে নিভা আরো যেন ভয় পায়। একটা অশরীরী আশা যেন উদ্বন্ধনে বিকৃত হ'য়ে আছে। তার চাদর-মুড়ি মূর্তিটা দেওয়াল-গায়ে প্রতিফলিত হ'য়ে আছে।

নিভা উঠে দাঁড়াল।

হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বাইরে ঘুরে এল।

আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটেছে, ছেলে-ভুলোন ছড়ার মতো, আকাশ-মাটিতে সখ্য স্থাপন হ'য়েছে। কে বলবে কয়েক ঘণ্টা আগে অমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড ঘটে গেছে। শিলাবৃষ্টি আর বাতাস মাটিকে চষে ফেলেছে।

অকারণে বুকের ভেতরটা নিভার মোচড় দিয়ে ওঠে।

কোন পথই আর দেখা যায় না।

যাব না ব'লে ব'সে থাকাটা কেমন বিসদৃশ।

আর একদিন যদি এ-সম্বন্ধে অমলের সঙ্গে কথা হতো !

কি জানি কেন নিভা আজ আর বেশীক্ষণ অমলের জন্যে অপেক্ষা ক'রলে না।

নিজে খেয়ে নিয়ে অমলের খাবার চাপা দিয়ে নিজের ঘরে চ'লে গেল। আরো আশ্চর্য, শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কখন যে সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। সারদা দেবীর মৃত্যুর পর এমন নিশ্চিন্ত গাঢ় নিদ্রা নিভার বোধ হয় সেই প্রথম।

নিভার ঘুম ভাঙল সমস্ত চেতনার বিমূঢ়তায়।

একি অসম্ভব, অভাবনীয় ব্যাপার! সারা দেহ নিভার অসাড় হ'য়ে গেছে, বুকের ওপর যেন পাথর চেপে আছে। কণ্ঠতালু শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে! নিজের বক্ষস্পন্দন নিজেই শুনতে পাচ্ছে নিভা—ঢিপ্, ঢিপ্, ঢিপ্! চোখের ওপর অন্ধকার চিক্-চিক্ করছে।

নড়বার আর কোন ক্ষমতা নেই নিভার। একটা ভীম অজগর যেন তার দেহটা দ্রুত গ্রাস ক'রে ফেলছে। এখন শান্ত হ'য়ে শেষ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। বোঝা যায় সর্বনাশ, তবু করবার কিছু নেই।

চোখ খুলে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে নিভা রুদ্ধকণ্ঠে বললে, একি করলে?

অন্ধকারে ত্রস্ত পায়ের শব্দ শোনা যায়।

নির্বাক, বিমূঢ় নিভা বিছানার ওপর উঠে ব'সে বাইরে শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে ভোরের তারার প্রতীক্ষা করলে।

কে বলে সর্বনাশ? নব জন্মও তো হতে পারে!

কিন্তু সফল প্রত্যাশায় এত বেদনা, বিদ্বেষ-ঘৃণা কেন? এত অস্থির অস্বস্তি কেন?…

পরের দিন সকালে অমল যথারীতি সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সহরের দিকে চ'লে গেল।

নিভা তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে কল-ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

মাত্র একটি রাতের ব্যবধানে কত যেন ওলোট-পালোট হ'য়ে গেছে। কি দুর্যোগ গত রাত্রে ঘটে গেছে! বাড়িটার চারিদিকে এত ঝরা শালপাতা জড় হয়েছে, এত ভাঙা ডাল-পালা এসে পড়েছে যেন বিক্ষুব্ধ প্রকৃতির সব আক্রোশটা এই নির্জন বাসস্থানকে লক্ষ্য ক'রে বর্ষিত হয়েছে।

আর আশ্চর্য, বাইরে এত কাণ্ড নিভা আদৌ টের পায়নি। কেবল সেই—

পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত নিভার খাড়া হ'য়ে ওঠে।

না, না, কোন আনন্দ পুলক নয়, নিদারুণ ভয়! কাল রাতে সে-সময় প্রকৃতি উন্মাদ হ'য়ে গেল না কেন? আবার দুর্যোগ আরম্ভ হ'লো না কেন?

কোন মতে স্নান-আহার ক'রে সারাদিনটা নিভা একভাবে কাটিয়ে দিলে। সরবতীয়া কয়েকবার নিভাকে লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলে, তবিয়েৎ আচ্ছি নেই? কেয়া!

নিভা উত্তর করলে না।

নিজের মনে সংসারের কাজকর্ম করতে লাগল। তা ছাড়া বলবারও যেন তার কিছু নেই।

শরীর তার ঠিক-ই আছে।

তবু সরবতীয়া ছাড়ে না।

পরিচয়ের হৃদ্যতায় নিভার গায়ে হাত দিয়ে বলে, নেহি, কুছ নেই! জাড় যাস্তি, ইস্‌সে—

হঠাৎ সরবতীয়ার নজরে পড়ে, নিভার চোখের কোলে জল, মুখটা অস্বাভাবিক থম্‌থমে।

অবাক বিস্ময়ে পরিচারিকা নিভার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

গায়ে হাত দিয়ে পরখ করা তার উচিত হয়নি?

শুধু শুধু মানুষ কাঁদে কি?

কে জানে কি ব্যাপার!

রাত দশটায় কোলকাতা মুখো বোম্বাই মেলে এলাহাবাদে পৌঁছে নিভা যেন দম ফেললে।

এতক্ষণ দমটা আটকে ছিল নিজের কাজের অগ্র-পশ্চাৎটা ভুলে থাকতে।

পালিয়ে বাঁচার কথাটাই তখন মনে হ'য়েছিল কেবল।

গাড়িটা বোধ হয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে।

এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নিলে হয়।

খাবার কথা মনে হ'তে মনটা কেমন বিস্বাদ বোধ করে।

না, খিদে-তেষ্টা তার নেই, তা ছাড়া অনেক হাঙ্গামা। একা-একা মেয়েছেলে এই রাতে কোথায় আহার অন্বেষণ করবে! যাক তবে।

জানালায় মুখ বাড়িয়ে ঢুলু-ঢুলু স্টেশনটা নিভা দেখে। হঠাৎ অমলের জন্যে ভাত কোলে ক'রে অপেক্ষা করার কথাটা মনে পড়ে।

পাহাড়ের নীচে অন্দরদেও'র বাড়িটা এতক্ষণে অসাড় হ'য়ে গেছে। অমল হয়তো এখনো টের পায় নি নিভা তার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এসেছে।

হয়তো রাত গভীর হবার অপেক্ষায় নিঃশব্দে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।

এত শীতেও সমস্ত শরীরটা নিভার ঘর্মাক্ত হ'য়ে ওঠে।

চোখ মুখ ঝা-ঝা ক'রতে থাকে।

কে জানে একি ক'রলে সে!

এতদিন যাকে চাইতো তাকে পেয়ে এমনি ভাবে প্রত্যাখান করার কি মানে হয়!

কেন করলো?

জানালা থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে চোখ বুজিয়ে নিভা স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে। আর কোন চিন্তা করবার তার ক্ষমতাই নেই—যেন পাথর হ'য়ে গেছে।

কতক্ষণ ঠিক খেয়াল ছিল না, গাড়িটা নড়তে নিভা চোখ চাইলে। দেখলে, একটি সুবেশা, প্রৌঢ়া মহিলা কখন এসে তার সামনে বসেছে। বাঙালী-ই।

চোখাচোখি হ'তে মহিলাটি জিজ্ঞেস ক'রলে, কতদূর যাবেন?

কোলকাতায়। একটু বোধ হয় থতমত খেয়ে যায় নিভা।

মহিলাটি হাসিমুখে বললে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে!

নিভা খুব উৎসাহ বোধ করে না। একলা যেতে পারলেই যেন সে খুশী হ'তো। আর তার গন্তব্যের যদি কোন ঠিক না থাকতো! কোথায় যাবে কোলকাতায়?

খানিক্ষণ পরে মহিলাটি কি ভেবে জিজ্ঞেস করলে, কোথা থেকে আসচেন?

যেন প্রশ্নটা শুনতে পায় নি, অন্যমনস্কের ভাব করলে নিভা।

স্মিতমুখে মহিলাটি আবার জিজ্ঞেস করলে, কোথা থেকে আসচেন ?

নিম্ন স্বরে নিভা জবাব দিলে, অন্দরদেও, জব্বলপুর !

মহিলাটি বললে, ও। আত্মীয়ের বাড়ি বুঝি ?

হঠাৎ সহযাত্রিনীর এতটা আত্মীয়তা নিভার মনঃপূত হয় না। তেমনি আড়ষ্ট ভাবে নিভা জবাব দিলে, হ্যাঁ !

হাসি-খুশী মহিলাটি বললে, আমিও আসচি বোনের বাড়ি থেকে। বোনের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ করেছিল, দেখতে গিয়েছিলুম।

উত্তরে কি বলা উচিত নিভা ভেবে পায় না। কেমন যেন নিশ্চেষ্ট বোধ করে।

মহিলাটিই বললে, এখন ভালই আছে। আরো কিছুদিন থাকলে হ'তো, কিন্তু ওদিকে আবার ছুটি পাওয়া যাবে না।

মরা-চোখে চাওয়ার মতো নিভা নির্বাক।

কার সুখদুঃখ এখন কে দেখে !

মিথ্যে বাক্য-ব্যয়ে লাভ কি !

নিভাকে দেখে মহিলাটির কি মনে হ'য়েছিল কে জানে, যতক্ষণ না নিভার নাম-ধাম জেনে নিল ততক্ষণ নীরব হ'লো না। বার কয়েক সঙ্গে কেউ নেই ব'লে বিস্ময় প্রকাশ করলে, হয়তো কিছু রহস্য আন্দাজ করলে।

নিভা সম্ভব মতো নিজেকে ঢেকে রাখলে। সহযাত্রিনীর অহেতুক কৌতূহলে মনে মনে প্রমাদ গোণে—কে জানে কোন বিপদের মুখে পড়ল আবার !

নানা সংশয়-দ্বন্দ্ব, বিরক্তি আর অস্বস্তির মধ্যে বাকি রাত কেটে গেলেও সঙ্গিনীর সাহচর্যটা সকালের দিকে নিভার মন্দ লাগল না।

অল্পে অল্পে মানুষটার সম্বন্ধে ধারণা তার বদলাতে থাকে।

একসময় সঙ্গিনীর দেওয়া চা-খাবার সঙ্কোচ ভরে হাত পেতে নিয়ে কি যেন খুঁজতে চায় নিভা মহিলাটির মুখে।

নিজের মনে কেমন বিস্ময় বোধ করে। গত রাতে ঐ মুখে কত না দুরভিসন্ধির রেখাপাত দেখতে পেয়েছিল সে! গায়ে-পড়া আত্মীয়তার কত না কদর্থ করেছিল মনে মনে।

তারই অনুরোধে এখন চা-খাবারটা হাত পেতে নিতে নিভার সঙ্কোচের চেয়ে লজ্জাই হয় বেশী। ছি, ছি।

লক্ষ্য ক'রে মহিলাটি বললে, ওকি, খাচ্চেন না যে! কি হ'লো?

নিভা হাসবার চেষ্টা করে।

তার কি হ'লো, সে-ই কি জানে যে জবাব দেবে।

যাকে সারাক্ষণ এত পর ভেবে এসেছে, দূরে রাখতে চেষ্টা করেছে—সে-ই তাকে কোন হিসেবে এত আপনার ভাবে! কুড়িয়ে পাওয়া সৌজন্যে এত চিত্ত-বিক্ষেপ কেন? আশ্চর্য মানুষের মন!

আত্মীয়তার স্পর্শে নিভার হাতটা কাঁপতে থাকে।

একবার নয়, বার তিনেক মহিলাটি নিভাকে নিজের আহার্যের অংশ দিলে।

প্রতিবারই নিভা নিমরাজী হ'লো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আতিথ্য স্বীকার করলে। আর বার বারই চলন্ত গাড়ির স্তিমিত প্রকোষ্ঠে অপরিচিতা

মহিলার উপস্থিতিতে সে যে ভয়ে কণ্টকিত হ'য়েছিল, তা মনের কোণে উঁকি দেয়। কত কুৎসিৎ মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা স্থান-কাল বিশেষে! ছি, ছি, এতক্ষণ উনি যদি নিভার নগ্ন-মনের রূপটা দেখতে পেতেন!

দুপুরের দিকে গাড়িটা বাঙলাদেশের মাঠ-ঘাট-পথ মাড়াতে নিভার মনটা কেমন যেন হু-হু ক'রে ওঠে।

আর কিছুক্ষণ পরে সব অবলম্বন যেন শেষ হ'য়ে যাবে—অতিক্রান্ত পথের ডোর ছিন্ন হ'বে। গাড়ির কয়লা-বাষ্প ফুরোন'র সঙ্গে সঙ্গে তারও হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে!

নিভা একান্ত মনে কামনা করে এ গাড়ির চলার যেন শেষ না হয়! রাত্রি-দিনের সমস্ত ব্যবধান ঘুচে যায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার আর না উদ্রেক হয়—এমনি মুখ বাড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে সে বাইরের চলমান দৃশ্য জীবনভোর দেখুক! স্বাদ-বর্ণ-হীন দৃশ্য কেবল!

তবু নিজের কাজের কোন যুক্তি খুঁজে পায় না নিভা।

চেয়ে পেয়ে এমনি ভাবে ফেলে দিল কেন সে?

সত্যিকারের আপত্তি তার কোথায়? নারী জীবনের অমন সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে এমন অবহেলা ক'রলে কেন সে? চাওয়া-পাওয়ায় দ্বন্দ্ব যখন মিটে গেল তখন আবার কিসের দ্বন্দ্ব তার মনকে আশ্রয় ক'রলে?

চায়নি কি সে অমলের ঘরণী হ'তে? প্রবাসিনী হ'য়ে স্বদেশের সমস্ত জ্বালা ভুলতে?

কে জানে কি, নিজেকে নিভা যেন আর চিনতে পারে না। কি খেয়ালে

হঠাৎ সব ওলোট-পালোট ক'রে দিলে! মনটাও। পিছন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সামনে সে কোথায় দৃষ্টি রাখবে? সে কি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লো?

বেলা বারটায় হাওড়া স্টেশনে গাড়ি পৌঁছতে কুলির মাথায় নিজের জিনিসপত্তর চাপিয়ে দিয়ে মহিলাটি নামতে গিয়ে নিভাকে তখনো নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলে কি, নামবে না?

চিত্রার্পিত নিভা চমকে ওঠে।

হঠাৎ মনে হয় একটা অতি-পরিচিত স্বর তাকে আহ্বান করছে। নিভা কিছু না ব'লে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মহিলাটির মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মহিলার কণ্ঠে উদ্বেগ প্রকাশ প্রায়ঃ কি, নামবে না? এসে গেচি যে!

নিভা বললে, কোথায়?

মহিলাটির কি মনে হয়, ইঙ্গিতে কুলীকে অপেক্ষা করতে ব'লে নিভার কাছে এসে হাত ধরলেঃ এসো, এসো—কই তোমার জিনিসপত্তর?

যন্ত্রচালিতের মতো নিভা উঠল।

মহিলাটি এদিক ওদিক উঁকি দিয়ে দেখলে, কোথায় কি—জিনিসপত্রের কোন বালাই নেই নিভারানীর।

হাত ধ'রে গাড়ি থেকে নামিয়ে সঙ্গিনী পরম স্নেহভরে জিজ্ঞেস ক'রলে, ব্যাপার কি? অমন ক'রে ছিলে কেন? নামবার কথা ভুলে গেছলে নাকি?

হয়তো তাই—ভুল!

আগাগোড়াই তার ভুল।

মহিলাটি বললে, বলো কোথায় যাবে? তোমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি বাসায় যাব!

নিভা কোন উত্তর করে না।

মহিলাটি ব্যগ্র হ'য়ে বললে, কি! চুপ ক'রে আছ কেন, বলো কোথায় যাবে?

প্ল্যাটফরমের মাঝখানে নিভা হাত-পা হারিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আকাশ-পাতাল ভেবে পায় না, তার এখন যাবার জায়গা কোথায়। কোন মুখে এখন কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে! নিজের হাতে সব দরজারই তো সে বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

মহিলাটি নিভার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভেবে নিল মুহূর্তের জন্যে, তার পর অস্ফুটে বললে, এসো আমার সঙ্গে।

হঠাৎ যেন নিভার খেয়াল হয়, নিজেকে এভাবে প্রকাশ করাটা ঠিক হয় নি।

কিছু না হোক অন্ততঃ একবার রেণুকাকীমার ওখানে গিয়ে দেখলে পারতো।

তার জন্যে না হোক রেণুকাকীমার নিজের প্রয়োজনে সেখানে সে আশ্রয় পেতো।

মহিলাটি হাত ধ'রে বললে, ভয় কি, আমি তোমার বড় বোনের মতো, আমার কাছে লজ্জা কি! চলো, আমার ওখানে—

নিভা আপত্তি জানালে, না, আমি ঠিক যেতে পারবো, আপনি যান। কোলকাতায় আমার কাকার বাড়ি আছে। সেখানেই—

মহিলাটি হেসে বললে, সে তো আমি অস্বীকার করছি না ভাই, কিন্তু সেখানে যে তোমার যেতে আপত্তি সব চেয়ে বেশী!

ধরা প'ড়ে নিভা আরো বিবর্ণ হ'য়ে যায়। চোখ দু'টো তার ছল ছল ক'রে ওঠে। অস্ফুটে বলে, কিন্তু আমার পরিচয়—

মহিলাটি শব্দ ক'রে হেসে উঠল: সে আমি বুঝবো—তুমি এসো তো এখন!

কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে নিভা শুষ্ক কণ্ঠে বলে, আমি পতিতা, আমি নিন্দিতা, ঘৃণিতা!

হাতে টান দিয়ে মহিলাটি তেমনি সহাস্যে বললে, আমি জানি। এসো তো আমার সঙ্গে। কুলীটা আবার এগিয়ে গেল—এসো, এসো!

নিভা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, মহিলাটি থামিয়ে দিয়ে বললে, বাসায় গিয়ে শুনবো। চলো।

মন্ত্রপূতের মতো নিভা মহিলাটির পাশে পাশে হেঁটে এসে ফিটন গাড়িতে মুখোমুখি বসল।

নিজের সম্বন্ধে তার আর কিছু করবার বা ভাববার যেন নেই। সারা পথ নিভা বার বার চোখ তুলে চোখ নামিয়ে নিলে। মনে হ'লো, এই ভাল —ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন।

সমস্ত লজ্জা, সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত ভয় কাটিয়ে উঠে হঠাৎ নিভা অবনত হ'য়ে মহিলাটির পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। মহিলাটি হাত ধ'রে তুলে নিভার চিবুক স্পর্শ ক'রে বললে, থাক্, থাক্, কি পাগ্‌লামি হ'চ্চে!

নিভার দুই গণ্ড বেয়ে কখন দু'ফোটা অশ্রু ঝরে পড়ল। ফিরে আসার

গুমরে-ওঠা গ্লানিটা কাটে কিনা কে জানে—কৃতজ্ঞতা না বেদনার অভিব্যক্তি তা?

ট্রেনের পরিচিতা ডাক্তার মিসেস সেনের বাসা ভবানীপুরে।

রাস্তার নামটা আজ আর মনে পড়ে না নিভার—কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কাছাকাছি কোথায় যেন। তিনচার কামরার একতলা বাসাটা আজো মনের কোণে স্পষ্ট কিন্তু। পরিচ্ছন্ন সংসার, স্বামী-স্ত্রী আর একটি ন'দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ছোট্ট পরিবার অমিয়াদির। ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী অমিয়াদি, রাতদিন নাইবার-খাবার সময় পায় না। অমিয়াদির স্বামীও এম.বি. ডাক্তার, কিন্তু তিনি কোন প্র্যাকটিশ করেন না, কোন এক দেশী ওষুধের কারখানার ম্যানেজার। স্বচ্ছল সংসার, নির্ঝঞ্ঝাট। বুলা মেয়েটিও কি সভ্য, কুড়িয়ে-আনা পথের একটা মেয়েকে মাসী ব'লে কাছে আসতে তার এতটুকু বাধেনি। এতদিনে তাদের সংসারে প্রবাসিনী মাসী যেন দয়া ক'রে বাস ক'রতে এসেছে। মায়ের সম্মান বুলা নিভাকে দিতো। প্রথম প্রথম কিছুটা আড়ষ্ট বোধ করলেও বুলার আগ্রহাতিশয্যে নিভাকে একরকম তার সাথী হ'তে হ'য়েছিল। অমিয়াদিও বোধ হয় তাই চেয়েছিলেন।

মাসখানেক পরে একদিন খাবার টেবিলে অমিয়াদির স্বামী বললেন, তোমার বোনের একটা ব্যবস্থার কথা ভেবেচো কি? এখন ওর ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না-হয় তা আমাদের দেখা উচিত।

অমিয়াদি বললেন, ক'দিন আমিও তাই ভাবচি—ওর একটা ব্যবস্থা ক'রতে হয়!

নিভা চুপ। এঁরা কি ব্যবস্থার কথা বলছেন কে জানে।

মনে মনে সে শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে।

বুলার মাসী হ'য়ে এদের সংসার দেখা ছাড়া আর কি ব্যবস্থা তার পক্ষে উপযুক্ত এঁরা বিবেচনা করেন!

খানিক চুপ ক'রে থেকে অমিয়াদি বললেন, ভাবচি নার্সিং পড়লে কেমন হয়! তবু নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার একটা স্বযোগ পাবে—

অমিয়াদির স্বামী বিমলবাবু সায় দিলেন, খুবই ভাল। তবে একটু লেখাপড়া না-জানলে স্ববিধে হবে না।

স্বামীর কথার উত্তরে অমিয়াদি নিভার দিকে চেয়েছিলেন।

অর্থাৎ চলনসই লেখাপড়া কি আর নিভা না জানে!

কিন্তু না, নিভা মাথা নিচু ক'রে ছিল।

তারপর ওঁদের নির্দেশে বুলার বইপত্তর নিয়ে নিভা নতুন ক'রে পড়াশোনা স্বরু ক'রলে। অল্পদিনে মোটামুটি ইংরেজী, বাংলা লিখতে, পড়তে সে শিখে গেল। তার জন্যে আলাদা শিক্ষয়িত্রী অমিয়াদি নিযুক্ত করেছিলেন।

দেখে-শুনে যথাসময়ে অমিয়াদি তাকে নার্সিং শিখতে একটা হাস-পাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিলেন।

সামান্য হাত খরচে প্রথম প্রথম চাকরির নামে শিক্ষাটা অবশ্য নিভার মন্দ লাগেনি।

এ বাড়ির সবাই খেটে খায়, সবাই স্বাবলম্বী। বোঝা ব'লেও আর নিজেকে মনে হ'তো না নিভার।

কিন্তু শিক্ষানবিশী নার্স হিসাবে মার্কামারা পোষাকটা তার মোটে পছন্দ হ'তো না।

নেড়া-নেড়া হাত, স্থির দৃষ্টি, ভোঁতা-ভোঁতা মুখ যেন কাঠের পুতুল সে পটুয়াপাড়ার।

সমাজের একটা অবাঞ্ছিত জীবকে বিশেষ একটি পরিচ্ছদে নরলোকের চোখের সামনে সেবাধর্মের নামে তুলে ধরা হচ্ছে। কি লজ্জা!

কিন্তু কেন যে লজ্জা স্পষ্ট ক'রে নিভা জানে না।

আজকাল নামাবলি গায়ে দিয়েও বোধ হয় লোকে এত লজ্জা পায় না।

দু' তিন মাসের মধ্যেই কাজটার ওপর নিভার কেমন এক ধরনের বীতস্পৃহা আসে।

তার সঙ্গী হিসাবে যারা ঐ একই জীবিকার সূত্র গ্রহণ ক'রেছে তাদের সঙ্গও নিভার দু'একদিনে অসহ্য মনে হয়। বড় ছোট আর বড় হীনমনা সব। সাতকুলে কেউ নেই, তাই এখানে মরতে এসেছে! স্বাবলম্বী হ'তে গিয়ে জীবনটাকে যেন বিকৃত ক'রে ফেলেছে। এ জীবন তার নয়।

ক'মাস কাজ করার পর নিভার মনে হ'লো এর চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা সে আর নিজেকে কোনদিন করে নি।

একদিন সোজাসুজি বেঁকে বসল। অমিয়াদি লক্ষ্য ক'রে বললেন, কি নিভা, আজ হাসপাতালে যাবে না? নিভা চুপ ক'রে রইল।

অমিয়াদি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি হ'লো! শরীর ভাল তো?

তবুও নিভা উত্তর করলে না।

মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ভাবলেন অমিয়াদি তখন আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

কল থেকে ফিরে এসে উপদেশছলে তাকে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিলেন। তার মতো মেয়েদের ওছাড়া সম্মানের পথ আর নেই। বার বার গলগ্রহ হ'য়ে তো সে দেখেছে, কি ফল! আজ যেটা খারাপ লাগছে কাল সেটা তার পক্ষে নতুন জীবনের স্থচনা ক'রে দেবে—নিজেকে পরিপূর্ণ করার আনন্দ পাবে। নিজের কথা বললেন অমিয়াদি—

তিনিও নাকি অমন আত্মীয়-স্বজনহীনা ছিলেন, অনেক দুঃখ, কষ্টের মধ্যে দিয়ে এ-পথে এসে স্থখ পেয়েছেন। সামান্য নার্স হিসেবে তিনি ছিন্ন-ভিন্ন জীবনের স্থত্রকে জোড়া দিয়েছেন। গ্লানি কি তাঁর কম ছিল!

কি চায় সে? শুধু আশ্রয়! তা তিনি তাকে সারা জীবন দিতে পারবেন, কিন্তু তাতে লাভ কি—নিভার কতটুকু উপকার হবে? তা ছাড়া—

নিভা মাথা উঁচু ক'রে চেয়ে দেখে।

অমিয়াদি তার ভালর জন্যেই বলছেন। বোঝা নামাবার উপদেশ নয়, সত্যিকারের শুভেচ্ছার কথা।

আবার ক'দিন মন লাগিয়ে নিভা হাসপাতালে আসা-যাওয়া ক'রলে।

কিন্তু মন বসলো কই!

আবার যে-কে সেই।

নতুন জীবনে কিছুতে নিজেকে নিভা খাপ খাওয়াতে পারে না।

সব সময় কি-যেন পেয়ে-হারানোর আক্ষেপে মন তার ভার হ'য়ে থাকে।

অমিয়াদির আশ্রয় ত্যাগ না ক'রলে যেন তার সেই না-বোঝা দুঃখের শেষ হবে না।

এ এক জ্বালা, কাকে বোঝাবে সে!

কিন্তু যাবে কোথায়?

আবার সেই ফেলে-আসা আশ্রয়!

উপযাচিকার মতো নিজেকে সমর্পণ করবে?

কে জানে অমল যদি তার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে থাকে—ঘরে, বাইরে তার সম্বন্ধে কুৎসা রটনা হ'য়ে থাকে—তাকে অবিশ্বাস ক'রে থাকে!

না, না, কাল যা সম্ভব ছিল আজ তা একান্ত অসম্ভব, অশোভন, অশ্লীল।

অমিয়াদির কথাই ঠিক, এখন তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। নতুন ক'রে সব কিছু অর্জন করতে হবে—প্রেম, ভালবাসা, শান্তিসুখ।

আর কিছুদিন ধৈর্য ধ'রে সব ভুলে যদি সে উপস্থিত কাজটা শিখে নেয় তা হ'লে—

সারা রাত ডিউটি।

ভোরের দিকে ঘুম-চোখে বাড়ি ফিরে পোষাক পরিবর্তন ক'রতে ক'রতে চকিতে অনেক কথা মনে হয় নিভার। অনেকদিন পরে বহুপূর্বে দেখা স্বপ্নের বিষয়বস্তুর মতো—আগডমবাগডম! একসঙ্গে রেণুকাকীমা—

অমল—প্রকাশ—অমিয়াদি—মার্বেল রক্স—গৌরী—বর্তমান—ভূত—ভবিষ্যৎ ! .

যত ক্লান্তি তত আবোল-তাবোল চিন্তা।

স্নানের জন্যে চুলটা খুলে আয়নার কাছে এসে দাঁড়াতে নিজেকে যেন নিভা চিনতে পারে না।

এ কি মূর্তি হ'য়েছে তার ! রঙ অনেক কালো হ'য়ে গেছে, শ্রীও অনেক মুছেচে, কণ্ঠাস্থিতে বক্ষস্থল শিথিল হ'য়েছে।

আয়নার কাছ থেকে সরে আসে নিভা।

সভয়ে তার মনে হয়, তার আর কিছু নেই। যা ছিল সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, তার অজান্তে, অসাবধানে লুট হ'য়ে গেছে। শঠ, প্রবঞ্চকের হাতে সে পড়েছিল।

দলিত কুসুম ভ্রষ্ট হ'তে কতক্ষণ !

অবিন্যস্ত কেশভারে আঙুল চালাতে চালাতে মনে মনে নিভা কঠিন হ'য়ে ওঠে।

আর নয়, এবার ভাল ক'রে নার্সিং শিখে নিজের পথ ক'রে নিতে হবে। নিজের কলঙ্কর অতীতকে ভুলতে হবে।

আবার কিছুদিন মন দিয়ে ঝোঁকের মাথায় নিভা হাসপাতালের কাজকর্ম করতে লাগল। মন্ত্রের সাধন।

একে একে যখন সব মনে পড়ছে তখন এটাই বা না মনে পড়বে কেন! ভাল, মন্দ ব'লে নিভা কিছু লুকোবে না।

হ্যাঁ, মনটাকে দৃঢ় ক'রে তখন সবে সে শুরু করছে—নার্সের পোষাক প'রে গর্বিত পদক্ষেপে আসা-যাওয়া করছে।

হঠাৎ কখন শীত ফুরিয়ে হাসপাতালের সামনে দেবদারু গাছগুলোর সব পাতা ঝরে গেছে। শুকনো পাতায় হাসপাতালের প্রবেশপথ আকীর্ণ। পশ্চিম আকাশ রক্তবর্ণ।

দূর থেকে নিভা দেখেছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

মনকে সংযত করেছিল।

না, পুরোন সম্বন্ধে আর তার পরিচয় নয়। পরাশ্রিতা, পরভৃতা নিভা নয়। স্বাবলম্বিনী, স্বাধিকারিণী নিভারানী!

কড়া ইস্ত্রি করা মাথার স্কার্ফটা মুকুটশোভিনী।

প্রকাশ কিন্তু চিনেছিল।

যতই কঠিন হোক না কেন নিভার মুখের ব্যঞ্জনা।

সম্বোধন সে-ই করলে, একি, আপনি! বড়গিন্নী! তুমি?

ডাকামাত্র নিভার সমস্ত কাঠিন্য খসে পড়ল।

যেন এই ডাকের সে অপেক্ষা ক'রে আছে পশ্চিম থেকে পালিয়ে এসে।

যেন এই যোগিনী বেশ প্রকাশকে খুঁজে বার করবার জন্যে।

নিভা অতি পরিচয়ের হাসি হাসলে।

অনেককাল এমন মধুর হাসি সে হাসে নি।

থমকে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি এখানে! কি ব্যাপার?

প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে, এই হাসপাতালে আছো? আচ্ছা ডুব দিয়েচো!

নিভা বললে, আপনারা কি কম! বাঁচলুম কি মরলুম, কোন খোঁজ রেখেচেন? বিদেয় যখন হ'য়ে গেচি, তখন তার দরকার কি!

প্রকাশ কাঁচুমাচু হ'য়ে বললে, উপায় কিছু কি ছিল! ইচ্ছে থাকলেও মানুষ কি সব সময়—

নিভা বাধা দিয়ে বললে, থাক আর বলতে হবে না, বুঝেচি। কেন কতকগুলো মিথ্যে কথা বলচেন শুধু শুধু! বলুন এখন এখানে কেন?

অমন উচ্ছল মানুষটা মুহূর্তে কত নির্জীব হ'য়ে যায়।

প্রকাশ নিচু স্বরে বলে, হয়তো মিথ্যে শোনাবে আজ তোমার কাছে! কিন্তু কই, তুমি তো কিছু শোনাওনি এ পর্যন্ত! বুঝটা কি শুধু তোমার?

ঠিক এ সময় এভাবে এ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করা উচিত নয়।

তা ছাড়া আর প্রয়োজনই বা কি! নিভা কাজের কথায় আসে, হাসপাতালে কেউ এসেচেন নাকি আপনার?

প্রকাশ চেপে যায়।

যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই থাক, একজন নার্সের সঙ্গে এভাবে প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে আলাপ করাটা বোধ হয় দৃষ্টিকটু। কথার ঘায়ে হাসি-অশ্রু-অভিমানটা প্রকট হ'তে পারে।

তাতে নিভার ক্ষতিই বেশি। একে তো ঐ মার্কা তায়—

প্রকাশ বললে, গৌরী এসেছে!

ব্যগ্রকণ্ঠে নিভা জিজ্ঞেস করলে, কি হ'য়েচে?

প্রকাশ কুণ্ঠিত-লজ্জিত কণ্ঠে বললে, মেটারনিটী ওয়ার্ডে ভর্তি ক'রে দিয়েচি।

ও, দেখবো'খন। নিভা গট্ গট্ ক'রে সামনে এগিয়ে যায়।

প্রকাশ ঠিক বুঝতে পারে না নিভা হঠাৎ এভাবে আলাপের ছেদ টানলে কেন।

আর একটু ধীরে সুস্থে বিদায় নিলে কি হ'তো!

পিছন থেকে প্রকাশ চেঁচিয়ে বললে, ওয়ার্ড নম্বর বি—বেড নম্বর চুয়ান্ন।

নিভা ততক্ষণ হাসপাতালের কম্পাউণ্ড পেরিয়ে মেন বিল্ডিং-এর চত্বরে উঠে পড়েছে।

দূর থেকে প্রকাশ দেখলে, নিভার মুখটা থম্‌থম ক'রছে, মাথার দুগ্ধ-শুভ্র রুমালটা ছোবলমারার পূর্বমুহূর্তে ভুজঙ্গীর ফণার মতো স্থির, অচঞ্চল।

প্রকাশ শিউরে ওঠে।

নিভাকে আর বোঝা যায় না। কয়েক বছরে যেন অনেক দূরে সরে গেছে ও।

ঘণ্টা দুই পরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বোধ হয় ওরই কথা ভাবতে ভাবতে বাস স্টপের কাছে এসে সবে দাঁড়িয়েছে প্রকাশ, পাশ থেকে সপ্রতিভ কণ্ঠে সম্বোধন শুনে চমকে উঠল : কোন দিকে যাবেন?

চেয়ে দেখে নিভা মিটি মিটি হাসছে।

একটু অবাক হয় বৈকি প্রকাশ, খানিকক্ষণ আগে নিভার যে মূর্তি দেখেছে তার সঙ্গে এর সামঞ্জস্য নেই। আশ্চর্য রহস্যময়ী!

প্রকাশ মুখে বললে, কেন, বাড়ি যাব—দক্ষিণ মুখো!

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে নিভা এদিক-ওদিক চেয়ে ললিত কণ্ঠে বললে, আমাকে সঙ্গে নেবেন? চলুন আপনার সঙ্গে যাই।

রাস্তার আবছা আলো-আঁধারে প্রকাশ চেয়ে দেখলে নিভার চোখ দুটো বড় উজ্জল হ'য়ে উঠেছে।

বাসে ভিড়ে কোন কথা হ'লো না।

তা ছাড়া কথা কইবার কোন অবকাশই নিভা দেয় নি।

এ যেন কাঁচপোকার তেলাপোকা ধরার মতো।

যত না সঙ্কোচ তার চেয়ে বেশি সন্ত্রস্ততা।

বুক ঢিপ্ ঢিপ্।

পথে প্রকাশও জিজ্ঞেস ক'রতে পারলে না, হঠাৎ তুমি আমার সঙ্গ নিলে কেন!

কে জানে কিছুক্ষণ আগে হাসপাতাল গেটে হঠাৎ নিভার দেখা পেয়ে প্রকাশ ঠিক এমনটা আশা ক'রেছিল কি না!

খুশী সে কম হয়নি নিভার সান্নিধ্য লাভে।

পরাশ্রয়ে অবগুণ্ঠিতা, কুণ্ঠিতা নিভা আর স্বাধীনা, স্বাবলম্বিনী নিভা দু'য়ের মধ্যে রহস্যের তফাৎ অনেকখানি।

রুদ্ধ স্রোতের চেয়ে উচ্ছল গতির আকর্ষণ অনেক বেশি।

মেয়েটাকে আবার যেন নতুন ক'রে চিনতে হয়।

ভিড়ের চাপে বাসের হ্যাণ্ডেল ধ'রে মাঝে-মাঝে প্রকাশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, এতটুকু জড়তা নেই আজ নিভার হাবভাবে, রজনীগন্ধার মতো সুঠাম, ঋজু ভঙ্গি। নিরাভরণ হাত দু'টি স্বচ্ছন্দে কোলের ওপর ফেলা, মাথায় সেবাধর্মের বৈজয়ন্তী মুকুট শোভা।

অপরূপ নিভা আজ!

বাস থেকে নেমে খানিকটা একসঙ্গে এসে নিভা অনুযোগ ক'রলে, আপনি যে হাঁটতেই পারচেন না! কেবল পিছিয়ে পড়চেন!

প্রকাশ থতমত খেয়ে পা ঘ'স্রে তাল ঠিক ক'রে নীরবে হাঁটতে থাকে। নিভা আজ তাকে অপ্রস্তুত না-ক'রে ছাড়বে না।

কিন্তু কেন?

বাসায় পৌঁছে প্রকাশকে আর অভ্যর্থনা ক'রতে হয় না।

নিভা নিজে থেকে জুতো জোড়াটা এক জায়গায় খুলে রেখে উৎসুক আগ্রহে এ-ঘর ও-ঘর ক'রে বেড়ায়।

যেন উঠে আসবে ব'লে নতুন বাসা-বাড়ি দেখতে এসেছে।

কোন্‌টা শোবার ঘর, কোন্‌টা বসবার ঘর, কোন্‌টা কলতলা, কোন্‌টা ঘুঁটে-কয়লার ঘর ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন সে এক নিঃশ্বাসে করে।

যথাযথ উত্তর হয়তো প্রকাশ দিতে পারে না।

কিন্তু প্রশ্নকারিণীর আগ্রহের শেষ থাকে না।

প্রকাশদের গৃহস্থালী নিভার খুব যে মনে ধ'রেছে এমনটা মনে হয় না।

বার কয়েক নিজেকে শুনিয়েই সে বললে, ঘরদোরের কি ছিরি ক'রে রেখেচেন! শোবার ঘরে যত রাজ্যের জিনিষ! পা ফেলবার জায়গা নেই!

শালী সম্বন্ধে প্রকাশ একটু কৌতুক ক'রতে চেষ্টা করে, একলার পা আর কতখানি জায়গা দখল ক'রবে? এতো আর বামনের ত্রিপাদ নয়—

রাগত নিভা বললে, পুরুষগুলোই অমনি নোঙরা, মাগো!

প্রকাশ হাসতে হাসতে বললে, কত পুরুষই যেন দেখেচো!

তেমনি রাগ দেখিয়ে নিভা বললে, দেখিনি-ই তো! আপনার মত কেউ নয়! হাত-পা যেন নেই!

প্রকাশ হাসতে থাকে: তোমার তো আছে!

নিভা আর কোন কথার অপেক্ষা রাখে না।

হাসপাতালের পোষাক বদলে ফেলে সুগৃহিণীর কর্তব্যনিষ্ঠায় প্রকাশের ঘর গুছাতে লেগে যায়।

দৃঢ়হাতে সম্মার্জনী ধ'রে আবর্জনা পরিষ্কার করে।

বাধা দিতে প্রকাশের সাহস হয় না।

কি বলতে আবার কি বলবে!

প্রকাশের লব্ধ ভাবটা লক্ষ্য ক'রে নিভা কাজের ফাঁকে বার কয়েক চোখ ঘুরিয়ে বললে, কি দেখচেন অমন ক'রে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো খেতে ভাল লাগে? সরুন বলচি—

প্রকাশ সরে না, মোহ আবিলতায় নিভাকে দেখে।

সে-দৃষ্টি বোধ হয় নিভার এড়ায় না।

ঘর-দোর পরিষ্কার ক'রে নিভা বললে, যেমন গৌরী তেমনি আপনি, নোঙরার গাছ! কি হ'য়েছিল সব, চিম্‌টি কাটলে ময়লা ওঠে!

প্রকাশ কৌতুক ক'রে বললে, তুমি আসবে ব'লে।

নিভা ফোঁস ক'রে উঠলো, যত জঞ্জাল পরিষ্কার করার বেলায় আমি! কেন!

কপট ক্রোধ ততোধিক কপটতায় শান্ত ক'রতে প্রকাশ বললে, ভাল কথায় মেয়ের এত রাগ! যে এখন দেখবে সে-ই স্বীকার করবে, তুমি না হ'লে এমনটা সম্ভব হ'তো না। সাত দিন গৌরী নেই, দেখলে তো কি অবস্থা হ'য়েছিল! আমারই গা ঘিন্‌-ঘিন্‌ করতো!

ইস্‌-স্‌! চোখের কোণে কুটিল হাসি ফুটিয়ে নিভা তোরঙ্গগুলো খাটের তলায় ঠেলে দেয়।

হঠাৎ প্রকাশের মনে হয়, এইখেনেই নিভাকে যেন মানায় বেশি! নিজের পায়ে দাঁড়াবার যতই চেষ্টা সে করুক না কেন।

ঘরগুছান সারা হ'লে নিভা জিজ্ঞেস করলে, খাওয়া-দাওয়া! তার ব্যবস্থা কি?

প্রকাশ বললে, যত্রতত্র!

কথাটা ঠিক যেন বোধগম্য হয় না।

নিভা উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করলে, তার মানে? খাওয়া-দাওয়া বন্ধ না কি!

প্রকাশ হেসে বললে, না, সুবিধে মতো হোটেল-ফোটেলে চালিয়ে নিই! তুমি না এলে এতক্ষণে—

নিভা আর বলতে দিলে না। বললে, থাক্‌ খুব হ'য়েচে! সাধে রাগ

ধরে, এমন পাতা সংসার থাকতে উনি হোটেলে খেয়ে বেড়াচ্চেন! ঘেন্না করে না, মাগো!

প্রকাশ মিটি-মিটি হেসে নিভার অনুযোগ উপভোগ করে।

হঠাৎ কঠিন স্বরে নিভা বললে, ওসব চলবে না। বাড়িতেই রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রতে হবে! আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি।

মানলুম্। কিন্তু তাকে চালু রাখবে কে? প্রকাশ কৌতুক ক'রে বললে।

তেমনি কঠিন স্বরে নিভা জবাব দিলে কে আবার, নিজে! হোটেলে বিষ গেলার চেয়ে নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না ক'রে খাওয়া ঢের ভাল!

প্রকাশ আঁতকে ওঠেঃ ওরে বাবা! সে আমার দ্বারা হবে না। বরং গৌরী ফিরে আসুক।

কেমন যেন শোনায় নিভার কণ্ঠস্বর, সে যদি না ফেরে—

কথাটা নিভা সম্পূর্ণ ক'রতে পারে না।

নিজের কানেও লাগে।

প্রকাশও কোন কথা বলে না।

কি কথায় যেন কি কথা এসে পড়েছে অনভিপ্রেত ভাবে।

সামলে নিয়ে নিভা বললে, আজ তো বাড়িতে রান্না হোক—পরের কথা পরে ভাবা যাবে! যান বাজার ক'রে আনুন দেখি!

ভালমানুষের মতো বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে বেরুতে বেরুতে পিছন ফিরে প্রকাশ বললে, একবেলা খাওয়ালে কিন্তু চলবে না। বাড়িতে খেতে পেলে কে আর হোটেলে খেতে যায়! লক্ষীছাড়ারাই সেখানে পাত পাতে!

প্রকাশকে বাজারে পাঠিয়ে রান্নাঘরে এসে নিভা কয়লা-ঘুঁটে সংগ্রহ ক'রে উনুনে আঁচ দিলে।

ধোঁয়ায় চোখ দু'টো জ্বালা ক'রতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে চোখের পাতা জলে ভরে এল, আঁচলে চোখ মুছে মুছে নিভা আর পারে না।

সামান্য ধোঁয়ায় এত চোখের জল পড়ার কি মানে হয়?

আর পড়লেও অমন মুখ গুঁজে উনুনের সামনে ব'সে থাকাই বা কেন?

নিভা কাঁদছে নাকি?

কিন্তু কেন কাঁদতে যাবে সে?

হঠাৎ কি তার দুঃখ মনে জাগলো?

কে কি করলে!

রেঁধে-বেড়ে পরিবেশন ক'রতে রাত অনেক হ'য়ে গেল।

আসন পেতে সামনে ব'সে প্রকাশকে খাওয়ালে নিভা।

রেণুকাকীমার বাড়িতে নতুন জামাই এলে সে যেমন ক'রতো।

প্রকাশের হয়তো মনে পড়ছে সে-সব পুরোন কথা।

শুধু তৃপ্তি নয়, কেমন একরকম মাদকতা বোধ করে প্রকাশ।

অন্নগ্রহণের ফাঁকে মাঝে মাঝে মাথা তুলে প্রকাশ দেখে।

নিভার চোখ দুটো কি উজ্জ্বল!

এত ক'রে এমনি ক'রে তাকে দেখার কি আছে কে জানে?

এই খাওয়ানো নিয়ে কিছু কৌতুক করবার ইচ্ছে প্রকাশের হয়, কিন্তু নিভার অভিনিবিষ্ট রূপটা দেখে নিজেকে সে সংযত করে।

শুধু কল্যাণীয়া নয়, আর কিছু মনে হয় নিভাকে।

নিঃশব্দে খেয়ে উঠে প্রকাশ নিজের ঘরে এসে বসে।

যে ভাবনা তার এতক্ষণ ছিল না, চকিতে তা যেন তার মনকে আমূল নাড়া দেয়।

নিজের কোন অতীত কাজের অনুরণন তার মনে জাগে কি না কে জানে।

আসবাবপত্রপূর্ণ এই আবাস গৃহটা কেন যে এত শূন্য মনে হয় প্রকাশ বুঝতে পারে না। জানালার ওপারে চাইলে শূন্যতাটা বড় বেশি প্রকট হয় যেন।

কতক্ষণ পরে সাজ-সজ্জা ক'রে নিভা এসে দোর গোড়ায় দাঁড়াল। নিঃশব্দে প্রকাশের সমাহিত রূপটা দেখলে। বিদায় নেবার কথাটা সে ভুলে গেল।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। প্রকাশ নিভাকে দেখে একটু যেন হাসলে।

বুঝলেও বিদায়ের কথাটা জিজ্ঞেস ক'রতে পারলে না।

নিভা বললে, চল্‌লুম। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিন।

ম্লান হেসে প্রকাশ বললে, চললে?

আর একটা কথা বলি-বলি ক'রেও সে বলতে পারলে না।

কথাটার ঔচিত্য-বোধ হঠাৎ যেন অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায় রহস্যালাপে—শালী-ভগ্নিপোতের সম্বন্ধে।

নিভা দাঁড়িয়ে থেকে সেই কথাটারই যেন প্রতীক্ষা করে।

বিদায় নেওয়া তার শেষ হয়নি।

হঠাৎ যেন কি হ'য়ে যায়। এতক্ষণের সমস্ত সংযম-সাধনা মুহূর্তে ভেসে যায়। নিঃসঙ্গ পুরুষ সমাজকে, নিয়মকে অস্বীকার করে, অসহ্য কামনার বেদনা অবারিত হ'য়ে ওঠে।

প্রকাশ কম্পিত, বিচলিত নিভাকে কাছে আকর্ষণ ক'রে বলে, না না, তুমি যেয়ো না।

কোন রকমে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে স্খলিত, ত্রস্ত পায়ে নিভা সদর দরজার দিকে ছুটে যায়। না না, কিছু আসে-যায় না! আর যা যায়, নিজেও বোধহয় জানে না তা নিভা। একি বিড়ম্বনা!

বাসায় ফিরে অভুক্তা থেকে নিভৃত শয্যায় নিভা ছটফট করে। বারে বারে একি খেলা ক'রছে সে! এত নিকট তবু এত দূর মনে হয় কেন? কামনার একি বিপরীত আচরণ! অমলকে ত্যাগ ক'রে আসার যেমন কোন মানে নেই, আজ প্রকাশকে তেমনি নিবারণ করারও কোন অর্থ নেই। কেবলমাত্র ভগ্নিপোতের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যেই কি সে উপযাচিকার মতো ছুটে গিয়েছিল?

যা দিতে সে চায়, সমাদরে তা গ্রহণ ক'রবারও মানুষ আছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ লুকোচুরি কেন! উন্মুখ মনের এ বিমুখতা কেন? তার মতো অভিভাবকহীনার ভয় কিসের? এ বিমুখতা, সামাজিক কোন্ অনুশাসনের প্রেরণায়? ভীরু সে?

অমিয়াদি একদিন জিজ্ঞেস ক'রলেন, আজকাল ডিউটিটা কি তোমার বেড়েচে নিভা? সেই ভোরে যাও, কখন ফেরো টের পাই না!

নিভা চুপ ক'রে থাকে। বড় ধরা প'ড়ে গেছে।

অমিয়াদি বললেন, কাজ বেশী করা ভাল। তবে এসব লাইনে বাড়াবাড়িটা আবার সবসময় সহ্য হয় না—রাত জাগলে, অনিয়ম ক'রলে শরীর ভেঙে পড়বে।

নিভা উত্তর ক'রে না, চুপ ক'রে শুনে যায়।

অমিয়াদি বললেন, তবে চাড় থাকা ভাল। নিজেকে তৈরী ক'রে নাও। খাওয়া-দাওয়াটার দিকেও নজর রেখো। চেহারাটা তোমার ক'দিন যেন বড় শুকনো দেখাচ্চে! বলো তো মেট্রনকে ব'লে তোমার ডিউটি বদল ক'রে দিই।

নিভা আপত্তি ক'রলে, না থাক। ক'দিন কেবল—আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

অমিয়াদি হাসলেন। মনে মনে খুশী হ'লেন পথের কুড়োন মেয়েটার কর্তব্যে অনুরাগ দেখে।

হোক প্রবঞ্চনা, তবু নিভা নিজেকে ধ'রে রাখতে পারে না। খুব ভোরে উঠে প্রকাশের বাসায় যায়। রান্না-বাড়া ক'রে সারাদিন সেখানে কাটিয়ে আবার রাত্রে চ'লে আসে। এত নিষ্ঠা, এত কর্তব্যবোধ নিভা নিজের মনে আর কখনো বোধ করেনি। প্রত্যূষের প্রথম কাক-ডাকার আগে চোখ দুটো তার পূর্বাচলের আলোক সন্ধান করে। নব-পরিণীতার অনুরাগের মতো একখানি মুখ মনে পড়ে। খুব স্পষ্ট নয়, আর খুব অস্পষ্টও নয়। একই মুখের নানা ছবি।

আধ-আলোছায়া অন্ধকারে আয়ু-শেষ আলোক-প্রহরীদের রক্তচক্ষুর

সামনে দিয়ে প্রকাশের বাসার দিকে হাঁটতে হাঁটতে কতদিন বৌ-পালান লজ্জায় নিভা চমকে উঠেছে। কেউ না জানলেও, কেউ না দেখলেও তার মনে হয়েছে, কত জন কত চোখে যেন তার এই অভিসারিকার অভিনয়টি লক্ষ্য ক'রছে পরম কৌতুকে। হয়তো কবে জানাজানি হ'য়ে যাবে! নিজেকে সমর্থন ক'রবার আর তখন কোন মুখ থাকবে না নিভার।

আজ ভাবলে অবাক লাগে, এমন কাজ কেন সে ক'রেছিল—দু'দিক বজায় সে কি ক'রে রেখেছিল! বেলা দশটার আগেই প্রকাশকে আপিস পাঠিয়ে দিয়ে দুপুরের দিকে নিভা হাসপাতালে চ'লে আসতো, তারপর সন্ধ্যের আগে প্রকাশের বাসায় ফিরে গিয়ে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন করতো। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তখন তার খেয়ালে থাকতো কি না কে জানে।

একদিন নিভা হাসপাতালে গৌরীর কাছে নিজের পরিচয় দিলে। আশ্চর্য এই ক' বছরে গৌরী তাকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল আপদ-বিদায়ের মতো!

কে জানে সে-দিন নিজের উপযাচক পরিচয় দানে নিভার কোন গূঢ় অভিসন্ধি ছিল কি না। বিজয়িনীর কোন অহঙ্কার!

প্রসব-বেদনায় গৌরী সেদিন খুব কাতর হ'য়ে পড়েছিল। আস্তে আস্তে নিভা এসে তার মাথায় হাত রাখলে। অস্ফুটে বললে, খুব কষ্ট হ'চ্ছে?

পাণ্ডুর বেদনা-কাতর চোখ তুলে গৌরী চেয়ে দেখলে। ঠিক এ সময়, এ ভাবে সমবেদনা পাবার আশা সে করেনি। চাইতে কষ্ট হ'লেও তার মনে হ'লো, গর্ভ-যন্ত্রণার কিছুটা যেন লাঘব হ'লো সেই মুহূর্তে।

মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে নিভা বললে, ভয় কি, আমি আছি!

গৌরী চুপ ক'রে শান্ত মেয়েটির মতো কিছুক্ষণ প'ড়ে রইল। বেদনায় আক্ষেপ উক্তি ক'রতে তার কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকল।

নিভা ধীরে ধীরে গৌরীর বুকে-পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করে, কমেচে? কি বল!

গৌরী কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে নিভার মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। নার্সের মুখে হঠাৎ এ আত্মীয়তার স্বর কেন?

নিভা হাসলে, কি চিনতে পারিস নি এখনো?

গৌরী তেমনি বিস্ময়াবিষ্ট, যন্ত্রণার কথা ভুলে যায় হয়তো।

হেসে নিভা বললে, আমি রে!

কে? নিভাদি! অদ্ভুত স্বরে গৌরী বললে।

কেন, তোরা কি ভেবেচিস্ আমি মরে গেচি!

গৌরী চুপ ক'রে নিভাকে দেখে। তাদের আশ্রয়ে পালিতা মেয়েটার কত পরিবর্তন হ'য়েছে! কণ্ঠস্বরও যেন বদলে গেছে।

নিভা হাসলে, ভূত হ'য়ে বেঁচে আছি রে! বিশ্বাস হচ্চে না?

বিশ্বাস না-হবার কোন কারণ নেই, তবু যেন কেমন মনে হয় গৌরীর। ঠিক খুশী নয়, অজানা কেমন একটা সন্দেহ—মরা মানুষ ফিরে আসার মতো। হয়তো বা আতঙ্ক।

বেদনা-বিধুর মুখে হাসি ফুটিয়ে গৌরী বললে, বারে, বিশ্বাস হবে না কেন! এত কাছে আছিস জানতেও পারিনি! যা হোক মেয়ে বাবা!

নিভা কোন উত্তর ক'রলে না। পুরোন কথা ভুলে যাওয়াই ভাল, আবার যখন পুরোন সম্পর্কে কাছে স'রে আসতে হয়—সুখ-দুঃখের সমবেদনা জানাতে হয়, বেদনা-শোকে কষ্ট পেতে হয়, মান-অভিমানের পালা দিয়ে জীবনকে রসসিক্ত ক'রতে হয়।

তোকে আমরা কত খুঁজেচি! মা তো তোর জন্যে ক'দিন নাওয়া-খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল। শেষটা বাবা—গৌরী সবটা শেষ ক'রতে পারেনা। নিভার হঠাৎ-কঠিন মুখটার দিকে চেয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। সামলে নিয়ে কৌতুক ক'রে গৌরী বললে, এত রাগও মেয়ের! মা বলে, পেটের মেয়ে নয় তাই নাকি তুই অমন নিষ্ঠুর হ'তে পেরেচিস।

নিভা অন্যমনস্ক হ'য়ে চুপ ক'রে থাকে। যা চুকে গেছে তা নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি!

গৌরী বললে, ধন্য সাহস মেয়ের!

নিভা বললে, সাহসের কি দেখলি?

খানিক চুপ ক'রে কি যেন ভেবে নেয় গৌরী। চোখ টিপে জিজ্ঞেস করলে, অমলদার খবর কিরে? আগে কত আসতো এখন আর একদম আসে না। কে জানে কি হয়েচে তাঁর!

এ প্রশ্নের অর্থটা নিভার কাছে অবোধ্য থাকে না। কিন্তু এ-সময়ে ঠিক মুখের মতো জবাব দিতে তার বাধে। নিজেকে তার এদের চেয়ে আজ অনেক বড় মনে হয়। মরুক গে, যা খুশী ওরা ভাবুক, সে গ্রাহ্যই করে না! নিভা চুপ ক'রে থাকে।

গৌরীর কিন্তু একের পর এক প্রশ্নের শেষ থাকে না। প্রসব-ব্যথার

ফাঁকে সরল, বক্র উভয় প্রশ্নই সে করে। শেষটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, যাক, তবু চেনা লোক পাওয়া গেচে! ওঁকে বলবো'খন—

চেনা লোক! কথাটা কানে লাগে বৈকি নিভার। গৌরীদের এত আত্মীয়তার ঐটুকুই মূল্য তার জন্যে। দুঃখু করবার কিছু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য, হলগল ক'রে এত কথা ব'লে গেলেও স্বামীর কাছে গৌরী কি ভেবে নিভার কথা একেবারেই তোলেনি। সেই দিনই প্রকাশ যখন তাকে দেখতে আসে নিভা তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। গৌরী চোখ তুলে স্বামীকে সামনের টুলে বসতে ইঙ্গিত করলে, কিন্তু একবারও মুখ ফুটে বললে না, তার শিয়রে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি সেবাপরায়ণা, সে তাদেরই আত্মীয়া, প্রকাশের বিশেষ পরিচিতা।

না বলুক, প্রকাশের চোখের ইশারা নিভা ঠিকই বুঝেছিল। প্রবঞ্চনা? যদি হয়, তাতে ক্ষতি কি, দোষই বা কি? গৌরী নিজে থেকে তার কথা বললে না কেন স্বামীকে?

নিশ্চয় তার মনে নিভার সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। নিভাকে ভালো চক্ষে দেখেনি সে।

সেইদিন রাত্রে প্রকাশের বাসা থেকে ফেরবার সময় বিদায় নেবার কালে হঠাৎ প্রকাশের মুখের দিয়ে চেয়ে নিভা আপন মনে ছেলেমানুষের মতো হেসে কুটিপাটি হ'য়েছিল। প্রথমটা প্রকাশ থতমত খেয়ে বুঝতে পারে নি সে-হাসির অর্থ কি। শেষটা সেও যোগ দিয়েছিল হাসিতে। দু'জনে মিলে হেসে হেসে যখন আর পারে নি, তখন নিভা প্রকাশের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়েছিল, শান্ত হ'য়েছিল। হঠাৎ রাত্রির গভীরতাটা যেন

অনেক মনে হ'য়েছিল। ঘুম-ভাঙা রাতের নিস্তব্ধতা, প্রশান্তি, মদালসা। আজ ভাবলে অবাক লাগে, আড়ালে এত হাসি তার উচ্ছ্বসিত হ'য়েছিল কেন। গৌরীকে ফাঁকি দেবার জন্যে, না মেয়েটার নির্বুদ্ধিতার জন্যে? না, নিজেকেই আঁখি-ঠারার জন্যে?

গৌরী হাসপাতালে থাকতে থাকতে কি ভেবে একদিন নিভা রেণু-কাকীমার বাড়ি গিয়েছিল। অনেকক্ষণ বাড়ির দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ঢোকবার তার সাহস হয়নি। নিজেকে যতই সহজ ক'রতে চেষ্টা করুক, কেমন যেন জড়তা বোধ ক'রেছিল সে মনে মনে। যেন একটা গুরুতর অপরাধের জন্যে নিজে থেকে মাথা পেতে দণ্ড নিতে এসেছে সে।

হয়তো শেষ পর্যন্ত সাহস ক'রে সে ঢুকতেই পারতো না, যদি না ভোলা তাকে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতো। কৌতূহলে অনেকক্ষণ নিভা তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। দেখতে দেখতে ভোলাটা কত বড় হ'য়ে গেছে! চেনাই যায় না।

ভোলা ডাকলে, নিভাদি! তুমি?

সেই এক কথা—তুমি! যেন সে আর থাকতে পারে না। বিশ্বাসই হয় না কারো।

নিভা বললে, হ্যাঁরে আমি! তোরা সব কেমন আছিস? চল।

ভোলা ইতস্তত ক'রলে খানিকটা। তারপর আগে আগে পথ দেখিয়ে চলতে লাগল। তাকে দেখে রেণুকাকীমা কিন্তু অবাক কাণ্ড ক'রলেন। দেখলে কে বলবে, এই লোক এই সেদিনও তাকে ভাসিয়ে দেবার জন্যে কি না করেচেন।

পরম সমাদরে রেণুকাকীমা আসন এগিয়ে দিলেন। নানা প্রশ্ন ক'রতে ক'রতে বার কয়েক চোখ মুছে নিলেন। নিজের সংসার নিয়ে কত যে আতান্তরে পড়েছেন তার সবিস্তারিত বর্ণনা ক'রলেন। শেষ পর্যন্ত সবাই তাঁকে ভুল বোঝেন ব'লে আক্ষেপ ক'রলেন। সব কিছুর ওপর তাঁর ঘেন্না ধ'রে গেছে, এখন যেতে পারলে বেঁচে যান। মুখ-চাওয়া তাঁর কেউ হ'লো না। পেটের শত্তুরগুলোর জন্যে যত জ্বালা!

নিভা চুপ ক'রে আসনের ওপর ব'সে অন্যমনস্কের মতো রেণুকাকীমার সুখ-দুঃখের কাহিনী শুনতে লাগল। পড়শীর মুখে ঘরকন্নার কথা শোনার মতো কেবল একটা বিস্ময়, অহেতুক কৌতূহল! মজাও বোধ হয় কিছুটা। দু'বছর আগেও যে পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে ছিল, যার সুখ-দুঃখ তাকে নাড়া দিয়েছিল, আজ তার থেকে হঠাৎ অসংলগ্ন, বিচ্যুত হ'য়ে কেমন যেন অদ্ভুত নতুন লাগছে। রেণুকাকীমার সংসারের ছবিটা আজই যেন স্পষ্ট ধরা পড়েছে তার চোখে। স্বার্থপর মানুষটার মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোথায় যেন একটা অকাট্য যুক্তি আছে। তার পক্ষে যত দোষই করুক, রেণু-কাকীমাকে দোষী করা যায় না।

ওরই মধ্যে একসময় রেণুকাকীমা খাবার আনালেন। নিজে হাতে স্টোভ জেলে চা ক'রে দিলেন। আদর ক'রে বললেন, খা। খাবারগুলো ফেলিস নি যেন।

আশ্চর্য, এতটুকু গা জ্বালা করেনি নিভার অভাবিত এই আপ্যায়নে। বরং সঙ্কোচ বোধ করেছিল।

ওঠবার সময় রেণুকাকীমা বললেন, আবার একদিন আসিস।

নিভা ভেবেছিল, না জানি কত কি—সামনে পেয়ে রেণুকাকীমা গায়ের জ্বালা মেটাবেন, অনেক কটু বলবেন, সামাজিক সম্বন্ধে অনেক অশ্রাব্য হিতোপদেশ দেবেন। শেষ-বেশ হয়তো উদারতা দেখিয়ে তাকে ঘরে স্থান দেবেন। আগের মতো মাথা নীচু ক'রে থাকলে অকপটে ক্ষমা করবেন।

কিন্তু কই, রেণুকাকীমা সে সব কিছু ক'রলেন না! ঝেড়ে ফেলার মতো তিনি তাকে বাদ দিয়েছেন। তাঁর সুখ-দুঃখের ছোট গণ্ডির মধ্যে নিভা ব'লে আর কেউ নেই। আর থাকলেও তার স্মৃতি খুব সুখপ্রদ, চিত্তাকর্ষক নয়।

কেন মরতে যে নিভা রেণুকাকীমার ওখানে ঘুষটে ঘুষটে গেল! কি দরকার ছিল? যতই খাতির রেণুকাকীমা করুন না কেন, প্রকারান্তরে তাকে অস্বীকারই করলেন! চিঠিতে সারদা দেবীকে যতই ফিরিয়ে দেবার কথা উনি লিখে থাকুন, মনে মনে নিভার সম্বন্ধে তিনি বিতৃষ্ণাই পোষণ ক'রতেন। আপদ-বালাই বিদেয় হয়েছে, তিনি বেঁচে গেছেন।

নিজেকে দেখাতে গিয়ে যেন নিজের মৃত্যুটা নিভা দেখে এল। গত দু'বছরে নিজের মূল্যবোধের ফাঁকিটা তার কাছে সেদিন ধরা পড়লো। এ সংসারে কারো জন্যে কারো কিছু যায়-আসে না, এত বড় মর্মান্তিক সত্যিটা রেণুকাকীমা সেদিন ব্যবহারে দেখিয়ে দিয়েছেন। একবারও রেণুকাকীমা যদি তাকে থাকবার জন্যে অনুরোধ করতেন!—যেমন আগ্রহের সঙ্গে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি আগ্রহের সঙ্গে আবার ডেকে নিতেন!—প্রয়োজন-বোধেও যদি বর্তে যেতেন!

কিন্তু শুধু কি তাই? আর কোন ইচ্ছে নিভার ছিল না কি এই তত্ত্ব-তল্লাসে? ছিল।

ইতিমধ্যে অমল নিশ্চয়ই চিঠিপত্রে রেণুকাকীমাদের ওখানে তার খোঁজ ক'রেছে। সেই ভেবে নিভা ইচ্ছে ক'রেই এতদিন চুপ করেছিল। মনে মনে অভিমানটাকে রসসিক্ত ক'রে রেখেছিল। অমলকে ভুলে থাকার অভিনয়ে নিজেকে সে ভুলিয়ে রেখেছিল। প্রকাশের সঙ্গলাভ আপাতত যে পরিমাণ তার কাম্য, অমলের স্মৃতিও সেই পরিমাণ অভিপ্রেত। নিজে থেকে চ'লে এসেছে ব'লে নিভা এ চায় না যে, অমল তাকে ভুলে যাক্, তার মূল্য কাণাকড়ি হোক ; পক্ষান্তরে তার জন্যে ভেতরে বাইরে অনুসন্ধান চলুক। অমল তাকে খুঁজে বেড়াক !

না, মিথ্যে আশা ! মুখ চাওয়াতে নিজেকেই নিভা অপমান ক'রেছে। তাকেই কেবল খুঁজে বেড়াতে হবে, কেউ তাকে খুঁজে নেবে না। কিন্তু কি পাবে সে ? কাকেই বা পেতে চায় ?

অনেকদিন পরে আজ নিভা অনেকক্ষণ বিনিদ্রচোখে বিছানায় অপেক্ষা করে। দয়িত আসবে ! যত ব্যথা পাক, যত অনাদর হোক, তবু—

সত্যি কি অমল তার কোন খোঁজ করে নি তারপর ? রেণুকাকীমাকে জানায় নি, নিভা তার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এসেছে ? না, রেণুকাকীমাই চেপে গেছেন ? হয়তো তাই, না হ'লে অতক্ষণ ছিল, একবারও তিনি অমলদের সম্বন্ধে আধ-কথা জিজ্ঞেস ক'রলেন না। এতদিন পরে আকাশ থেকে তো সে পড়ে নি যে, তার বিষয়ে প্রশ্ন চলবে না। আশ্চর্য সংযমের পরিচয় দিয়েছেন রেণুকাকীমা !

কিন্তু কেন অমল কোন সংবাদ নিলে না ? কি ভেবেছে তার সম্বন্ধে ? সেদিন কি তবে সে অপ্রকৃতিস্থ ছিল ? যা নিভা ভয় করল, তা সুস্থ

মানুষের স্বাভাবিক কামনার অভিব্যক্তি নয়, হঠাৎ-মনে-পড়া একটা পশুবৃত্তি? এত স্বল্প মূল্য ছিল তার অমলের কাছে!

যে কথাটা এতদিন মনে হ'য়েও যার ভাবনা একটা উষ্ণ অনুভূতিতে মনের কোণে জীইয়ে রেখেছিল, রেণুকাকীমার ওখানে গিয়ে তার প্রকৃত রূপটা দেখে নিজের ওপরই নিভার রাগ হয়। কেউ তাকে চায় না—না প্রেমের প্রয়োজনে, না কর্তব্যের খাতিরে। সংসারে তার মূল্য শূন্যের অঙ্কে এসে ঠেকেছে। একবার হাত দিয়ে ঠেলে দিলে কোন বস্তু আর হাতে ফিরে আসে না, আবার হাত বাড়ালে। ইচ্ছেমত ফেলে ছড়িয়ে জীবনটাকে অপচয় করবার ক্ষমতা ক'জনের আছে?

নিভা, অমল তোমাকে যেমন ভুলেছে, তুমিও অমলকে ভুলে যাও। মনে রাখবার মতো এমন কিছু সে তোমাকে আজও দেয়নি, তবে কেন মিথ্যে অভিমান ক'রছো? শুধু শুধু তার কথা ভেবে নিজেকে বিচলিত ক'রছো? সাত শ' পঁয়ষট্টি মাইল দূরের ভাবনায় আর তোমার লাভ কি? যে সুযোগ একদিন অনায়াসেই নিতে পারতে, যা তুমিই ইচ্ছে ক'রেই গ্রহণ করো নি, তার জন্যে তৃষিত আক্ষেপ ক'রে লাভ কি—নিজের ভবিষ্যৎ ভারি ক'রে তোলই বা কেন? হঠাৎ এ আবার কি অভিরুচি! ভুলে যাও! ভুলে যাও!

তবু মন মানে না। নিজেকে নিভা বোঝাতে পারে না। সময় সময় মনটা হু হু ক'রে ওঠে। বোঝালে বোঝে না এমন অবুঝ মন। এ কি জ্বালা!

প্রকাশের বাসা থেকে ফিরতে নিভার রোজই দেরী হয়। কালীঘাটে অমিয়াদির বাসা প্রায় নিঝুম হ'য়ে পড়ে। কেবল ঝি-টা তখনো কলতলায় ব'সে এঁটো বাসন মাজে। নিভা জুতো জোড়াটা খুলে পা টিপে টিপে নিজের ঘরের দিকে এগোয়। তার অপেক্ষায় দালানের আলোটা বোধ হয় তখনো জ্বালা থাকে। অল্প জোরের আলোটা অদ্ভুত দেখায় চোখ-ওঠার মতো। ভাগ্যে সদর দরজাটা বন্ধ হয় না! মনে হয়, একটু সাড়া পেলেই ঘুমন্ত বাড়িটা জেগে উঠবে। দালানটা পেরোবার সময় নিভা প্রাণপণে দম বন্ধ ক'রে থাকে। কোনরকমে নিজের ঘরে এসে একেবারে এলিয়ে পড়ে—দম ছুটে যাওয়ার মতো। বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ প'ড়ে থাকে, চেতনায় এক অদ্ভুত শূন্যতা বোধ করে। মরা-বাঁচার সমান অর্থ তখন তার কাছে। অথচ রোজই কেন যে এমন শখ ক'রে শরীরকে কষ্ট দেওয়া! কি লাভ?

সেদিন হঠাৎ দালানের মাঝখানেই নিভার দমটা প'ড়ে গেল। পাকান সুতো হাত ফস্‌কে যাওয়ার মতো নিভার মাথাটাও যেন ঘুরে যায়। বুকটা কেঁপে উঠে। আজ বোধ হয় রাতই বা পুইয়ে গেছে তার বাড়ি ফিরতে।

অমিয়াদির ঘরে আলো নেভান। ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যেন তারই সম্বন্ধে আলাপ ক'রছেন। বিমলবাবুর গলাটাই উচ্চ।

নিভা দাঁড়িয়ে থাকে উৎকর্ণ হ'য়ে।

বিমলবাবু বললেন, শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারী না ক'রে বসে! তোমার যেমন!

অমিয়াদি কি বললেন শোনা গেল না।

বিমলবাবু বললেন, মেয়ে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম! তোমার যেমন শখ! ওর সব আছে, এই কোলকাতাতেই—

অমিয়াদি বললেন, আমার শখ মানে! তোমার কি মত ছিল না? না, আমি তোমার অমতে আশ্রয় দিয়েছি?

বিমলবাবু বললেন, মত-অমতের কথা নয়। গোড়া থেকেই আমাদের সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তুমি থাক তোমার কাজ নিয়ে, আমি আমার নিয়ে। খোঁজ রাখো মেয়েটা সেই ভোর থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত কি ক'রে বেড়ায়? চব্বিশ ঘণ্টা তো আর হাসপাতালের ডিউটি নয়?

অমিয়াদি চুপ ক'রে রইলেন। স্বামীর কথার ওপর নিভার হ'য়ে তাঁর কিছু বলবার নেই। মেয়েটা তাঁর জন্যেই ব'য়ে যাচ্ছে।

বিমলবাবু বললেন, আশ্রয় দেওয়ার জন্যে তো কিছু নয়, শেষটা একটা বদনামের ভাগী হ'তে না হয়। খোঁজ নিয়ে দেখো কোথায় কি ক'রে ব'সেছে!

নিভা আর দাঁড়াল না। ইদানিং তার চলাফেরাটা যে তার বর্তমান আশ্রয়দাতাদের সন্দেহের উদ্রেক ক'রবে এ খেয়াল তার ছিল না; কি, থাকলেও তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি সে। মনে মনে তার কেমন ধারণা ছিল এখানেও সে বেশীদিন থাকতে আসেনি। পড়ে-পাওয়া আশ্রয়ে যথা লাভ হিসাবে মাথা গলিয়েছে। খেয়ে পরে মানুষ হওয়ার কৃতজ্ঞতা, সামাজিক নৈতিক বোধ, মুখ-চাওয়া ভালমন্দের ধার সে অনেকদিনই ত্যাগ ক'রেছে। ভাল মেয়ে সে নয়!

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দু'হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে ধ'রে নিভা ব'সে

রইল। নতুন ক'রে ভাববার তার কিছু নেই। আর কি হবেই বা ভেবে! যা হচ্ছে হোক। নতুন কিছু, নিশ্চিন্ত কিছু সে প্রত্যাশা করে না। এখানে যদি জায়গা না হয় আর একটা জায়গা সে দেখে নেবে—আর একটা আশ্রয় খুঁজে নেবে। কলঙ্ক? কেলেঙ্কারী? এখান থেকে চ'লে গেলে তো আর তাকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। বিমলবাবুর ভয়ের কারণে একসময় নিভার হাসি পায়। ওসব মেয়ে তাঁর অনেক দেখা আছে! তবুও যদি না সে জানতো অমিয়াদির কথা। ভাব ক'রে ওঁদের বিয়ে হয়।

অমিয়াদিই একদিন তাকে বলেছিলেন: আমারও অবস্থা তোমার মতো ছিল ভাই, তোমার মতো দেখবার শোনবার কেউ ছিল না! কত হীনতা, কত প্রলোভন যে সইতে হ'য়েছে! কতবার মনে হ'য়েছে, কি হবে বেঁচে? কার কি ব'য়ে যাবে আমার মরা-বাঁচায়! সংসারে আমাদের মতো মেয়েদের দরকারই বা কি? প্রয়োজন মিটলে সবাই স'রে পড়ে, যত কলঙ্কের বোঝা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে। সমাজ কি আমাদের পক্ষে একটিও কথা বলে!

অমিয়াদির জন্যেই নিভার অনুতাপ হয়। তাঁকে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারলে না সে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি সে রাখতে পারলে না। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক সে কর্তব্যে অবহেলা ক'রছে। কিছুতে কাজে মন বসাতে পারছে না। হাসপাতাল, রোগী, জীবিকা কিছুই তার মনঃপূত নয়। এমন অস্থির সে, না ঘরের, না ঘাটের! কি যে ক'রবে সে, তার ভগবান কি কখনো ব'লে দেবেন সে-কথা?

আজই প্রকাশ তাকে রহস্য ক'রে বলেছিল, বলো তো তোমার যোগ্য একটা পাত্র দেখে দিই। অত ছোট কাজ তোমার শোভা পায় না। উপায় থাকলে আমি এতদিন—

প্রকাশ বক্তব্য সম্পূর্ণ করেনি। ঠাট্টা হ'লেও নিভা মনে মনে ভারি চ'টে গিয়েছিল। তার সেবাপরায়ণতার শেষ পর্যন্ত এই পুরস্কার নাকি প্রকাশ মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছে? একটা লোক দেখে বিয়ে দিলেই তার সব করা হয়ে যাবে? ছি, ছি।

উপায় থাকলে কি করতে পারতো প্রকাশ তাকে নিয়ে? পারবে সে সব ভাসিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে ভেসে বেড়াতে? সমাজ কাঁদবে না, সংসার কাঁদবে না তার জন্যে? তার কি, বাঁচলে নেই ব'লতে, ম'লে নেই কাঁদতে! সে-ই শুধু কেঁদে বেড়াবে আমরণ।

ক্রূর ভুজঙ্গীর মতো কালো ফণা বিস্তার করে নিভা মনে মনে। কাউকে সে বাদ দেবে না। তার গতিপথে যে-ই পড়বে তাকেই সে ছোবল দেবে। তার হৃদয়ের সুধা যদি আজ বিষ হ'য়ে যায় সে কি করবে! হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষই ঢালবে সে!

টেবিলের ওপর ঢাকা ভাত কড়কড়িয়ে যায়। দূরে গির্জার ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ ক'রে ক'টা যেন বাজে। পাশের ঘরে অমিয়াদিরা কখন চুপ ক'রে গেছেন। বাইরে অবলুপ্ত অন্ধকারে সুসুপ্তির একটানা সাঁই-সাঁই শব্দ শোনা যায়। এমনি রাত্রে আত্মোপলব্ধিতে একদিকে নিজেকে যেমনি অসহায়, অন্যদিকে তেমনি নির্মম-নিষ্ঠুর মনে হয়! এই মুহূর্তে এমন গুরুতর কিছু করা যায়, যা জীবনভোর চিন্তা ক'রে করা যাবে না। নিস্তব্ধ

রাত্রির অদ্ভুত মাদক ইঙ্গিত! নিভা জানলার গরাদ ধ'রে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে।

না না, সে ফিরে যাবে। স্বাধিকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে। দৃপ্তকণ্ঠে অমলকে বলবে, চেয়ে দেখো—আমার আমিটা আজ কত ক্ষতবিক্ষত! সে কি আমার দোষ? তুমি যদি না দেখো, এই ক্ষত আমি সমাজের সর্ব-দেহে সঞ্চারিত ক'রে দেবো। কি ভয়!

বাইরে হাওয়ায় বিস্তারিত ফণাটা কখন লুটিয়ে যায় নিভা বুঝতে পারে না। হু-হু ক'রে চোখ দুটো তার জলে ভ'রে আসে। সে কি কান্না নিভার অন্ধকারে চোখ রেখে! কান্নার চোখে দুটি মূর্তি স্পষ্ট নিভার চোখের উপর ভেসে ওঠে, তার শেষ অবলম্বন—তার সর্বস্ব! কে তার অধিকতর বাঞ্ছনীয়?

ক'দিন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা ক'রতে যেন নিভা ভুলে যায়। কি কোন লাভ নেই ব'লে নিজের চিন্তাটা সে এড়িয়ে চলতে লাগল। আজ যদি অমিয়াদি তাকে তাড়িয়েও না দেন, মোটামুটি তার ভবিষ্যৎটা ছক-কাটা হ'য়ে যাবে। দুর্ভাবনার কোন কারণ থাকবে না। নিজে রোজগারপাতি ক'রবে, থাকবে খাবে।—কারো মুখাপেক্ষায়, সুখের আশায় ছোটাছুটি ক'রতে হ'বে না আর! হ্যাঁ, সুখেই সে থাকবে! তেমন-তেমন বুঝলে সংসার পাতবে! অমিয়াদির মতো ছোট সংসার—স্বামী-স্ত্রী, আর একটি ফুটফুটে মেয়ে।

উঠ-উঠি দু'তিন দিন নিভা সব ভুলে মন দিয়ে হাসপাতালে বেরতে লাগল। ঝোঁকের মাথায় নেশার ঘোরে যেন কাজ করতে লাগল। যেটুকু

অনিয়ম সে ক'রেছিল প্রকাশের সঙ্গে দেখা হওয়া থেকে তা এখন ষোল আনাই পুষিয়ে দিতে চায় দেখিয়ে দেখিয়ে। বিপথগামিনী সে নয়!

হঠাৎ একদিন চায়ের টেবিলে নিভা নিজের সংকল্পের কথা অকুতোভয়ে অমিয়াদিকে জানালে—সে হাসপাতালের হোস্টেলে থাকতে চায়।

অমিয়াদি অবাক হ'য়ে নিভার মুখের দিকে তাকালেন। ক'দিনে মেয়েটা কত বদলে গেছে যেন। সেই গাড়িতে কুড়িয়ে-পাওয়া অসহায় মেয়েটি আর নেই। কথার ভঙ্গি আজ কি সচ্ছন্দ! বোধহয় একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টায় অমিয়াদিকেও অমন মানায় নি।

সন্দিগ্ধা অমিয়াদি জিজ্ঞেস ক'রলেন, কেন? এখানে কি হ'লো?

চায়ের বাটিটা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে নিভা বললে, আরো কতদিন আপনি আশ্রয় দেবেন?

অমিয়াদি আর প্রশ্ন করলেন না। তাঁর কেমন মনে হলো, আশ্রয় দিয়ে যে উপকারটুকু করেছেন, এ মেয়ে মন থেকে অবিলম্বে তার স্মৃতিটা মুছে ফেলতে চায়। অভিভাবকহীন জীবনে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব সে পেতে চায়। কথার ঘায়ে একদিন মূর্চ্ছা গেলেও আজ আর কারো কথা শুনতে সে রাজী নয়। অমিয়াদি স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ইঙ্গিত করেন।

বিমলবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, সেখানে তুমি খরচ চালাতে পারবে? ক'টাকাই বা ওরা দেয়!

নীচু স্বরে নিভা বললে, আমার একার চ'লে যাবে।

অমিয়াদি আর কিছু বললেন না। মনে মনে তিনি জানেন জোর ক'রে কারো ভাল ক'রতে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। তা'ছাড়া

আজই প্রথম যেন তাঁর মনে হ'চ্ছে, এ মেয়েকে ঘরে রাখলে শেষপর্যন্ত অনেক রকমে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে তাঁকে।

বিমলবাবুও কোন কথা বললেন না। যায় যাক, বেশী দূর নয়! এ যেন তাঁর জানা আছে।

কৈফিয়ত হিসেবে নিভা বললে, আজকাল ডিউটির কোন ঠিক নেই। যখন-তখন যেমন খুশী ওরা ডিউটি দেয়। আসা-যাওয়ায় অনেক সময় যায়! পরীক্ষাও সামনে—বড় অসুবিধে হয়!

বিমলবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন। অমিয়াদি মাথা নীচু ক'রে রুটীতে মাখন লাগাতে লাগলেন। আড়ি পেতে যদি নিভা তাঁদের আলাপ শুনে থাকে! এখন আর করবার কিছু নেই। বরং নিজের দায় থেকে তিনি অনায়াসে মুক্ত হ'চ্ছেন নিভার সংকল্পে।

গৌরীর ঘর গুছিয়ে চ'লে আসবার সময় প্রকাশ জিজ্ঞেস ক'রলে, কাল আসচো তো? গৌরী আসবে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে কটমট ক'রে চেয়ে নিভা পিছন ফিরলে। প্রকাশের কথার কোন জবাব দিলে না। গৌরী আসবে তা তার কি! কাল আসতে বাধা কি!

প্রকাশ অনুনয়ের সুরে বললে, এসো না কাল একবারটি! ছোট ছেলে নিয়ে—

প্রকাশ কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলে না। নিভার মুখ-চোখের ওকি অবস্থা হ'য়েছে! আগুন দেখা যাচ্ছে চোখের কোণে!

মাথা নীচু ক'রে বিনীত কণ্ঠে নিভা বললে, আসব। তোমাকে আর ভাবনা ক'রতে হবে না।

প্রকাশ বললে, সাধে ভাবি! গৌরী যদি মানুষ হ'তো! প্রথমবারে শাশুড়ী ক'রেছেন, এবারে—

আমি? নিভা ঠাট্টা করলে, মানুষ নয় তো ঘর করচো কেন? ত্যাগ ক'রলেই পারো!

তখন তোমরাই দোষ দেবে—লোকটা কি নিষ্ঠুর, পাষণ্ড! প্রকাশ টেনে-টেনে বললে।

বলার ভয়ে যারা নিজেকে সারা জীবন প্রবঞ্চনা করে তাদের কোন উপকার-ই ক'রতে নেই! করলে পাপ হয়! নিভা আর দাঁড়াল না।

পিছন থেকে প্রকাশ বললে, কাল আসচো তো তা হ'লে!

না। নিভার কণ্ঠস্বর নিভাঁজ, নিষ্করুণ। কারো মাইনে করা সেবাদাসী নই!

প্রকাশের মুখটা কৌতুকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে নিভা নিশ্চয়ই অবাক হ'য়ে যেত। প্রকাশের তার কথায় কৌতুক বোধ করার কি মানে হয়?

পরের দিন নেকড়া-জড়ান গৌরীর ছেলেটাকে কোলের মধ্যে সাবধানে ধ'রে নিভা হাসপাতাল গেটের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। প্রকাশ ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা ক'রছিল। পিছনে পিছনে গৌরীও আছে।

নিভা কোন কথা না ব'লে আগে-ভাগে ট্যাক্সিতে উঠে বসে। পরম মমতায় প্রকাশের ঔরসজাত শিশুটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে থাকে।

গৌরীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে প্রকাশ ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল। গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে।

নিভা নামবার কোন চেষ্টাই করলে না। ছেলেটাকেও কোল থেকে নামালে না। ততক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গাড়ির এক কোণ ঘেঁসে সে বসেছে।

প্রকাশ ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে। নিভা কেমন যেন তন্ময় হ'য়ে আছে ছেলেটাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধ'রে। ওর কি খেয়াল নেই, ও না নামলে গাড়ি ছাড়বে না?

গৌরীও কিছু বলতে পারে না। একে তার শরীরটা দুর্বল, তার ওপর ছেলে নিয়ে এই কাণ্ড! কি বলবে, কি করবে, সে ভাবতে পারে না। অবসাদে ক্লান্তিতে সে চোখ বুজিয়ে থাকে। কিন্তু নিভাদির মতলবটা কি? বলা নেই, কওয়া নেই অমন চড়াও হ'য়ে গাড়িতে উঠে বসল কেন?

খানিক বিমূঢ়ের মতো অপেক্ষা ক'রে প্রকাশ গাড়ি চালাতে বললে। কে জানে কি খেয়াল হয়েছে নিভার! সঙ্গে আসে আসুক। হয়তো কালকের কথার পুনর্বিবেচনার ফল এ।

এতটা বাড়াবাড়ি প্রকাশ আশা করে নি। এ ক'দিন গৌরীর অনুপস্থিতিতে নিভাকে নিয়ে যে-সংসার সে করেছে গৌরীর সাক্ষাতে তার জের টানা আর যাই হোক, সুখকর নয়। এখন তার মনে-হওয়া নিয়ে কথা নয়, গৌরীর মনে-করা নিয়ে কথা। কিভাবে সে নিভাকে এতদিন পরে গ্রহণ ক'রবে সেইটেই ভাববার কথা, দুর্ভাবনারও বটে। এই মেয়েটিকে নিয়ে একদিন তার শ্বশুরালয়ে যে বিক্ষোভ, ঈর্ষা, নীচতা শাণিত

হ'য়েছিল তার কতখানি ধার এখনো অবশিষ্ট আছে, কে জানে। স্পষ্ট ক'রে প্রকাশকে বলা না হ'লেও প্রকাশ তো জানে সে-খবর!

আশ্চর্য, সে-সব কথা কি ঐ মেয়েটি ভুলে ব'সে আছে? অত বড় কলঙ্কের পরও কোন সাহসে সে চলেছে! পাগল, না মাথা খারাপ!

রাস্তার মাঝখানে প্রকাশ একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলে। আশ্চর্য নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৌরীর ছেলেকে কোলে ক'রে নিভা ব'সে আছে। সমাহিত, স্থির! একদিকে চোখ বুজে নির্জীবের মতো গৌরী ব'সে আছে—রক্তহীন মুখে ক্লান্তির ছায়া পাণ্ডুর।

পাশাপাশি দু'টি নারীমূর্তি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য। কি মনে হয় প্রকাশের কে জানে। চোখাচোখি হ'তে নিভা কোন চটুলতা প্রকাশ করে না। যেন বিশেষ একটি দায়িত্ব নিয়ে সে এই পরিবারের সঙ্গে যাচ্ছে। যে পরিবারের সঙ্গে পূর্বে তার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কর্তব্যের খাতিরে শুশ্রূষা ক'রতে চলেছে। বিনিময়ে হয়তো কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে।

পরের ছেলে কোলে ক'রে ও যদি নিজেকে ভুলে যায় প্রকাশের বলবার কি আছে! বরং তাতে উপকারই তার বেশী।

ঘরে পৌছে গৌরী থ। তার করবার কিছু নেই। নিভাই সব ক'রে রেখেছে। নবজাতকের বিছানা-বালিশ ঠিক করা থেকে, তাকে খাওয়ান-শোয়ান, সাজান-গোছান সব। যেন হাসপাতাল থেকে সে-ই আজ ছাড়া পেয়েছে। গৌরী মাত্র সঙ্গে এসেছে।

দুর্বল শরীরে, অপটু হাতে, অবসন্ন মেজাজে কিছু ক'রতে ভাল না লাগলেও তার সংসারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে নিভার এতটা করা খুব ভাল মনে

হয় না গৌরীর। নিজের সংসার যেমনই হোক, তাকে আর কেউ এসে সুসংবদ্ধ, বিন্যস্ত ক'রে দিলে কোন গৃহিণীরই ভাল লাগবার কথা নয়। শুধু কি কর্তৃত্ব, আর কি যেন খোয়া যাবার ভয় হয়।

রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে গৌরী একবার জিজ্ঞেস ক'রলে, নিভাদি, তুই আজ যাবি না?

গৌরীর প্রশ্নে নিভা বুঝি বিরক্ত হয়—বলে, তাড়াতে পারলে বাঁচিস বুঝি! যদি না যাই?

গৌরী উত্তর দিতে পারে না। অবিশ্বাসীর মতো মুখটা তার কেমন দেখায়।

কিন্তু যাবার কোন লক্ষণই নিভা দেখায় না। দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৌরীর শোবার ঘরে খাটের উপর চেপে ব'সে থাকে।

গৌরী শেষটা রাগ ক'রে বললে, না যাস তো বল, সেই মতো ব্যবস্থা করি!

হঠাৎ নিভার কি হয়। মাথায় আগুন চাপে বোধ হয়। চীৎকার ক'রে বলে, না না, না, আমি যাব না। তাড়িয়ে দিলেও আর নড়বো না। কি করবি তুই?

নিজের গলার স্বরে নিভা নিজেই চমকে ওঠে।

অনেকবার বলি বলি ক'রেও প্রকাশ নিভাকে কোন কথা জিজ্ঞেস ক'রতে পারলে না। না জিজ্ঞেস করাও যেমন অস্বস্তিকর আবার জিজ্ঞেস করাটাও তেমনি অশোভন। নিভা কি ভাববে? আর তার আসাটা কি এমন কি ভয়-ভাবনার? দৃশ্যতঃ সে তো এসেছে তারই উপকার করবার জন্যে—

কাঁচা পোয়াতীর শুশ্রূষা করতে, ছেলে ধরতে। লাভ তো প্রকাশের ষোল আনা। একলার সংসারে এ সময় দেখে কে!

আড়ালে নিভাই একদিন প্রকাশকে জিজ্ঞেস ক'রলে, খুব ভাবনায় পড়েছেন মনে হচ্ছে। আপদ বালাই এসে জুটেছে!

প্রকাশ অপ্রস্তুত বোধ করে। হঠাৎ তার মুখে কোন কথা জোগায় না। মনের কথাটা যেন বড্ড ধ'রে ফেলেছে নিভা।

হাসতে হাসতে নিভা বললে, ঠিক কিনা বলুন? গৌরীর চেয়ে আপনার ভাবনাই বেশী, না? কিন্তু কেন?

প্রকাশ যেন আরো অপ্রস্তুত বোধ করে। তার মনের প্রকৃত রূপটা যেন নিভা আজ দেখতে পেয়েছে!

নিভা তেমনি হেসে বললে, আপনি এত ভীতু, জানা ছিল না! সত্যি!

ব'লে হঠাৎ এমনভাবে নিভা গম্ভীর হ'য়ে যায় যে, প্রকাশের পৌরুষে লাগে। বিকৃতস্বরে প্রকাশ জিজ্ঞেস করে, তার মানে?

তেমনি হেসে নিভা বলে, এত সোজা জিনিসের মানে বুঝতে পারেন না! আশ্চর্য!

হঠাৎ এমন উল্টো অভিযোগে প্রকাশও কম আশ্চর্য বোধ করে না। কি বলতে চায় নিভা! তার বলবার কি আছে?

প্রকাশ বললে, তোমার কাছে যা সোজা আমার কাছে তা সোজা নাও হ'তে পারে! সংসারে শক্ত-সোজার ধারণা তো সকলের সমান নয়!

নিভা খিল্ খিল্ ক'রে উঠলো: ওরে বাবা, আপনি যে বড় বড় কথা আওড়াতে লাগলেন! মুখ্যু মানুষ অত কি বুঝবো?

প্রকাশ বললে, খুব বেশী বুদ্ধির দরকার হবে না। কোনটা সোজা, কোনটা বেঁকা, বোঝবার আশা করি বয়েস হয়েছে! ভাল-মন্দ বিচার করবার জ্ঞান হ'য়েছে।

হঠাৎ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার মতো নিভার মুখচোখের ভাব হ'লো। পরিহাস ছলে প্রকাশের একি মর্মান্তিক অভিযোগ! তার বয়েস হ'য়েছে মানে কি? পুরুষের মনে না ধ'রলে মেয়েমানুষের বয়সের প্রশ্ন ওঠেই বটে!

নিভার দৃষ্টিটা কেমন করুণ হ'য়ে ওঠে। এর চেয়ে যদি প্রকাশ তাকে সোজা-সুজি তিরস্কার করতো! বলতো, তোমার এখানে থাকার আর দরকার নেই। তোমার ওভাবে আসাটা অন্যায় হ'য়েছে! তুমি যাও!

নিভা হেঁট মাথায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তোমাদের বিব্রত করার জন্যে সত্যি লজ্জিত। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। বিশ্বাস করো, আর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে থাকতে আসি নি! গৌরীর শরীরটা খুব খারাপ, কচি ছেলে—তাই—

প্রকাশ কি ভাবলে কে জানে, বললে—আমি তো তোমাকে চ'লে যাবার কথা বলিনি!

কাঁদতে কাঁদতে নিভা বললে, আমার বয়েস হ'য়েচে, জ্ঞান হ'য়েচে! মুখে আর চ'লে যেতে বলতে হ'বে কেন!

প্রকাশ অপ্রস্তুত বোধ করে। ব্যাপারটা এতখানি গড়াবে সে আশা করে নি। নিভা তার যতই অস্বস্তির কারণ হোক, এভাবে তাকে আঘাত করবার ইচ্ছে প্রকাশের ছিল না। দোষ তারও কম নয়।

সান্ত্বনার স্বরে প্রকাশ বললে, কি মুশকিল, অমনি কাঁদতে আরম্ভ করলে! কি বল্লুম আর কি মানে করলে! পাগল হ'লে নাকি!

নিভা ফোঁপাতে লাগল, মরবার কোন জায়গা নেই, তাই প'ড়ে মরতে ছুটে এসেচি। লাথি-ঝাঁটা খাওয়া যার স্বভাব, সে কখনো ঠিক থাকতে পারে?

প্রকাশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সোহাগভরে নিভার হাতটা ধরলে, ছিঃ নিভা, কেঁদো না! আমাকে বিশ্বাস করো, ও ভেবে আমি বলিনি!

প্রকাশের হাতের মধ্যে ধরা দিয়ে নিভা শান্ত মেয়েটির মতো বললে, কে বললে আমি কাঁদচি!

একদিন প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে, কই, তুমি আর হাসপাতালে যাবে না?

গৌরীর নবজাতককে পায়ের ওপর চিৎ ক'রে শুইয়ে নিবিষ্ট মনে তেল মাখাতে মাখাতে নিভা বললে, সময় কোথায়? কেন? দেখতে পাও না!

প্রকাশ বললে, বাঃ, তা ব'লে তুমি কাজ ছেড়ে দেবে! পরের ছেলে মানুষ ক'রে তোমার লাভ?

নিভা কিছু না ব'লে আয়ত চোখ দুটো তুলে প্রকাশের মুখের ওপর চেয়ে থাকে। কে জানে প্রকাশের প্রশ্নে তার লাভ-লোকসানের কথা মনে হ'য়েছে কিনা। পরের ছেলে!

প্রকাশ বললে, না, পরের জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা উচিত নয় তা ব'লে।

সন্তর্পণে নবজাতককে পায়ের উপর উপুড় ক'রে নিভা প্রকাশের কথার জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। নিঃশব্দে হাসলে কেবল।

প্রকাশ বললে, হাসির কথা নয়। বার বার তুমি—

কথাটা সম্পূর্ণ করবার আগেই নিভা ঝঙ্কার দিয়ে বললে, তুমি এখন যাও—পরে শুনবো। ছেলেটাকে চান করিয়ে দিই, কেঁদে সারা হ'য়ে গেল।

প্রকাশ নিরস্ত হ'য়ে বললে, ধাইমা!

নিভা বললে, হ্যাঁ, তাই। দোষ আছে কিছু? নিজের যখন নেই তখন পরের মানুষ ক'রতে হয়!

শুনে প্রকাশ কেবল হাসলে। নিভা আরো চ'টে গেল—তা ব'লে ছেলেটাকে তো আর মেরে ফেলতে পারি না! ঐ তো মায়ের শরীর! ব'লে একটা নিয়ে সামলাতে পারে না, আবার একটা!

প্রকাশ বললে, হোক, তুমি কাজ ছেড়ো না। আক্ষেপ থাকে, না হয় পূরণ করা যাবে।

ঠাট্টার ছলে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলেও দুজনেই চমকে উঠলো। একটা নিঃশব্দ ছিছিকার উভয়েই যেন অনুভব ক'রলে।

খানিক পরে নিভা মুখ তুলে চাইলে। সামনে পিতলের গামলার জলে রোদ্দুর পড়ে গলিত ধাতুর মতো টল্ টল্ করছে—তারই আভায় প্রতিফলিত নিভার মুখটা অদ্ভুত আরক্ত দেখাচ্ছে। ছেলেটার গা মোছাতে মোছাতে নিভা ধীর কণ্ঠে বললে, সবার আক্ষেপ কি সবাই দূর ক'রতে পারে! তা হ'লে তো কোন ভাবনাই ছিল না!

উত্তরে প্রকাশ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, গৌরী এসে সামনে দাঁড়াল।

চিঁ চিঁ ক'রে বললে, ছেলেটাকে তুমি মারবে দেখচি! কখন থেকে নাওয়াচ্চ!

স্ত্রীকে সামনে রেখে প্রকাশ স'রে গেল। গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, ও এখানে কি করছিল?

নিভা চুপ ক'রে রইল। গৌরীর প্রশ্নটা তার ভাল মনে হ'লো না। গৌরী বললে, ছেলের কথা কিছু নাকি?

নিভা বললে, না।

গৌরী বিকৃত স্বরে বললে, তা হ'লে কি? মস্‌করা শালীর সঙ্গে!

নিভা ছেলেটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে উঠে পড়ল। গৌরীর কথার উত্তর দিলে না।

গৌরী শ্লেষ ক'রে বললে, যত বুড়ো হচ্চেন তত ভাস পাচ্চেন!

ঘুরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে নিভা বললে, ওসব কিছু নয়। তোর দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই। আমার যাবার কথা জিজ্ঞেস ক'রছিলেন প্রকাশবাবু।

হঠাৎ গৌরী যেন হাত-পা হারিয়ে ফেলে: কেন! কেন? তোর যাবার কথা ও বলবার কে! ওঁর কথায় তুই এসেচিস?

নিভা মনে মনে হাসলে। অন্যমনস্ক হ'য়ে প্রকাশের ঔরসজাত পুত্রের মুখে সহস্র চুম্বন এঁকে দিলে অকারণে।

ক্লান্ত কণ্ঠে পিছন থেকে গৌরী বললে, তুই কারুর কথা শুনিস নি নিভাদি! বললেই অমনি যাবি নাকি! কুকুর বেড়াল পেয়েচে!

কে জানে সেদিন ললিত কথার আশ্বাসে গৌরী নিজের মনকে আঁখি

ঠেরেছিল কি না। নিভা থাকুক, এটা সত্যিকারের গৌরীর মনের কথা না, স্বামীর ওপর কর্তৃত্ব-ফলান মুখের কথা মাত্র? সেদিন তার অসুস্থ দেহ সামান্য পরিচর্যার আশায় অমন বিপরীত মনোভাব প্রকাশ ক'রেছিল? কে জানে কি!

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর লুকোচুরিটা নিভা অচিরেই বুঝতে পারে। প্রকাশ চায়নি সে চলে যাক, আর গৌরী চায়নি সে থাকুক। তবু আশ্চর্য, দু'জনের চাওয়া, না-চাওয়া দ্বন্দ্বের মাঝখানে নিভাকে থাকতে হ'য়েছিল। যদি বলা যায়, নিভাই সেদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প'ড়ে এই মনোভাবটা জাগিয়ে রেখেছিল তা হ'লে হয়তো সত্যি বলা হবে। ওদের মধ্যে পরস্পরকে বোঝার টানা-পোড়েন ছিল ব'লে, তার থাকাটা সম্ভব হ'য়েছিল।

সে-সব কথা আজ মনে করলে কি যেন হয় মনের ভেতর—নিজেকে কিন্তু ঠিক অপরাধীও আবার মনে হয় না। একটা নিরুপায় অবস্থার মধ্যে প'ড়ে খেই হারানোর মতো কি যে হাত-পা ছেড়ে দেওয়া ভাব! ভাল, মন্দ, সুনীতি, কুনীতি কোন বোধই ছিল না। নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে পাওয়ার সে যে কি মাদকতা! প্রকাশের ঐ ছোট্ট গৃহস্থালীটা ছাড়া আর যেন কোথাও কিছু ছিল না নিভার জগৎ সংসারে। কামনা চরিতার্থতার সে এক অদ্ভুত মোহাচ্ছন্ন ভাব!

সে-সব ভেবে আজ ঠিক লজ্জা পায় না নিভা। কিন্তু তার অপচ্ছায়া বর্তমানকে সুস্থ মনে নিতে কোথায় যেন বাধে। নিজের পরিপূর্ণতা কখন যেন তার অজান্তে দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে নিজের চোখে তাকে ছোট ক'রে

দিয়েছে। যা চেয়েছিল তা পায়নি, আর যা পেয়েছে তার বোঝাটা বহন করা সহজ নয় তার পক্ষে। বরং রেণুকাকীমার আশ্রয়ে দীন-হীন ভাবে আজীবন কুমারী হ'য়ে বেঁচে থাকলে এর চেয়ে সুখে থাকা যেত। যে সুখ আসেনি, যে আনন্দ পাওয়া যায়নি, আক্ষেপে এমন ক'রে কষ্ট পেতে হ'তো না তা হ'লে। সুখের মরীচিকা এমন দাহকর কে জানতো!

*　　*　　*　　*

সেই যাওয়া আর এই আসা! মাঝখানে ক'টা বছরই বা! যেন কত যুগ কেটে গেছে! নিজেকে আর চেনা যায় না। সহজ যা, তা কত দুরূহ, কঠিন হ'য়ে গেছে। পুরোন সম্বন্ধের দাবীতে অতঃপর অমলের সংসারে স্থান পেলেও নিজেকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না নিভা। নিভা মরে গেছে! ছি, ছি, শেষ পর্যন্ত একি করলে সে! সেদিন কেন যে পালিয়ে গেল, আজ আবার এভাবে ফিরে এসে কেন যে আশ্রয় চাইলে, বোঝাই যায় না। নিজেকে এত জটিল করার কি যে মানে হয়!

অমল বোধ হয় আর বাঁচবে না। সাংঘাতিক পীড়িত সে। সরবতীয়া চোখের জলে যতটা পারে ক'রছে। হঠাৎ নিভা এসে পড়াতে একটু বল-ভরসা পেয়েছে। কিন্তু অবাক সে কম হয় নি। এ ক'বছর উনি কোথায় উধাও হ'য়ে গিয়েছিলেন! অসুখের সংবাদই বা ওঁকে কে জানালে!

কড়া নাড়তে নিভার সঙ্কোচ হ'য়েছিল। সারদা দেবী নেই, আর কে তাকে অভ্যর্থনা করবে! একটু বোধ হয় অসাবধানে কি, অন্যমনস্ক হ'য়ে দরজাটা ছুঁয়েছিল কেবল, মনে হ'লো সারা বাড়িটা যেন নড়ে উঠলো—ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ব'লে চমকে উঠলো।

নিজেও নিভা কম বিচলিত হয়নি এই অভাবনীয় চিত্তবিক্ষেপে। আশ্চর্য শিহরণ বোধ করে সে আতঙ্কের, ভয়ের, বিস্ময়ের, অপরাধ-বোধের। সত্যি তার স্পর্ধাটা অসহ্য এখন এ বাড়ির কাছে!

নিজেকে শক্ত ক'রে নিভা দাঁড়িয়ে থাকে কতক্ষণ। আশ-পাশের পাহাড়ে পাহাড়ে নিঃশব্দে স্পর্শকাতরতা জাগে।

দরজায় সরবতীয়া এসে দাঁড়াল। চোখ ছল ছল বিস্ময়ে মুখের দিকে চাইলে। নিভা কিছু বলবার আগেই ভেতরে আসবার ইঙ্গিত ক'রলে।

মাথা নীচু ক'রে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় নিভার সারা দেহটা অবশ হ'য়ে যায়। না জানি কি দুর্দৈব তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে!

ঘরে এসে শান্ত হ'য়ে নিভা অস্ফুটে জিজ্ঞেস ক'রলে, খবর ভাল তো সব?

সরবতীয়া কোন সাড়া ক'রলে না। তেমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

নিভা স্বর-বিকৃতিতে বললে, কি খবর? অমন ক'রে আছ কেন! বাবু কোথায়?

সরবতীয়া বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললে, ভাইয়া বহুৎ বেমার!

ত্রস্ত পায়ে এগোতে এগোতে নিভা বললে, কোথায়? কি অসুখ?

সরবতীয়া অত শত জানে না, যন্ত্রচালিতের মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো নিভাকে। তার বলবার কিছু নেই।

মাঝের ঘরে রোগশয্যায় আপাদমস্তক মুড়ি দেওয়া অমলের দেহটা

দেখে নিভা মনে মনে হায় হায় ক'রে উঠলো। শেষে এই দেখতে সে এখানে ছুটে এল! ধরা দিতে এল একটা মুমূর্ষু, হতচেতন পৌরুষকে!

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নিভা অমলের পায়ের কাছে বসলো। সারদা দেবীর রোগশয্যার কথা মনে পড়ল—বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো। পায়ের তলার মাটিটা হঠাৎ যেন স'রে গেল।

সরবতীয়া কখন যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একলা একলা বড় ভয় করতে লাগল নিভার, মড়া আগলে ব'সে থাকার মতো। আর কখনো যদি অমল চোখ মেলে না চায়! সেকি প্রত্যাখ্যান? নিভা শুনতে চায়, মুখ ফুটে অমল কিছু বলুক একটা। অনেক আশা ক'রে সে যে এখানে ফিরে এসেছে! সত্যিকারের আশ্রয় যে সে এখনই চায়!

মুখ বুজে ঠায় রোগীর ঘরে ব'সে থাকা যায় না। শুশ্রূষার নামে নিজের মূল্যটা তুলে ধরতে হয়। সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে নিভার মনে হয়—এখন প্রাণপাত সেবা ক'রে অমলকে যদি ভাল ক'রতে পারে সে, তা হ'লে নিজেকে আবার সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। স্বৈরাচারের কলঙ্ক বিধৌত ক'রে, শুচিশুভ্র গৃহিণীর পদে অভিষিক্ত হতে পারবে। যে হৃদয়াবেগে সেদিন অমল চোরের মতো তাকে কাছে টানতে চেয়েছিল, রোগমুক্ত হ'য়ে তার সমস্ত আবিলতা কেটে গিয়ে পরম প্রার্থনায় তাকে পাশে বসাবে—গৃহলক্ষ্মীর আসনে সমাদৃতা!

জানালাগুলো বন্ধ থাকায় ঘরটা অন্ধকার। একে একে সমস্ত জানালা নিভা খুলে দিলে। ওষুধ-পত্তরগুলো নেড়ে-চেড়ে গুছিয়ে রাখলে। তবুও রোগীর কোন সাড়া নেই, তেমনি বেহুঁস, আচ্ছন্ন।

একবার নিভার ইচ্ছে করে ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। মুমূর্ষুকে জাগায়। মরবার আগে তুমি আমাকে গ্রহণ ক'রেচো ব'লে যাও। দেখো আমি এসেচি!

মুখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে চোখ দুটো বাষ্পাকুল হ'য়ে এল। হৃদয় পাষাণ-ভারের মতো বোধ হ'লে নিভা এসে আবার অমলের পায়ের তলায় মাথা নীচু ক'রে বসল। হয়তো আর ভাবতে পারে না ব'লে মাথাটা এখনো দয়িতের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে না।

খানিক পরে সরবতীয়া ফিরে এলে নিভা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ট্রেনের ক্লান্তি দূর কর'তে আজ তার মুখ-চাওয়া কেউ নেই। স্থতরাং নিজে থেকে ব্যবস্থা ক'রতে হয়।

স্নান সেরে ছাদের ওপর কাপড় মেলে দিতে নিভা ওপরে উঠে এল। পাহাড়পুরের সকালবেলার এত রোদ নিভার চোখে আজ ভাল লাগে না। ওপর থেকে আর পাঁচ দিনের মতো সহরতলীটাকে মনে হ'চ্ছে না—জট পাকান স্থতোর মতো বিরক্তিকর এই পরিবেশ, খেই-হারান আদিগন্ত। মাথাটা যেন ঘোরে নিভার। হঠাৎ কেমন প'ড়ে যাবার ভয় হয়। টলতে টলতে নিভা নীচে নেমে আসে। সারদা দেবী তার জন্যে যে ঘরটা নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন সে-ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ায়। শূন্যদৃষ্টিতে খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে পথের ওপর—যে পথ উঁচু-নীচু, বাঁকা-চোরা হ'য়ে অদূরে কোথায় মিলিয়ে গেছে—ঐ শাল-সেগুন আর দেবদারু বনে যার সন্ধান হয়তো খুঁজলে পাওয়া যাবে। তার পর? পথ কোথা যায়? কতদূর যায়? সারা জীবন কতখানি পথ মানুষ হাঁটতে

পারে? কোথাও এসে পথ কি একেবারে শেষ হ'য়ে যায় না নিশ্চিহ্ন হ'য়ে?

একূল, ওকূল দু'কূল হারানোর মতো নিভার মনটা শূন্য হ'য়ে যায়। সেই যখন চ'লে গেল আবার কেন ফিরে এল? অমলের অবর্তমানে কিসের দাবিতে সে এখানে থাকবে? বার বার কেউ তাকে ক্ষমা করবে না। স্বৈরিণী, বিশ্বাসঘাতিনী সে! সত্যিকারের কাকে রেখে কাকে সে চেয়েছিল, বলুক না এখন স্পষ্ট ক'রে মুখ ফুটে। লজ্জা কি! তার কোন মুখ আছে কি?

হঠাৎ একদিন এর মধ্যে রেণুকাকীমা এসে উপস্থিত। জামাই-এর গৃহে নিভাকে অধিষ্ঠিতা দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন ব'লে মনে হ'লো না। প্রকাশের বড় ছেলেটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে গৌরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, নাও বাছা, তোমার ছেলে তুমি রাখো! আমার সাধ্যে কুলবে না। উঃ, পরস্য পর দণ্ড!

গৌরী কিছু বলবার আগেই তিনি আবার বললেন, কেন, দেখবার তোমার লোকের অভাব কি! নিভাকে তো রেখেচো!

মার কথার নির্গলিতার্থ গৌরীর বোধগম্য হয় না। বললে, কি করি, ও ছিল—তবু হাতটা মুখে উঠচে, না হ'লে কি যে হোত! জানো তো আমাদের অবস্থা!

রেণুকাকীমা এদিক-ওদিক চেয়ে নীচু ক'রে বললেন, অবস্থা নেই ব'লে নিজের কপাল কেউ পোড়ায় নাকি!

গৌরী না বুঝে মার মুখের দিকে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল ক'রে। এতে কপাল পোড়ানোর কথা এলো কোত্থেকে ? নিভাদি এসেছে তা হয়েছে কি ? বরং তার উপকারই হয়েছে।

মেয়েকে রেণুকাকীমা আর কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, নিভা এসে সামনে দাঁড়াল। স্মিতমুখে নুয়ে প'ড়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম কর'লে।

রেণুকাকীমা জ্র তুলে বললেন, তুই যেন কোথায় থাকতিস ! কি পড়তিস না ?

নিভা চুপ ক'রে রইল। গৌরী বললে, আমার ছেলের জন্যে ও পড়া ছেড়ে দিয়েচে।

রেণুকাকীমা অবিশ্বাসের স্বরে বললেন, তাই নাকি ! গৌরী বললে, ছেলেটাও এমন, মাসী ছাড়া একদণ্ডও থাকবে না ! ও-ই তো সব করে।

স্তিমিত চোখ দুটো কুঞ্চিত ক'রে রেণুকাকীমা বললেন, না-বিইয়ে কানাইয়ের মা ! বেশ !

স্মিত মুখটা নিভার অন্ধকার হ'য়ে যায়। গৌরী লক্ষ্য ক'রে বললে, ওর মতো আমি কখনো অমন ক'রে যত্ন কর'তে পারতুম না ! নিভাদি যাদু জানে !

রেণুকাকীমা আর কিছু বললেন না। কিন্তু যাবার সময় মেয়েকে আড়ালে সাবধান ক'রে দিয়ে গেলেন। সোমত্ত মেয়ে দিয়ে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য এলেও সুখ আসে না। নিজের স্বামীকে কি তুই চিনিস না, হতভাগী ! মনে কি নেই সে-সব কথা ?

হয়তো মার কথা ঠিক। নিভাদিকে বিশ্বাস কি ? নিজের সঙ্গে তুলনা ক'রলে ওর নখের যুগ্যি এখন তার রূপ নয়। ক' বছরে কি সুন্দর দেখতে

হয়েছে নিভাদিকে—রূপ যেন ফেটে বেরচ্ছে! স্বামী হ'লেও চোখ দুটোকে গৌরী সজাগ রাখে!

কিন্তু মুশকিল হয় নিজের শরীরটা নিয়ে। দিন দিন কেমন যেন বেমজবুৎ হ'য়ে আসছে। সে-ই নিভাদির মুখাপেক্ষী। সবে দুটো, এর পর যখন মার মতো হবে—ভাবতে গৌরী ভির্মি যায়। বীতস্পৃহায় সংসারের উপর ঘেন্না ধরে। যেখানে যা খুশী হোক! স্বামীই বা কি আর ঐ মেয়েটাই বা কি, কতটুকু ক্ষতিই বা তার হবে! সন্দেহ ক'রতে গেলেও তো শরীরে সামর্থ্য থাকা চাই!

তবু মাঝে মাঝে তেতো মুখে বেঁকিয়ে কথা বলে গৌরী। মার কথা মিথ্যে হবে না কি!

রোজই প্রায় নিভা চুল বাঁধবার জন্যে গৌরীকে পেড়াপিড়ি করে: চুলগুলো যে গেল! বস, বেঁধে দিই!

মেজাজ ভাল থাকলে গৌরী নিজে থেকে ফিতে-কাঁটা-চিরুণী নিয়ে এগিয়ে আসে—বিরল কেশ প্রসাধনে আগ্রহ দেখায়।

না তো, কোন জবাব দেয় না। মুখ গোঁজ ক'রে ব'সে থাকে।

নিভা তাড়া দিলে গৌরী বলে ওঠে: আমার চুল বেঁধে, বিবি সেজে আর কি হবে! যার সাজা দরকার তিনিই সাজুন—ঝাঁটার কাটির মতো ক'গাছা চুলে কি আর কারো মন উঠবে!

আশ্চর্য এমন কটাক্ষেও সেদিন নিভা কিছু মনে করে নি। কি যে ঝোঁক চেপেছিল সেদিন কাদায় গুণ ফেলে থাকবার! বিবি সাজবার সখও কম হয়নি নিভার!

রান্নাঘরের এক কোণে অন্ধকারে চোরের মতো দাঁড়িয়ে চুলের বোঝাটা খুলে দিয়ে চিরুণীর দাঁতে জট ছাড়াতে ছাড়াতে সমস্ত দেহটা নিভার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল—অহেতুক ভয় না, পুলক, নিভা বুঝতে পারেনি। নিজের আরক্ত মনটা উনুনের চাপা আঁচের আভায় যেন প্রতিফলিত হ'য়েছিল সেদিন। গৌরী তার মনটাকে খুঁচিয়ে দিলে না তো? এ কি সর্বনাশ!

তারপর সত্যিকারের সর্বনাশ একদিন তার হ'লো বৈকি। আত্মপক্ষ সমর্থনে নিভার আর বলবার কিছু ছিল না। লজ্জারও কিছু নেই। প্রকাশ তাকে ধরতে চেয়েছে সে ধরা দিয়েছে। অত—শত সে সেদিন ভাবতে পারেনি। কেমন একটা 'বেশ করেছি—আরো করবো' ভাব সে দেখিয়েছিল গৌরীকে! লজ্জা যেন গৌরীরই হওয়া উচিত।

গৌরী কটু কথায় হৈচৈ বাধিয়ে তুলেছিল। নিভাকে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে বলেছিল, না হ'লে কুরুক্ষেত্র ক'রে তুলবে বলেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেই বোধহয় বাপের বাড়ি গিয়ে উঠতে হতো। প্রকাশের সে কি রাগ নিভার পক্ষ সমর্থন ক'রে! স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুরাগের অভাব দেখে সেদিন নিভা মনে মনে খুশী হয়েছিল। নিজ মূল্যের পরোক্ষ মর্যাদায় উল্লসিত হয়েছিল। মনের কোণে কোথায় যেন একটা প্রতিহিংসা চরিতার্থতার তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল এতদিন পরে। সংসারে কারো জন্যে তার দুঃখ নেই, কারো জন্যে তার সমবেদনা নেই, সে যা করছে তারও কোন কৈফিয়ৎ নেই! আর চারা থাকলেই বা তার কি!

শেষে গৌরী কেঁদে কেটে একশা ক'রে লোক জানাজানি ক'রতে নিভা বোধহয় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মেয়ের সাহায্যে রেণুকাকীমা আসবার আগেই প্রকাশের আশ্রয় ছেড়ে নিভা চ'লে এসেছিল। সব কথা আজ মনে নেই, কিন্তু কি শাপান্তই না সেদিন গৌরী তাকে ক'রেছিল। শুধু বিশ্বাসঘাতিনীই সে নয়, কুলটা!

গৌরী আরো বলেছিল, কোথাও যেন তার স্থান না হয়। জগৎ সংসার যেন তাকে চিনে রাখে, কলঙ্কিনীকে দূর দূর করে। তার মুখে-চোখে যেন কলঙ্কের চারা বেরোয়। দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে যেন সে মরে।

প্রকাশের ওখান থেকে সোজা হাসপাতালে নিভা ফিরে এসেছিল। অসমাপ্ত শিক্ষাটা সমাপ্ত ক'রতে চেয়েছিল। কিন্তু তার কোন সুবিধা হয়নি। বিনা কারণে এতদিন অনুপস্থিত থাকায় হাসপাতালের কাজটা তার নষ্ট হ'য়েছিল। অতঃপর কি ক'রবে কোথায় যাবে ভাবতে ভাবতে যখন সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছে, তখন পিছন থেকে কে এসে তার কাঁধে হাত দিলে। নিভা চেয়ে দেখলে, এক সময় তার সঙ্গে মেয়েটি কাজ করেছিল। সমসাময়িক।

মেয়েটি জিজ্ঞেস ক'রলে, এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? ঠিক এ অবস্থায় পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আলাপ করবার মেজাজ নেই নিভার। তবু পরিচিত মেয়ে ব'লে মুখের উপর রূঢ় হ'তে পারলে না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, এই, এই,—

আর কিছু নিভা স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে না। গলার স্বর কেমন জড়িয়ে যায়।

কি ভেবে মেয়েটি নিভার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে।

হাসপাতালের বাইরে এসে মিনতি জিজ্ঞেস ক'রলে, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে ভাই ?

নিভা চুপ ক'রে রইল, কোন উত্তর দিলে না। আর কি উত্তরই বা সে দেবে! এই মুহূর্তে নিজের কাছেও সে যে কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না, কে সে? এ কোথা থেকে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কেন? ঠিক অনুতাপ বা অনুশোচনা নয় কৃতকর্মের জন্যে। কেমন যেন বিহ্বলতা—মত্ত অবস্থা! বার বার নিজেকে হারিয়ে খোঁজার অদ্ভুত ব্যাকুলতা!

মিনতি বললে, ছুটির দরখাস্তও যদি একখানা ক'রে যেতে তা হ'লে মুখের ওপর অমন 'না' ক'রতে পারতো না। কি হ'য়েছিল ?

কি হ'য়েছিল ?—চোখ তুলতে গিয়ে চোখের কোণ থেকে দু'ফোঁটা অশ্রু বোধহয় ঝ'রে পড়েছিল নিভার। না না, কিছু হয় নি তার।

মিনতি লক্ষ্য ক'রে বললে, থাক্, আর বলতে হবে না।

বললেই যেন ছিল ভাল, মনটাকে হাল্কা করা যেত। অমিয়াদির আশ্রয়ে থেকে এখানে আসা-যাওয়া ক'রতে ক'রতে সহকর্মিণীদের সম্বন্ধে সেদিন যে-ধারণা নিভা পোষণ করতো আজ তার যেন রদবদল হয়। সেদিন নিজেকে এদের থেকে যতই কেন না পৃথক ক'রে রাখুক, আজ যেন সংযোগটা খুব নিকট মনে হচ্ছে। তারই মতো সুখ-দুঃখ-সংশয়ে ভরা জীবন আর সব মিনতিদের। সমধর্মিণী, আপনার জন এরাই। মনের কথা অকপটে এদের কাছে বলতে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। সেদিনকার অশোভন মনোভাবের জন্যে নিভা মনে মনে নিজের কাছে ক্ষমা চেয়ে

নেয়। ছি, ছি, নিজেকে অহেতুক বড় ক'রে দেখার একি মর্মান্তিক পরিহাস!

চোখ নামিয়ে নিভা বললে, কিছু তো হয়নি! আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলুম।

মিনতি বললে, ও, সেই যাঁর স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন?

নিভা কিছু বললে না। কে, কি বৃত্তান্ত এত কথা তার কইতে ভাল লাগে না। কোথায় যেন তার জ্বালা ধরে ঘা খুঁচিয়ে দেওয়ার মতো। তা'ছাড়া একটা প্রচণ্ড অভিমান হয়—কি লোভে, কি ভেবে আবার সে প্রকাশের আশ্রয়ে মাথা গুঁজতে গিয়েছিল? মরবার আর তার জায়গা ছিল না—সুখে থাকতে তাকে ভূতে কিলোলো! ছি, ছি, এ ভুল না, উদ্দাম মনোবাসনার বিকৃত বিলাস?

নিভাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে মিনতি বললে, কি করবে! চলো আমার ওখানে—পরে ভেবে-চিন্তে যা হোক একটা করা যাবে!

সব ভাবনা-চিন্তা নিজে হাতে শেষ ক'রে দিয়েছে, আবার কি ভাববার আছে নিভা ভেবে পায় না! মিথ্যে ভেবে আর লাভ কি! নিভা ইতস্তত করলে।

মিনতি বললে, কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

নিভা বললে, না, তুমি যাও।

মিনতি জিজ্ঞেস করলে, কেন কি হ'লো! যেতে আপত্তির কি আছে?

উত্তরে কাঁদলেই যেন ভাল করতো নিভা। রুদ্ধকণ্ঠে বললে, আমার আর কোথাও যাবার মুখ নেই—তুমি যাও ভাই!

মিনতি নিভার হাত ধ'রলে, আর কোথাও না থাক আমার ওখানে থাকবে। তুমি চলো।

নিভা নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললে, আমি বিশ্বাসঘাতিনী, দ্বিচারিণী !

নিভার কথা শুনে মিনতি কি ভাবলে কে জানে। তাকে কাছে টেনে বললে, তা হোক, চলো। দেখছো না কেমন ভিড় জমে গেছে !

লজ্জা ঢাকতেই নিভাকে মিনতির সঙ্গ নিতে হয় শেষ পর্যন্ত।

এমনি একদিন স্বেচ্ছায় অমলের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে ভীত শশকের মতো অমিয়াদির আশ্রয়ে মাথা গুঁজেছিল—স্বাবলম্বিনী হ'বার প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু কি হ'লো শেষ পর্যন্ত ? সেই ফিরে ফিরে আপন কক্ষে ঘুরে আসা। জাগরণে স্বপ্ন দেখার মতো একি গন্ধ-মদির ভাব ! অমিয়াদি কত না চেষ্টা ক'রেছিলেন তার জন্যে—কত না মর্যাদা দিয়েছিলেন তার নারীত্বকে ! কিন্তু কিছু কি সে রাখতে পারলো, না কিছু ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় ক'রলো ? এখন দাঁড়াবে সে কিসের জোরে ? কাকে অবলম্বন করবে ? কি সর্বনাশটা সে যে ক'রলে নিজের !

মাথা নীচু ক'রে মিনতির পিছন পিছন নিভা চলতে লাগল। শুধু কি সংশয়, কত না লজ্জা তার এই অনুসরণে ! মনে হয়, রেণুকাকীমার মতো অপরিচিত পথচারীরাও তার কীর্তিকলাপ জেনে ফেলেছে—তাকে লক্ষ্য ক'রে মনে মনে হাসছে—নিঃশব্দে ছি-ছিকার দিচ্ছে !

শেষ পর্যন্ত জোর ক'রে যদি সে প্রকাশের ওখানে থাকতো তা হ'লে এমন লজ্জায় পড়তে হ'তো না তাকে। গৌরী কি ভাবে, গৌরীর মা কি

মনে করেন—তার ভাবনার কি দরকার ছিল! আর এতো ক'রেও যদি সেখানে সে নিজের স্থায়ী আশ্রয় ক'রে নিতে না পারলো তা হ'লে ক'রলো কি! ধিক তাকে! বারে বারে ধরা দিতে গিয়ে মনের সঙ্গে একি লুকোচুরি!

আত্মপক্ষ সমর্থনে নিভার আর কিছু বলবার থাকে না। এখন ভিখারিণীর ভিক্ষাপাত্র সার!

নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে মিনতি বললে, সত্যিই কি তোমার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই?

না। অন্যমনস্কের মতো নিভা বললে নতুন আশ্রয়ে নিঃশব্দে মাথা গুঁজে! কি জানি কেন নিজেকে তার চোরের মতো মনে হ'চ্ছে।

তা হ'লে এতোদিন যেখানে ছিলে তারা তোমার আপনার নয়?—মিনতি জিজ্ঞেস ক'রলে।

না। তেমনি জড়তা প্রকাশ পায় নিভার কণ্ঠস্বরে।

এর আগে?—জেরা ক'রতে গিয়ে মিনতি থেমে যায়। হয়তো ভাবে প্রশ্নটা এত তাড়াতাড়ি করা উচিত হয়নি।

নিভা বললে, এর আগে যেখানে ছিলুম সে-ও নিজের নয়—তার আগে? তাও কি—

হঠাৎ নিভা থেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মিনতির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে: তা হ'লে?

নিভা উত্তর দেয় না, চুপ ক'রে থাকে। মিনতিও চুপ। হয়তো মনে মনে বোঝে, তাদের জীবনে 'তা হ'লে' ব'লে কোন প্রশ্নের জবাব নেই—

থাকলেও তার পুনরুক্তি অশোভন। তা হ'লে কিছু নয়, ভেসে বেড়ান!

বাইরের ঘরে নিভাকে বসিয়ে রেখে মিনতি ভেতরে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। হয়তো বাড়ির আর পরিজনদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রতে। নিজে যা ভেবে ডেকে আনুক বান্ধবীকে আর পাঁচজন কি ভাববে তার যাচাই না-হওয়া পর্যন্ত সদরে অপেক্ষা ক'রতে হবে নিভাকে।

একা ঘরে ব'সে থাকতে থাকতে মাথার ভেতরটা নিভার কেমন যেন ক'রতে থাকে। তার কোথায় যেন শ্লাঘায় বাধে। সে এত ছোট নয় যে, উপযাচক হ'য়ে কারো আশ্রয় ভিক্ষা ক'রবে!

না, না, কিসের জন্যে সে এই ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ক'রবে? কার ভয়ে সে এমনি ক'রে পালিয়ে বেড়াবে? কার ভালর জন্যে নিজেকে সে বার বার এমনি ক'রে বঞ্চিত করবে? গৌরী, রেণুকাকীমা তার কে? প্রকাশ তো তাকে চ'লে আসতে বলেনি।

মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শিউরে উঠে দেহের মধ্যে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎস্পর্শ যেন ব'য়ে যায়। না, না সে কিছু নয়! তার সর্ব-দেহের রক্তকণিকার উল্লাস একদিন শান্ত ক'রে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যে অরূপ-রূপের জন্ম হবে তার জন্যে নিভা ভয় করে না। ভয় তার কাউকে নয়। নিজেকেই তার যত ভয়!

মিনতি ফিরে এসে বললে, ওকি, উঠলে যে!

নিভা বললে, না, যাই এবার।

সে কি! মিনতি অবাক হয়, থাকবে না? আমি ব'লে এলুম!

না। অনেক ধন্যবাদ ভাই! আমি চল্‌লুম। পা নিভার বাড়ান ছিল।

হঠাৎ আবার কি হ'লো! বেশ, না থাকতে চাও না-থেকো। আজকে দিনটা তো থাকো, খাও-দাও বিশ্রাম করো। পথ-আগলে ঘুরে মিনতি বললে।

না। আর একদিন এসে থাকবো ভাই, আজ না। মিথ্যে বলেছিলুম তোমাকে, আমার থাকবার জায়গার ভাবনা কি! নিভার স্বরে হঠাৎ কৌতুক ফুটে ওঠে, যেন বড় রহস্য ক'রেছিল সে বান্ধবীর সঙ্গে।

পথ ছেড়ে মিনতি স'রে দাঁড়াল। তার আর বলবার কিছু নেই।

দু'পা গিয়ে এক পা পিছিয়ে এসে নিভা থমকে দাঁড়াল মুহূর্তের জন্যে, তারপর দেহটাকে গুটিয়ে নিয়ে হঠাৎ নীচু হ'য়ে মিনতির পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে গদগদ স্বরে বললে: সত্যি যদি কোনদিন আশ্রয়ের দরকার হয় তোমার এখানেই আসবো! তখন স্থান দিয়ো, ঘৃণা ক'রে দূরে সরিয়ে দিয়ো না।

কিছুই মিনতির বোধগম্য হ'ল না। নিভার একি ভাবান্তর! মিনতি হৈ-হৈ ক'রে উঠলো, ওকি, ওকি? ওকি করলে!

নিভা উত্তর দিলে না—অপ্রস্তুতের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর নিজ হাতে জীবনটাকে শেষ করা যেন সহজ মনে হ'য়েছিল নিভার। কোন রকমে অন্যমনস্ক হ'য়ে গাড়ি-ঘোড়ার তলায় পড়া! ব্যস, এক নিঃশ্বাসে সব চুকে যাবে—খোঁজাখুঁজির আর কিছু থাকবে না। 'একে ছেড়ে ওকে' ক'রে বেড়াতে হবে না। ভালমন্দের কোনই বোধ থাকবে না।

অপঘাতে মৃত নিজের দেহটা যেন নিভা প্রত্যক্ষ করতে পারে! কত

সামান্য আঘাতে প্রাণবায়ু নির্গত হ'য়ে গেছে দেহ থেকে! কত লোক ভিড় ক'রে সেই হতচেতন, শায়িত দেহটা দেখছে! কে জানে এ সত্যিকারের অপঘাত না, স্বেচ্ছামৃত্যু? মৃত দেহের কোথাও এতটুকু আঁচড় লাগেনি, বেশবাসের এতটুকু হের-ফের হয়নি। সকলেই বিস্মিত হয় এ কি হ'লো? কেন এমন হ'লো? পথের মাঝে এমন কুসুম ভ্রষ্ট কেন?

তা ব'লে সত্যি নিভা গাড়ি চাপা পড়ে নি। গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তাটা পার হ'তে গিয়ে কি রকম যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল সে একবার। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হ'য়েছিল, পা দু'টো যেন মাটি কামড়ে ধরেছে—কিছুতেই আর ওঠান যাবে না। এই মুহূর্তেই সব শেষ হ'য়ে যাবে—বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ থেঁতলে বিকৃত হ'য়ে যাবে! পথের কুকুরের পথের মাঝে অসাবধানে পঞ্চত্ব পাওয়ার মতো। কি বিভৎস সে দৃশ্য! কিন্তু কত সহজ!

গাড়িটা কখন পিছনে এসে নিঃশব্দে থেমে গেছে, মাত্র চুলের ব্যবধান। হঠাৎ টের পেয়ে চোখ ফিরিয়েই নিভার মাথাটা ঘুরে গেল—পড়তে পড়তে গাড়িটার মাথাটা ধ'রে কোন রকমে সামলে নিলে।

সঙ্গে সঙ্গে চালক দরজা খুলে নেমে এসে বললে, মাপ করবেন! চোট লাগেনি তো?

ততক্ষণে নিভা সামলে উঠেছে। ফুটপাতে পা ছুঁইয়েছে।

চালক বললে, কিছু যদি না মনে করেন আপনাকে পৌঁছে দিই। আসুন।

নিভা উত্তর না দিয়ে ইতস্তত করে। মুখ ঘুরিয়ে এবার যেন ভাল ক'রে দেখতে পেল, মালিক-চালক একাই সব—গাড়িতে আর কেউ নেই। পথের মাঝখানে কৌতুক করবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গা-টা বোধহয় নিভার জ্বালা ক'রেই ওঠে—কি বেয়াদপি! কড়া উত্তর একটা দেবে না কি মুখের উপর? অসভ্য কোথাকার!

তবু চালক গাড়ির দরজা খুলে অনুরোধ করে, আসুন না, কোথায় যাবেন?

আশ্চর্য, নিভা কিন্তু উত্তর দিলে একেবারে ভিন্ন সুরে—ভেতরে-ভেতরে জমে-ওঠা বিরক্তির এতটুকু উত্তাপ প্রকাশ পেল না। মনে হ'লো গাড়ি চাপার শোধ হিসেবে এইটুকু সে যেন কামনা করছিল।

বাধিত কণ্ঠে নিভা বললে, না, থাক। আমি যেতে পারবো।

সপ্রতিভ চালক বললে, আসুন না!

আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা যায় না। নিভা আস্তে আস্তে এসে গাড়িতে উঠলো। সত্যিকারের চাপাই যদি সে পড়তো তা হ'লে এই গাড়িতে চড়েই তাকে হাসপাতালে যেতে হ'তো। রাস্তার লোকই চালককে বাধ্য করতো তাকে নিয়ে যেতে—তার শুশ্রূষার যথোচিত ব্যবস্থা করতে। যাক, তবু তো কিছুটা হাঁটার কষ্ট লাঘব হবে! মন্দ কি!

একটা বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে ব'লেই কি গাড়িটা এত মন্থর-গতি? চলছে কি চলছে না, বোঝাই যায় না।

কিন্তু এক সময় একেবারে যখন গাড়িটা আর চলবে না, পথের মাঝখানে থেমে গিয়ে পিছন ফিরে চালক তার গন্তব্য জিজ্ঞেস করবে, তখন নিভা কি উত্তর দেবে?

মনে মনে নিভা কামনা করে গাড়িটা যেন আর না থামে—কারো যেন খেয়াল না হয় গন্তব্যে পৌছোবার। যেমন চলছে, তেমনি চলুক মন্দাক্রান্তা তালে। কেউ কাউকে আর কোন প্রশ্ন যেন না করে।

পথ ক্রমে নির্জন হ'য়ে আসে। গাড়ির গতিটাও আপনা থেকেই কেমন যেন মন্দ বোধ হয়। এইবার যদি থামে চালক, যদি মুখ ফিরে চায়?

অস্ফুটে নিভা বললে, থামুন!

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থামিয়ে পিছন ফিরে সপ্রতিভ চালক বললে, নামবেন এইখানে?

ততক্ষণে নিভা গাড়ি থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছে। স্খলিত আঁচলটা পিঠ ঘুরিয়ে মাথার ওপর তুলতে তুলতে জড়িত কণ্ঠে সে বললে, ধন্যবাদ! ভাগ্যে চাপা পড়িনি!

কি মনে হয় চালকের, হঠাৎ সরস্ কণ্ঠে ব'লে ওঠে, তাতে আমারই দুর্ভাগ্য!

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিভা মুখোমুখি চেয়ে দেখে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কেমন যেন শিহরণ বোধ করে। একি! এ কে? সম্পূর্ণ নতুন মানুষ।

মুখ নামিয়ে নিভা জিজ্ঞেস ক'রলে, কেন?

চালক হাসলে। হয়তো ভাবলে খুঁজে-পেতে উত্তর দিলে এ দৃশ্যের নাটকীয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। হাত তুলে নমস্কার ক'রে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

নিভা আর একবার চোখ তুলে দেখলে। অদ্ভুত এক মানসিক বিপর্যয়ে নীতিবিগর্হিত আকাঙ্ক্ষায় সে কেঁপে ওঠে। আবার গাড়িতে উঠে বসবে নাকি?

ভাগ্যে স্টার্টের শব্দে চালক তার অস্পষ্ট কথা শুনতে পায়নি! ছি, ছি, নিজেকে পথের মাঝখানে বিলিয়ে দেবার জন্যে সেদিন সেই মুহূর্তে অমন উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠেছিল কেন সে? নিজের কথা এত ক'রে বলবার জন্যে

চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল কেন? গাড়ি চাপা না দিয়ে গাড়িতে তুলে সৌজন্য প্রকাশ করেছিল ব'লে, না আর কিছু? কিন্তু কি তা? মাথায় তোলার মত কিছু কি?

গাড়িটা চ'লে যেতে অনেকক্ষণ নিভা নিশ্চেষ্টের মতো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ মনের জোর তার কোথায় উড়ে গেছে। নীরস তরু যেন।

কিছুক্ষণ কোন সাড়া থাকে না—কোন বোধও না নিজের কাছে নিভার। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে না কি? কোথায় আশ্রয় পাবে সম্মানের?

তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেকটা পথ নিভা অতিক্রম ক'রলে। কতবার তার এমনি মনে হ'য়েছিল, যে-কোন একটা বন্ধ দ্বারে আঘাত করলেই তার জন্যে অর্গল মুক্ত হ'য়ে যাবে। অযাচিতভাবে অভাবিত অভ্যর্থনা সে পাবে। শুধু তার দিক থেকে একটু সাহসের দরকার। কিন্তু সে-সাহস সৃষ্টিছাড়া হবে না কি? এক সময় নিজের ওপর কেমন বিতৃষ্ণা বোধ করে নিভা—মূল্যহীন নারীত্বের দাম কি? কই, কেউ তো তাকে লক্ষ্য ক'রছে না, সমাদর ক'রছে না! তার বিভ্রান্ত, দিশাহারা ভাব কারো কি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে, না, কেউ তার কি নাম, কি ধাম জিজ্ঞেস ক'রছে?

কি ক'রে নারী বিপথগামী হয়? কি ক'রে নারী তার চারপাশে অবাধ পুরুষের চাটুবাদের কলগুঞ্জন তোলে? কই, সে তো পারছে না! ছিন্ন বাধা, সহজ গম্যা, তবু তো কারো দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পারছে না!

একটা পার্কের মধ্যে ব'সে নিভা অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রলে। আকাশের রঙ ক্রমে ফিকে হ'য়ে এল, ছেলেদের খেলা থামলো, নির্জন হ'লো হাফ-

ফেলা অবসর। আশপাশে কৃষ্ণচূড়ার চ্যুত কুসুমের ভীরু গন্ধ উঠলো। বাসায়-ফেরা কাকের কলরবে সন্ধ্যামণি চমকিত।

ক্লান্ত আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখলে নিভা। আশ্চর্য মনে হলো তার চরাচর—একি মৌন, একি নির্লিপ্ত! যদি এই তৃণখণ্ডে সে আর কোনদিন না এসে বসে, এমনি ক'রে আকাশের দিকে চোখ তুলে চেয়ে না দেখে, তা হ'লে কি এই দৃশ্যের কোন হেরফের হবে, না, মাঠের ঘাসের সবুজের রঙ কিছু বদলাবে? সে যখন থাকবে না, এই মাঠ, এই ঘাস, এই আকাশ থাকবে তো!

মাথার ওপর কি একটা পাখী একলা একলা উড়ে গেল। দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালনে সঙ্গীহারা-জনিত ভয় তার স্পষ্ট। বেদনায় নিভার বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

মনে হ'য়েছিল নিঃশ্বাসের স্পর্শেই বুঝিবা দুয়ারে আঘাত লেগে শব্দ হবে। নিভা দোরগোড়া থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিল। খানিকক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে অপেক্ষা ক'রেছিল—যদি কেউ নিজে থেকে দরজা খুলে দেয়! এ গৃহে পুনঃপ্রবেশের অধিকারের কথা মনে মনে সে ভেবেছিল। দরজা আপনি খুললেও তাকে নিয়ে যে আবার আপনি বন্ধ হ'য়ে যাবে, তার ঠিক কি! সে কি অমার্জনীয় অপরাধ করেনি অমিয়াদির কাছে? অকৃতজ্ঞা!

এরি মধ্যে কখন নিভা কড়া ধ'রে নাড়া দিয়েছিল মনে ক'রতে পারে না। বুলা এসে দরজা খুলে দিলে, কোন কিছু বলবার আগেই নিভা হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়ল। উঠানটা পেরিয়ে যেন খেয়াল হলো, এ-ভাবে

দরজার বাইরে গ্যাসপোস্টের আলোয় নিভার চোখ দুটো চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে—দু' ফোঁটা অশ্রু যেন ঝরে পড়ে। মাসীর চোখে জল কেন, ভেবেই যেন বিস্ময় বোধ ক'রে বুলা অনেকক্ষণ খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর কিছুক্ষণের জন্যে সবটা কেমন শূন্য মনে হয়েছিল নিভার। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে অনন্ত গহ্বরে পড়ার মতো। এ পড়ার যেন শেষ নেই।

কতক্ষণ পরে রিক্সাওলা ডাকতে নিভার হুঁস হয়—তাই তো কোথায় যাচ্ছে সে!

রিক্সা থেকে নেমে অনেকক্ষণ সে সদর রাস্তার ওপর চিত্রার্পিতের মতো অপেক্ষা করে। যে গাছতলাটায় এসে সেদিন দাঁড়িয়েছিল তার কথাটা স্পষ্ট মনে পড়ছে আজ—বুড়ো একটা কৃষ্ণচূড়া—না ডালপালার বাহার, না কাণ্ডের বাহার, শেওলায় গা-ভর্তি, বাস-দাঁড়াবার টিনের চাকতিটা নির্দয় ভাবে আঁটা।

বিরামহীন জনস্রোতে সে কেবল থেমে গিয়েছিল কিছুক্ষণ। কোথায় যাবে? কার আশ্রয় পাবে?

এক এক ক'রে সবার কথা মনে পড়ছে। রেণুকাকীমা, অমল, প্রকাশ, অমিয়াদি, মিনতি। এ ছাড়া যেন তার কোথাও যাবার জায়গাও নেই আর। ঘুরে ফিরে ঐ একই বৃত্তে ফিরে যেতে হবে।

নিজের পায়ে দাঁড়াবার আর তার জোর নেই। একদিন মনের যে জোরে রেণুকাকীমার আশ্রয় ছেড়েছিল, একদিন মনের যে চেতনায় অমলকে ছেড়ে চ'লে এসেছিল—আজ তার কিছু অবশিষ্ট নেই। নিজের পায়ে নিজেই সে কুড়ুল মেরেছে—উপযাচক প্রকাশের আসঙ্গে। ক্ষতি সে গৌরীর আর কি

করলো, তার নিজের ক্ষতির তুলনা নেই। শুধু কি বিড়ম্বনা, দুশ্চরিত্রার ঘৃণা যে তাকে দগ্ধ করছে! নিজের ব্যবহারের তার সামঞ্জস্য কোথায়? মরণই যে তার ভাল! আবার বাঁচার ইচ্ছা!

কিন্তু মরবে কি ক'রে? আর মরলেও তার মৃত্যুর সাক্ষী কে হবে? দায়ী কি সে-ই শুধু?

না, না, মরতে সে পারবে না। নতুন করে বাঁচবে সে।

অনেকটা যেন নেশার ঝোঁকে সামনের বাসটায় উঠে পড়েছিল। দেখাই যাক্ না কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। গন্তব্যে পৌঁছে তখন ভাবা যাবে—সামনে যদি আর না চলে, পিছনে ফিরতে তো পারবে। এমনি ক'রে সারারাত মনের সঙ্গে সে লুকোচুরি খেলবে। তারপর সে-খেলা যখন থেমে যাবে তখন পথের একধারে শুয়ে পড়বে—অচেতন ঘুমে সব অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

ঘুমই তো! আশ্চর্য ঘুম! এতখানি পথ যে কি ক'রে নিভা অতিক্রম ক'রলে কিছুই খেয়াল ছিল না। হাওড়া আর হাওবাগ কত যেন সহজ পথ! খেয়াল হ'য়েছিল অমলের বাড়ির দোর গোড়ায় এসে। কিন্তু আর যে ফেরবার উপায় ছিল না—রিক্তা, নিঃস্ব, হতচেতন সে! মনের একি অদ্ভুত ব্যবহার! ভাগ্যে অমল আজ সুস্থ নেই—থাকলে তাকে কি অভ্যর্থনা করতো ব্যগ্র বাহু মেলে? বলতো: তোমার জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছি, জানি তুমি একদিন ফিরে আসবে! নিজের কাছে লজ্জার একশেষ!

চোখ মুছে নিভা জানালা থেকে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। আশ্চর্য পাহাড়ের ছায়া ঘরময়। ঝুল আর ধোঁয়ায় কি বিবর্ণ ঘরটা! হয়তো সে

চলে যাবার পর আর এ ঘরে ঝাঁট-পাট হয়নি। সারদা দেবী একদিন এটি তার জন্যেই নির্দিষ্ট ক'রেছিলেন। এই ঘরে একদিন রাত্রে—

আশ্চর্য, আজ আর কোন শিহরণ জাগে না। বরং মনটা কেমন যেন বিরূপ হয়ে ওঠে। কিন্তু এ বিরূপতা কিসের জন্যে ? সেদিনকার রাত্রে অসহায় নারীত্ব, না কপট মর্যাদা-বোধ ? যাকে একান্ত ভাবে পাওয়া যায় তাকে অমন একান্তভাবে ফেলে আসা যায় কেন ? চাওয়া-পাওয়ার একি অদ্ভুত সমন্বয় !

মনে পড়ল নিভার—প্রথম যেদিন সারদা দেবী এই ঘরটায় তাকে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন, আর একটা ঘরের কথাও সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল—রেণুকাকীমাদের কয়লা-কুঠুরীর পাশে এঁদো-পড়া দেড় বিঘৎ ঘর ! আর মনে হয়েছিল, ঠুক-ঠুক কড়া নাড়ার শব্দ। কিন্তু ঘুণাক্ষরে মনে হয়নি এই ঘরে একদিন সেই ঘরের পুনরভিনয় হবে। ছোট বড়র তফাৎ একই হৃদয়াবেগে লালিত হবে। সেকি লজ্জা, না গৌরব ? অপমান, না আদর ? অভিলাষ, না অভিষ্ট-লাভ ?

নিজে কিছুই আর ভাবতে পারে না নিভা—সকল ভাবনা-চিন্তার পারে যেন সে এসে গেছে এখন। কালকের ফুটন্ত নারীত্বের অভিমান আজ পরম প্রার্থনার মতো মনে মনে বলছে, আমার সকল পাপ, সকল বঞ্চনা, সকল অহঙ্কার ঘুচিয়ে দিয়ে আমাকে পরিপূর্ণ কর—যে পূর্ণতা ক্ষুদ্র, খণ্ড ক'রে যেন কেউ দেখতে না পায়। এ ছাড়া আর যে উপায় নেই ! না না, উপায়ান্তর হ'য়ে আবার এখানে সে ফিরে আসেনি—না এসে সে কিছুতে থাকতে পারেনি। প্রথম দিনের গৃহত্যাগে তার বীজ ছিল। তোমরা যা পার বলো,

তোমরা যা পার করো, আমার আর বলবার কিছু নেই। এই আমি এখানে রইলাম—

টেবিলটার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে জিনিসপত্তরগুলো এদিক ওদিক সরিয়ে কতক মেজেয়, কতক বা খাটের ওপর রাখলে নিভা। তারপর কাপড়ের আচ্ছাদনিটা টেনে তুলতে গিয়ে একটা খাম ঠক ক'রে মেজের ওপর ছিটকে প'ড়ে গেল। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে খামটা নিতে গিয়ে নিভা মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা ক'রলে—তার নাম লেখা এই প্রথম খাম! কি অদ্ভুত নিশ্চেষ্ট অনুভূতি, ভয়, বিস্ময়, বিহ্বলতা নিভার! কে লিখেছিল তাকে এ চিঠি? কেন লিখেছিল?

চিঠিটা হাতে ক'রতে সব বুঝতে পারে নিভা। খালি তার নামটা ছাড়া বার বার তার ঠিকানাটা কেটে দেওয়া হ'য়েছে। শেষে পত্রপ্রেরকের কাছে ফেরৎ এসেছে। আষ্টেপৃষ্ঠে ডাক-ঘরের খোঁজা-খুঁজির ছাপ!

চিঠিটা অমলই তাকে লিখেছিল। কিন্তু কেন? আবার অনুরাগে মন ভরে ওঠে। আবার নিভার মনে হয়, এ ভিক্ষা নয়—এ তার পরম পাওয়া! সে আসবার আগে অমলই তাকে চেয়ে রেখেছে! আর কি চায় সে!

খামটার মুখ আঁটা এখনও, ধুলোয় কিছু বিবর্ণ। খুলে না দেখলেও মনে মনে প'ড়ে বলে দিতে পারে নিভা, ওতে কি আছে··· কার পর কি কথা লিখেছে অমল!

খুলি খুলি ক'রেও খামটা নিভা খুলতে পারে না। নিজের মনে খুলেছে যখন, তখন আর কালির আঁচড়ে ক্ষত দেখার প্রয়োজন কি! ঠিকানা খুঁজে না-পাওয়া মুখ না-খোলা ও চিঠিটা থাক না!

না, তবু যে নিজেকে ধ'রে রাখা যায় না। কিছুতেই মনকে শান্ত করা যায় না। চিঠি কি শুধু চিঠি! এত মোটা খামে মনের কত কথা অমল ভ'রে দিয়েছিল?

খামটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিভা জানালার কাছে এগিয়ে এল। হব-হব বৃষ্টির ভাবটা এখনো কাটেনি। ঝুলে-পড়া আকাশটা যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়।

চোখ-ধোয়া কাজল সমারোহ মেঘের পাহাড়তলীতে। এখন বৃষ্টিটা ঝেঁকে এসে গেলেই তো হয়।

একবার, দুবার, তিনবার, বার বারই অস্পষ্ট আর ধোঁয়ার মতো মনে হয় চিঠিটা। কি লিখেছে, কাকে লিখেছে, কেন লিখেছে কিছুই বোঝা যায় না। অদ্ভুত একটা দলিল, দুরূহ।

চিঠির পৃষ্ঠাগুলো আকড়ে ধ'রে খানিক স্থির হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে নিভা। পত্র পাঠে একি অননুভূত বেদনা! অনেক কথার মানে বোঝা গেল না। অনেক কথার মানে বুঝেও যেন মনে গেল না। ঘুণ-ধরা কাঠের মতো কি মানুষের মনের অবস্থা হয় কখনো? হায় হতভাগী, এত কথায় সে কিছুতে বুঝতে পারছে না অমল তাকে কি বলতে চেয়েছিল! সেদিন অতন্দ্র গভীর অন্ধকারে নির্মম পুরুষত্বের আবির্ভাব আর আজ বিড়ম্বিত ভাগ্যের পরিহাসে পীড়িত পুরুষের আহ্বান—কোন্‌টা সত্যি নিভার কাছে?

চিঠিটা আবার খুলে চোখের ওপর মেলে ধ'রলে নিভা। হোক ডেড লেটার তবুও এর মূল্য তার কাছে আজ অনেক।

চিঠিটা পাঠ ক'রে খামে ভ'রে যথাস্থানে রেখে দিয়ে জানালার গরাদে মুখ চেপে দাঁড়াল নিভা। এ যেন ভালই হয়েছে আজ চোরের মতো সঙ্গোপনে আবার এখানে ফিরে এসেছে সে। অমল এখনো তার আগমন টের পায়নি। উপযাচিকাকে কি বলতো সে প্রথম অভ্যর্থনায় ?

গম্ভীর মেঘে হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। অদূরে কোথাও বাজ একটা পড়ল—পাহাড়ের ভিৎ কেঁপে উঠলো।

এতক্ষণে নিভার হঠাৎ যেন মনে হলো, অনেক কাজ ক'রতে তার বাকি পড়ে আছে। চিঠিতে অমল তাকে সর্বময়ী কর্ত্রীর আসন অধিকার করবার জন্যেই ডেকেছিল। কি মানে সে প্রত্যাশা ক'রছিল এতক্ষণে ও চিঠির ভাষায় ?

সরবতীয়া এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল। বাইরে ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি নেমে এল। সরবতীয়া ডাক দিলে, ভাইয়া কো হুঁশ—জলদি !

সরবতীয়ার ডাকে হঠাৎ চমকে ওঠে নিভা। 'হুঁশ' মানে কি ? কার কি হয়েছে এখানে ? এক নিঃশ্বাসে নতুন ক'রে পূর্বাপর আবার মনে ক'রতে হয় ! স্মৃতি, বিস্মৃতির অদ্ভুত আবিলতা !

সরবতীয়া আবার ডাকলে। নিভা পড়ি-কি-মরি ক'রে তার পিছু পিছু ছুটলে। তার আশা মিথ্যে হবে না। সে হেয় হবে না।